মন্ত্র-মুগ্ধ

মন্ত্র-মুগ্ধ

"বনফুল"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে 'ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

দাদামহাশয়,

শুনিয়াছি সামান্য বিল্বপত্রেই মহাদেব সন্তুষ্ট হন—তাই আমার এই দুঃসাহস।

ভাগলপুর
১০. ৩. ৩৮

প্রণত
বলাই

নিবেদন

এই প্রহসনটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে গিয়া ইহার কয়েকটি দৃশ্য পরিবর্দ্ধিত ও দুইটি দৃশ্য একীভূত করিয়া নাটকটির অভিনয়-অসুবিধা দূর করিবার প্রয়াস পাইলাম।

একটি কুকুর এই নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায় আছে। প্রধান ভূমিকায় মনুষ্যেতর প্রাণীর আবির্ভাব বাঙলা নাটকে এই বোধ হয় প্রথম।

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাগাদা দিয়া বহিখানি লিখাইয়াছিলেন বলিয়া এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস ইহার উন্নতি-কল্পে সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

১০, ৩, ৩৮ "বনফুল"

ভাগলপুর।

মন্ত্রমুগ্ধ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। লেকের একটি নির্জন অংশ। একটি যুবক এবং একটি যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। যুবকটি শীর্ণকান্তি, গোঁফ দাড়ি কামানো; চক্ষু কোটরগত। চক্ষু কোটরগত, কিন্তু ভাববিহ্বল এবং চশমাবৃত। মাথার চুল সুবিন্যস্ত। যুবতীটি তন্বী, শ্যামাঙ্গিনী, বেশ ছিমছাম। চক্ষু দুইটি বুদ্ধিদীপ্ত, চশমা নাই। হস্তে একটি ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ। ব্যাগটির ভিতরে কি আছে ভগবানই জানেন, বাহিরটি কিন্তু সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত। মেয়েটি একটি সুখী শাড়ি আধুনিক কায়দায় পরিধান করিয়া আছেন। ব্লাউসের হাতায় মনোরম এম্‌ব্রয়ডারি দেখা যাইতেছে। পায়ে জরিদার নাগরা। হাতে ছোট রিষ্টওয়াচ। উভয়ের কেহই এখনও ছাত্রাবস্থা পার হন নাই। দুইজনেই এক কলেজে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। যুবকটির নাম মোহনলাল, যুবতীটির ভাল-নাম বাসন্তিকা—ডাক-নাম চুমকি। উভয়ে একটি খালি বেঞ্চির উপর পাশাপাশি উপবেশন করিলেন।

মোহনলাল। (চশমাটা খুলিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে) ইয়ে—অর্থাৎ—মানে—এ বিষয়ের একটা মীমাংসা ক'রে ফেলাই ভাল। অর্থাৎ—মানে—আমি আর থাকতে পারছি না চুমকি। কতদিন এ ভাবে থাকা যায়।

চুমকি। (লীলাভরে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া) আবার তুমি ওকথা তুলছ?

মোহনলাল। যতদিন না উত্তর পাব ততদিন বার-বার একই কথা নানারকম রং দিয়ে বলব আমি চুমকি। আমি হয়তো সব কথা ঠিক ক'রে গুছিয়ে বলতে পারি না, কিন্তু—

চুমকি। (বাধা দিয়া) আমি তো অনেকবার বলেছি এম-এ,টা পাস ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে আমি বিয়ের কথা ভাবব। বিয়ে ক'রে আমি কারও গলগ্রহ হতে চাই না।

মোহনলাল। (এই কথায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া আবেগভরে বলিলেন) তুমি কি কখনও কারও গলগ্রহ হতে পার চুমকি? নিজেকে অত ছোট ক'রে ভাব কেন? ফুলের মালা কি কখনও কণ্ঠের গলগ্রহ হয়?

চুমকি। (দুষ্টামিভরা হাসি হাসিয়া) বিয়ের

আগে ওরকম অনেক কবিত্ব অনেকের মনে আসে। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তা দাঁড়ায় পাউণ্ড শিলিং পেন্সে। নিজে রোজগার করতে না পারলে কোন আত্মসম্মান থাকে না। স্বামীরা যে স্ত্রীর ওপর এত অত্যাচার করে, তার প্রধান কারণ স্ত্রীরা একটা পয়সার জন্মেও স্বামীর মুখাপেক্ষী—আমি তা হতে চাই না।

মোহনলাল। আহা, তুমি সব পুরুষমানুষকেই এক-রকম মনে করছ কেন? পৃথিবীর সব পুরুষমানুষই কি একরকম?

চুমকি। (হাসিয়া) অধিকাংশই। সব শিয়ালই হুক্কাহুয়া করে, যারা করে না তারা শিয়াল নয়।

মোহনলাল। (অধীরভাবে) আহা, এ সব তো আমি বহুবার শুনেছি। আমি আজ এ বিষয়ে একটা ডেফিনিট্ উত্তর শুনব ব'লে এখানে এসেছি চুমকি। আমাকে হতাশ ক'র না।

চুমকি। এক কথা কতবার বলব। এম-এ, পাস ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে আমি বিয়ে করব—তার আগে নয়।

মোহনলাল। তার মানে আরও অন্তত পাঁচ বছর পরে? আমি বলছি অন্তত—বেশিও হতে পারে।

চুমকি। (সবিস্ময়ে) পাঁচ বছর কেন? এই তো

আমার থার্ড ইয়ার চলছে—আর তিন বছর পরেই এম-এ পাস করব ; তারপরই চাকরি—

মোহনলাল। (হাসিয়া) তুমি কি মনে কর খাসস্তিকা দেবী, যে চাকরি তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছে ? যেমনই তুমি পাস ক'রে বেরুবে অমনই তোমায় বরণ ক'রে নেবে ?

চুমকি। মেয়েদের এখনও অনেক স্কোপ আছে।

মোহনলাল। মানলুম আছে। মানলুম পাস ক'রে বেরিয়েই তুমি চাকরি পেলে। কিন্তু সমস্ত যৌবনটা নিঃশেষ ক'রে দিয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে লাভ আছে কোন ?

চুমকি। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) এ সব আলোচনা হবে জানলে আমি আসতামই না।

মোহনলাল। (মিনতিভরে) রাগ ক'র না। তুমি আমাকে অধিকার দিয়েছ ব'লেই না আমার এ সব আলোচনা করবার স্পর্দ্ধা হয়েছে।

চুমকি। (বসিয়া—একটু উষ্মাভরে) স্পর্দ্ধাটা তোমার একটু বেশি হয়েছে। এতটা ভাল নয়। সব জিনিসেরই একটা সীমা থাকা উচিত।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

মোহনলাল। (চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে) আমাকে তুমি কি মানুষ মনে কর না চুমকি? তুমি কি মনে কর আমার প্রাণটা পাথরের?

আবার রুমাল দিয়া চোখ মুছিলেন

চুমকি। ছি ছি, তুমি কাঁদছ? আমার এই সামান্ত একটা কথা যে তোমাকে এতটা আঘাত করবে তা আমি ভাবতেই পারি নি। আশ্চর্য্য কাণ্ড!

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

মোহনলাল। (হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া) আচ্ছা, আর একটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি দাও তুমি।

চুমকি। কি কথা?

মোহনলাল। তুমি যদি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করবেই ঠিক ক'রে থাক, তা হ'লে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সার্থকতা কি? আমি কি তোমার ভার বহন করতে অক্ষম মনে কর?

চুমকি। (হাসিয়া) অক্ষম কি সক্ষম সে কথা পরে বোঝা যাবে। তার আগে আমি নিজে সক্ষম হতে চাই। তাতে নিজের একটা স্বাধীনতা থাকে। তা ছাড়া এটা কি এ যুগে একটা হাস্যকর ব্যাপার নয় যে স্ত্রীলোক

হলেই একটা পুরুষের স্কন্ধে ভর ক'রে থাকতেই হবে? স্ত্রীলোকের স্বাধীন অস্তিত্ব ব'লে কিছু কি থাকতে নেই?

মোহনলাল। (সকরুণভাবে) আমি অপেক্ষা করব। যতদিন না তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবে ততদিন আমি ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করব। কিন্তু এইটুকু শুধু বল, নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর আমাকেই বিয়ে করবে তো?

চুমকি। (রহস্যময় হাসি হাসিয়া) ততদিনে আমার চেয়ে ঢের ভাল টুকটুকে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। কবিত্বের স্রোত তখন ভিন্ন খাতে বইবে।

মোহনলাল। (আবেগভরে) কক্ষনো না। যদি সম্ভব হ'ত সমস্ত মনখানা খুলে দেখাতাম তোমাকে এক্ষুনি।

চুমকি। তা ছাড়া তোমার বাবা মা ইণ্টার-কাষ্ট বিয়েতে রাজিই হবেন না হয়তো।

মোহনলাল। (অধীরভাবে) তাঁদের রাজি করবার ভার আমার হাতে তুমি ছেড়ে দাও না চুমকি। তাঁরা যদি রাজি না-ও হন তাঁদের অমতেই আমি তোমাকে বিয়ে করব। তোমায় চাই আমি—অ্যাট্ এনি কষ্ট।

হঠাৎ পিছন দিক হইতে একটা গুণ্ডা আসিয়া প্রবেশ করিল। চাপদাড়ি
—গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। পরিধানে লুঙ্গি। সে আসিয়াই চুমকির
হাত হইতে ব্যাগটা ছিনাইয়া লইতে অগ্রসর হইল

চুমকি। (ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে) ওগো মা গো—

গুণ্ডা। (কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া) চুপ—চিল্লাও মৎ।

মোহনলাল। (এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে হক্‌চকাইয়া) এই—এই, কেয়া করতা হ্যায় তুম—ষ্টুপিড—

গুণ্ডা অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া মোহনলালের গালে ঠাস করিয়া এক
চড় মারিল। সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল ভূশায়ী হইলেন। নিমেষের
মধ্যে গুণ্ডা চুমকির হাতের ব্যাগ ও কানের দুল ছিনাইয়া
লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল

(উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ও মৌখিক আস্ফালন সহকারে) কোন্ দিকে গেল লোকটা—এমন আচমকা চড়টা মেরে দিলে—ব্যাটাকে টের পাওয়াচ্ছি আজ—যুযুৎসুর এমন এক প্যাঁচ কসব—গেল কোন দিকে লোকটা—

অগ্রসর হইতে গেলেন

চুমকি। (কাতরভাবে মোহনলালের হাতটা জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া) ওগো, না না, তুমি চলে যেও না, আমার ভয়ানক ভয় করছে, হাত পা কাঁপছে, তুমি যেও না।

মোহনলাল। (দাঁড়াইলেন, তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া) এদিকে তো একটা পুলিস-টুলিসও দেখছি না। ক্যানি!

চুমকি। (সকাতরে) উঃ, আমার বুকের ভেতরটা কেমন ধড়াস ধড়াস করছে। একটা ট্যাক্সি ডেকে চল বাড়ি যাই। উঃ, কানটা বড় জ্বালা করছে।

কানে হাত দিলেন

মোহনলাল। এঃ, কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে যে! দুল ছুটো নিয়ে গেছে নাকি?

চুমকি। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) হ্যাঁ।

মোহনলাল। (সক্রোধে) আচ্ছা রাসকেল তো? গেল কোন্ দিকে ব্যাটা—খুঁজে দেখব একটু?

চুমকি। না না, তুমি যেও না। চল, বাড়ি চল।

মোহনলাল। (যেন নিরুপায় হইয়া সম্মতি দিলেন) আচ্ছা, তাই চল। যাবার সময় না হয় থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে যাই —

চুমকি। না, থানায়-টানায় যেতে হবে না, জানাজানি হয়ে সে ভারি কেলেঙ্কারি হবে।

মোহনলাল। আচ্ছা, গুণ্ডাটা দেখতে কি রকম বল তো? আমি ভাল ক'রে ব্যাটার চেহারাও দেখতে পাই নি।

চুমকি। (কানে হাত দিতে দিতে) দাড়ি ছিল, এইটুকু দেখেছি।

মোহনলাল। হ্যাঁ, দাড়ি আমিও দেখেছি, রংটা কি রকম ?

চুমকি। সে আমি দেখি নি, চল এখন। ছি ছি, হস্টেলে গিয়ে কি যে আমি বলব এই রক্তাক্ত কান নিয়ে !

মোহনলাল। কানে কি খুব বেশি চোট লেগেছে ?

চুমকি। একটা কান একটু কেটে গেছে। দুল দুটো এমনিই একটু লূজ ছিল, বার বার পড়ে যেত।

মোহনলাল। (হঠাৎ থিয়েটারি ভঙ্গিতে) এর প্রতিশোধ আমি নেবই। এই চাপদাড়ি গুণ্ডাকে যদি না ধরতে পারি, আমার নাম মোহনলালই নয়। ধরবই একে আমি, দেখো তুমি—অ্যাট এনি কষ্ট।

চুমকি। চল শিগগির, কিছু ভাল লাগছে না।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বান্টু মল্লিকের বৈঠকখানা। এই স্থানে পাড়ার থিয়েটারের রিহার্সাল হইয়া থাকে। বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো। ঘরের এক কোণে একটা ছোট টেবিল ও সিন্দুক রহিয়াছে। টেবিলের কাছেই দেওয়ালে একটি দেওয়াল-আলমারি। ফরাসের উপর বাঁয়া, তবলা, হার্মোনিয়াম, খঞ্জনি, করতাল, সেতার, এস্রাজ, ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। রিহার্সাল শেষ হইয়া গিয়াছে। অভিনেতাগণ সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। হারাধন বিশ্বাস ও বান্টু মল্লিক দাঁড়াইয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। হারাধন বিশ্বাস লোকটির বেশ নাদুসনুদুস হৃষ্টপুষ্ট সুখী চেহারা। মুখে সযত্নলালিত এক জোড়া গোঁফ। চক্ষু দুইটি বড়-বড় ও হাস্যময়। বান্টু মল্লিক লোকটিকে দেখিলেই বান্টু বলিয়া মনে হয়। শীর্ণদীর্ঘ দেহ—মুখখানিতে ধূর্তামি মাখানো। গোঁফ দাড়ি নাই। মাথার সম্মুখ দিকটায় টাক। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট ও চতুরতাব্যঞ্জক। বান্টু মল্লিক বিপত্নীক ও নিঃসন্তান, আর বিবাহ করেন নাই। বাপের পয়সা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন—তাহাই ভাঙাইয়া চলে। অবসর বিনোদনের নিমিত্ত তিনি সখের থিয়েটার, ফুটবল খেলা, তাস খেলা প্রভৃতি লইয়া থাকেন এবং এ সকল বিষয়ে তিনি পারদর্শী। পান-দোষও আছে। বান্টু মল্লিকের পরনে ফতুয়া। হারাধন ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া আছেন।

বান্টু। বক্তিয়ারের পার্টটা তোমাকেই নিতে হবে।

হারাধন। (সবিস্ময়ে) আমাকে?

বান্টু। হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?

হারাধন। কেন, বিনোদ তো মন্দ করছে না!

ঝান্নু। ও বিনোদের কর্ম্ম নয়। ও রকম মিউ মিউ করলে কি আর বক্তিয়ারের পার্ট হয়?

হারাধন। (হাসিয়া) বেচারার গলার স্বরই ওই রকম তো ও আর কি করবে। ঈশ্বরের ওপর তো আর হাত নেই।

ঝান্নু। আমি বলছি না তো যে হাত আছে। আরে, আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না, যে লোক সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার মুখের ওপর বলতে পারে, 'জান না কি তাতার বালক ছুটে যায় মাতৃ-অঙ্ক হতে সিংহশিশু সনে করিবারে মল্লরণ?'—তার বুকের পাটা কত বড়, গলার জোর কতখানি! একি চাট্টিখানি কথা হে! বিনোদের একে তো ওই কাঠির মত চেহারা, তাও না হয় মেক্-আপের জোরে সেরে নেওয়া যেত, কিন্তু ওর গলার আওয়াজ একেবারে হোপ্‌লেস। চিঁ চিঁ করলে কি আর বক্তিয়ারের চলে? তুমিই নাও, তোমার দরাজ গলা আছে, চেহারাও মানাবে।

হারাধন। (হাসিয়া) তা হয়তো মানাবে। কিন্তু আমার তো জানই ভাই কি মুস্কিল।

ঝান্নু। অর্থাৎ পরিবার?

হারাধন। আর ব'ল না ভাই। জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। তোমাদের সঙ্গ ভাল লাগে, থিয়েটারের দিকে

ঝোঁকও ছিল এককালে,তাই তোমার আড্ডায় এসে সন্ধ্যে-বেলায় একটু গল্প-গুজব করি। এই নিয়েই রোজ তুমুল কাণ্ড। তাঁর ইচ্ছেটা আমি রোজ সন্ধ্যে থেকে তাঁর আঁচলটি ধ'রে রান্নাঘরে ব'সে থাকি। বাঁজা বউ নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছি। থিয়েটারে পার্ট নিলে রিহার্সাল সেরে বাড়ি ফিরতে বারোটা একটা হয়ে যাবে, তা হলে তো তিনি গলায় দড়ি দেবেন।

ঝান্টু। (হাসিয়া) সুখে আছ তা হলে বল।

হারাধন। আর ব'ল না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় দু চক্ষু যেদিকে যায় পালিয়ে যাই।

ঝান্টু। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) আচ্ছা, এর মানে কি, আরও তো অনেকে থিয়েটার করেছে ?

হারাধন। আরে ভাই, আমিই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছি তাঁর পুত্রস্থানীয়। আমাকে খাইয়ে দাইয়ে নাইয়ে পুছিয়ে জামা পরিয়ে খোকাটি বানিয়ে রাখতে চান। এতে কোন বাধা উপস্থিত হইলেই একেবারে খাপপা! আমার যাতে সুমতি হয় তার জন্যে কত পূজো, মানত, তারকেশ্বরে ধর্ণা পর্য্যন্ত দিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, কারও কুপরামর্শে প'ড়ে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে কোন ওষুধ-বিষুদ না খাইয়ে দেয়—

ঝান্টু। বশীকরণও চলছে নাকি ?

হারাধন। চলছে মানে ? জোর চলছে। এ নিয়ে আমার এক ঘোর দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে। কাল আমায় কি বলছিল জান ?

ঝান্টু। কি ?

হারাধন। বলছিল যে, আরব্য উপন্যাসের একটা গল্পে আছে যে মন্ত্রবলে মানুষকে নাকি কুকুর বানিয়ে ফেলা যায়। সে রকম মন্ত্র যদি আমি জানতাম তোমাকে কুকুর বানিয়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতাম।

ঝান্টু। (ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া) বল কি হে ?

হারাধন। (হতাশভরে) কি আর বলব বল ভাই। এ নিয়ে আমার মনে এক ঘোর অশান্তি হয়েছে। অশিক্ষিত মেয়েমানুষ, কোন্ দিন কার ভুজুঙে প'ড়ে কি খাইয়ে দেবে, না কি করবে, কিছুই বলা যায় না।

ঝান্টু চিন্তিতমুখে ধীরপদক্ষেপে দেওয়ালের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া একটি হুইস্কির বোতল ও দুইটি কাচের গ্লাস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে চিন্তিতমুখে ফিরিয়া আসিলেন

ঝান্টু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে, যেহেতু তোমার স্ত্রীর মাথা খারাপ সেই হেতু আমাদের প্লে-টা মাটি হয়ে যাক ! বিনোদ মিউমিউ ক'রে বক্তিয়ারের পার্টটা করুক, আর তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়ে স্ত্রীর আঁচল ধ'রে ব'সে থাক !

বল তো তোমার স্ত্রীকে বেশ একটু জব্দ ক'রে দিই,—জীবনে তিনি আর তোমার ওপর বশীকরণ প্র্যাক্‌টিস করবেন না।

হারাধন। (সাগ্রহে) পার যদি কেনা গেলাম হয়ে থাকব তোমার। মাইরি বলছি—লাইফ মিজারেব্‌ল হয়ে উঠেছে।

ঝান্নু টেবিলের নিকট ফিরিয়া গেলেন ও গ্লাস দুইটিতে নীরবে মদ ঢালিতে লাগিলেন

আমাকে বেশি দিও না, বুঝলে?

ঝান্নু কোন উত্তর দিল না। যতটুকু ঢালিবার ঢালিয়া আনিয়া গ্লাসটি হারাধনের হাতে দিল

ঝান্নু। সোডা ফুরিয়েছে ভাই। জল মিশিয়ে খাবে? আমার তো মনে হয় নীট্‌ই ভাল।

হারাধন অধিক বিতণ্ডা না করিয়া মদটুকু সটান গলায় ঢালিয়া দিলেন ও মুখবিকৃতি করিলেন

(পান শেষ করিয়া) বল তো তোমার গিন্নিকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিই। রাজি আছ?

হারাধন। আমি তো এক্ষুনি রাজি। কিন্তু সে কি সোজা কথা রে দাদা!

ঝান্নু সে কথার উত্তর না দিয়া আবার খানিকটা মদ ঢালিলেন ও পান করিয়া ফেলিলেন

ঝান্টু। (মুখ মুছিতে মুছিতে) গ্র্যাণ্ড প্ল্যান মাথায় একটা এসে গেছে। সিম্প্লি গ্র্যাণ্ড! ঠাকুরাণীর চরম শিক্ষা হয়ে যাবে।

হারাধন। (সাগ্রহে) কি রকম?

ঝান্টু। এখন কিছু বলব না। তোমার কিন্তু কো-অপারেশন চাই, রাজি আছ?

হারাধন। নিশ্চয়। বাই দি বাই, মারধোর করবে না তো?

ঝান্টু। (সগর্ব্বে) ঝান্টু মল্লিক ইজ এ স্পোর্টস্‌ম্যান—ভাল্‌গার কাজ সে করে না।

হারাধন। নিশ্চয়ই। কিন্তু প্ল্যানটা কি?

ঝান্টু। সে এখন ভাঙছি না। তবে ব্যাপারটা একটু রিস্‌কি। ফী-স্বরূপ এক বোতল হুইস্কির দাম দিতে হবে—ক্যাশ ডাউন। অমনিতে এ কাজে হাত দিচ্ছি না।

হারাধন। আহা, তার জন্যে আটকাবে না। তোমার প্ল্যানটা কি শুনি না?

ঝান্টু। 'অতীব সুন্দর তাহা,—কিন্তু এখন বলছি না।

হারাধন হাসিমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন

হারাধন। আচ্ছা বেশ, আমাকে কি করতে হবে বল।

ঝান্টু। (তর্জ্জনী দেখাইয়া) প্রথমত, আমার উপর

বিশ্বাস করতে হবে ; (মধ্যমা দেখাইয়া) দ্বিতীয়ত, আমি যা বলব নির্ব্বিচারে শুনতে হবে ; (অনামিকা দেখাইয়া) তৃতীয়ত, একটি বোতল হুইস্কির দাম অগ্রিম দিতে হবে —ক্যাশ ডাউন ; (কনিষ্ঠা দেখাইয়া) বক্তিয়ারের পার্ট নিতে হবে।

হারাধন। রাজি আছি।

ঝান্নু। আচ্ছা বেশ। তা হলে ওই কোণের সিন্দুকটা থেকে দাড়িগুলো বের ক'রে আন দেখি।

হারাধন কোণের সিন্দুকটা খুলিয়া নানা আকারের ও নানা মাপের দাড়ি বাহির করিয়া আনিলেন

এইবার একে একে পর তো দাড়িগুলো, দেখি।

হারাধন। (সবিস্ময়ে) মানে ?

ঝান্নু। (আদেশের ভঙ্গিতে) ডোণ্ট কোয়েশ্চন, যা বলছি ক'রে যাও।

হারাধন একটু ইতস্তত করিয়া নারদের সাদা দাড়িটা পরিলেন

(ঘাড় নাড়িয়া) ও হবে না, খুলে ফেল ; আর একটা পর !

হারাধন। তোমার উদ্দেশ্যটা—

ঝান্নু। (বাধা দিয়া) ডোণ্ট কোয়েশ্চন।

হারাধন আবার লালগোছের লম্বা একটা দাড়ি পরিলেন

এটাও সুবিধে হচ্ছে না, রেখে দাও ; আর একটা পর।

নিরুপায় হারাধন এইবার একটা কালো লম্বা দাড়ি পরিলেন

নাঃ, লম্বা দাড়িতে মানাবে না তোমায়। চাপদাড়ি পর।

হারাধন চাপদাড়ি পরিলেন

আচ্ছা, অনেকটা হয়েছে। একটা বেশ ঘন কার্লিং-গোছের চাপদাড়ি আছে-জল্লাদের দাড়ি—সেটা বার কর নি? সেটা নিয়ে এস—সিন্দুকের কোণে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স আছে—তারই ভেতর আছে বোধ হয়, আন সেটা।

হারাধন। (একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া) তোমার মৎলবটা কি?

ঝান্টু। ডোণ্ট কোয়েশ্চন, যা বলছি ক'রে যাও।

হারাধন কার্লিং চাপদাড়ি বাহির করিয়া আনিলেন ও পরিলেন

হ্যাঁ, এইটেই ঠিক হবে। এইবার ঝাঁকড়া দেখে একটা চুল বার কর দিকি।

হারাধন তাহাই করিলেন

হারাধন। এটাও পরব?

ঝান্টু। নিশ্চয়।

হারাধন পরিলেন

(একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে) পারফেক্টলি অল রাইট। চমৎকার হয়েছে।

হারাধন। এবার খুলব ?

বাচ্চু। খোল। বাস্, এইবার বাড়ি চ'লে যাও তুমি। প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেলেছি। হুইস্কির দামটা কিন্তু অগ্রিম চাই—ক্যাশ ডাউন।

হারাধন। (দাড়ি ও চুল খুলিতে খুলিতে) এখন তো সঙ্গে টাকা নেই, কাল সকালে দিয়ে দেব।

বাচ্চু। ঠিক ?

হারাধন। ঠিক। কিন্তু প্ল্যানটা আমাকে বলবে না ?

বাচ্চু। এখন নয়।

হারাধন। (সবিনয়ে) একটু—

বাচ্চু। (দৃঢ়স্বরে) একটুও নয়। এখন বললে সব পণ্ড হয়ে যাবে। তা ছাড়া সমস্ত জিনিসটা এখনও বেশ ক'রে ভেবে দেখতে হবে। (সগর্ব্বে) বাচ্চু মল্লিক ইজ নট এ কাঁচা ছেলে। ঘাবড়ো না, যখন হাতে নিয়েছি ঠিক ক'রে দেব।

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল

হারাধন। (ত্রস্ত হইয়া) ইস্, এগারোটা বাজল নাকি ? ভয়ানক দেরি হয়ে গেল তো, আজ তুমুল ব্যাপার হবে দেখছি।

বাচ্চু। (হাসিয়া) যাও, স'রে পড়। সিঁড়িকে

দেখে বিগলিত হয়ে সব কথা যেন ফাঁস ক'রে ফেল না, তা হলে কিন্তু মুস্কিল হবে।

হারাধন। পাগল হলে তুমি!

বান্টু। কাল সকালে এস, সব বলব।

হারাধন। আচ্ছা চললাম। (ঘড়িটার দিকে চাহিয়া) ইস্, বড্ড রাত হয়ে গেল।

হারাধন চলিয়া গেলেন

বান্টু। (তাহার প্রস্থানপথের দিকে তাকাইয়া) বেচারা!

বাহিরে দুয়ারের কড়া নড়িল

নেপথ্য হইতে। বান্টুদা বাড়ি আছেন?

বান্টু। হ্যাঁ আছি। ভেতরে এস।

একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল

কি হে, এত রাত্তিরে?

যুবক। এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম—চ্যালেঞ্জ অ্যাক্সেপ্টেড। দিল্লীতে একটা ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাব আমরা। সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনাকে যেতে হবে বান্টুদা। দোহাই আপনার, না বলতে পারবেন না।

বান্টু। আমাকে? দিল্লীতে?

যুবক। হ্যাঁ, আপনাকে ব্যাকে খেলতে হবে।

ঝান্থু। (সবিস্ময়ে) বলিস কি রে! কোথাও কিছু নেই, রাত দুপুরে হঠাৎ দিল্লী!

যুবক। (সানুনয়ে) আপনাকে যেতেই হবে ঝান্থুদা —আমাদের ডিফেন্স তেমন ভাল নেই।

ঝান্থু। কবে যেতে হবে?

যুবক। তিন দিন পরে, অর্থাৎ ফোর্থ।

ঝান্থু। হ্যাঁ, তখন আমি ফ্রী আছি বটে। (হাসিয়া) কিন্তু আমার ফী জান তো?

যুবক। (সহাস্যে) এক বোতল হুইস্কি তো?

ঝান্থু। হ্যাঁ, ক্যাশ ডাউন।

যুবক। (মনিব্যাগ বাহির করিয়া) তা জানি, টাকা সঙ্গেই এনেছি।

টাকা বাহির করিয়া দিলেন

ঝান্থু। (টাকা লইয়া হাত বাড়াইয়া তাহার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিলেন) অল রাইট ইয়ংম্যান— লেট্স্‌ড।

যুবক। ঠিক রইল তা হলে। আপনি আমাদের ক্লাবে যাবেন, সেখান থেকেই সব একসঙ্গে বেরুনো যাবে। এখন যাই। একবার চোরবাগানে যেতে হবে। সেখানে

নন্দ আছে—বেশ ভাল গোলকীপার। তাকেও গিয়ে ধরব ভাবছি।

বাচ্চু। আচ্ছা।

যুবক চলিয়া গেল। বাচ্চু মল্লিক আর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন ও হার্মোনিয়মটা টানিয়া লইয়া এবং মত্তকণ্ঠে গান ধরিলেন

বাগেশ্রী

রাখিতে পারি নি যারে বাঁধিয়া,
তাহারি লাগিয়া মরি কাঁদিয়া—
নিশীথে একা।
সকল পরাণ ভরি গো
তাহারি মুখানি স্মরি গো,
চরণ দুখানি ধরি গো,
মনে মনে মরি কত সাধিয়া—
দাও না দেখা।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রভাত কাল। হারাধন বিশ্বাসের বাড়ি। বিশ্বাসের স্ত্রী শুভঙ্করী এবং তাঁহার প্রতিবেশিনী ও সখী নয়নতারা কথাবার্তা বলিতেছেন। শুভঙ্করীর পরিধানে সুন্দর শাড়ি—টকটকে লাল চওড়া পাড়। শাড়ির ভিতর দিয়া সৌখীন সাদা দৃশ্যমান। মাথায় সিঁদুর। হাতে গোছা-ভরা সোনার চুড়ি ঝকমক করিতেছে। উপরের হাতেও আর্মলেটজাতীয় একটা ভারি গহনা দেখা যাইতেছে। নয়নতারার রোগা-পোটকা চেহারা। সাধারণ একটা শাড়ি পরিধান করিয়া আছেন—অঙ্গে অলঙ্কারাদির বাহুল্য নাই। কিন্তু তথাপি দেখিলেই মনে হয় যে নয়নতারা শুভঙ্করী অপেক্ষা ঢের বেশি সুখী। শুভঙ্করী যেন মনে মনে গুমরাইয়া আছেন—মুখে প্রসন্নতা নাই। নয়নতারা হাস্যমুখী। একটি বারান্দায় দাঁড়াইয়া উভয়ে কথাবার্তা বলিতেছেন। বারান্দার ঠিক সম্মুখেই প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে সদর দরজা দেখা যাইতেছে। বারান্দা হইতে শয়নঘরের দ্বার দেখা যাইতেছে। বারান্দার এক-কোণে দাঁড়ে একটি কাকাতুয়া রহিয়াছে। শয়নঘরের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া একটি বড় দেওয়াল-ঘড়িও দৃশ্যমান।

নয়নতারা। কাল রাত্রে চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন ভাই তোর বাড়িতে? আমার তো চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল—মনে হ'ল চোর-টোরই বা বুঝি ঢুকল। এমন ভয় করতে লাগল। শেষকালে ওঁকে ঠেলে তুললাম। ওঁকে তোলাও কি সহজ ব্যাপার! (হাসিয়া) আপিস থেকে এসেই খেয়ে-দেয়ে সেই যে উনি শোবেন—বাস্‌ একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম।

শুভঙ্করী। (সঙ্কোচে) আমায় একটা শক্ত দেখে দড়ি এনে দিতে পারিস? না হয় খানিকটা বিষ?

নয়নতারা। ওমা, সে কি কথা!

শুভঙ্করী। হ্যাঁ, আমার আর ভাল লাগে না। রোজ রোজ খিচ্ খিচ্ ক'রে ক'রে আমার হাড়মাস কালী হয়ে গেল।

নয়নতারা। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ও পরে সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন) হারাধনবাবুর বুঝি কাল ফিরতে রাত হয়েছিল? এ তোদের হয়েছে ভাল।

শুভঙ্করী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন

না হয় ভদ্রলোকের একটু আড্ডা দেওয়া অভ্যেস, তাতে তোর এত রাগ কেন বাপু? আমি ভাবলাম, বুঝি আর কিছু বা হ'ল। আড্ডা দিলেই বা একটু, অমন অনেকেই দেয়।

শুভঙ্করী। (রুখিয়া) ঝাঁটা মারি আমি অমন আড্ডা দেওয়ার মুখে। বাড়িতে আমি একা ব'সে ব'সে প্রহর গুনছি, হাঁড়িতে ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে যাচ্ছে, আর উনি ব'সে আড্ডা দিচ্ছেন যত হাবাতেদের সঙ্গে। আর যদ গেয়ে বাড়ি ফিরছেন রাত্তির বারোটা একটায়—

নয়নতারা। (সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়া) বলিস কি লো! মদ ধরেছেন নাকি? সত্যি?

শুভঙ্করী। সত্যি নয় তো কি আমি গুরুজনের নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে শুধু শুধু নরকের পথ পরিষ্কার করছি? কাল রাত্তিরে যখন এল ভক্ ভক্ ক'রে মুখ দিয়ে মদের গন্ধ ছাড়ছে; কাছে দাঁড়ানো যায় না। চেঁচামেচি করেছি সাধে!

নয়নতারা। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) নাঃ, তা হলে তো ভয়ের কথা বাপু! মদ যে ভয়ানক জিনিস! মদ না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

শুভঙ্করী। আমি কি করি ভাই! যতই ভাবছি ততই যে আমার মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। উঃ ভগবান, আমার কপালে এত দুঃখ লিখেছিলে তুমি!

নয়নতারা। নাঃ, এবারে রাশ টেনে ধরা দরকার। আর আলগা দেওয়া ঠিক নয়। মদ যে বড় সাংঘাতিক জিনিস।

শুভঙ্করী। (নিরুপায় ক্ষোভের সহিত) কি ক'রে রাশ টেনে ধরব বোন। সকালবেলা উঠে এক কাপ চা খেয়েই বেরিয়ে যাবে, ফিরবে বেলা এগারোটায়। এগারোটায় বাড়ি ফিরেই উর্দ্ধশ্বাসে নাকেমুখে চারটি গুঁজে ছুটবে শেয়ার মার্কেটে। তারপর সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরেই

চা জলখাবার খেয়েই বেরুবে আড্ডা দিতে, ফিরবে রাত্তির এগারোটা বারোটা। কখন্ রাশ টানি বল! সেই সকাল সাতটায় বেরিয়েছে এখন পর্য্যন্ত পাত্তা নেই।

নয়নতারা। আমাদের মঙ্গলহাটি গাঁয়ের নিতু ঠাকুর থাকলে একটা মাদুলি আনিয়ে দিতাম তোকে।

শুভঙ্করী সাগ্রহে শুনিলেন

শুভঙ্করী। মাদুলি? কি হয় সে মাদুলিতে?

নয়নতারা। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) ভালবাসার লোক বশ হয়।

শুভঙ্করী। সত্যি?

নয়নতারা। সত্যি নয় তো কি মিছে কথা! নিতু ঠাকুরের যে বিখ্যাত মাদুলি। সেই মাদুলির জোরে কত বারফট্‌কা স্বামী, কত দজ্জাল বউ শায়েস্তা হয়ে গেছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

শুভঙ্করী। (সানুনয়ে নয়নতারার দুইটি হাত ধরিয়া) আমাকে একটা আনিয়ে দে না ভাই। যা খরচ লাগে আমি দোব।

নয়নতারা। (ঘাড় নাড়িলেন) সে আর হয় না ভাই, নিতু ঠাকুর মারা গেছেন।

শুভঙ্করী। (হতাশ হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া

রহিলেন। তাহার পর বলিলেন) কি যে আমি করি! আমার কিছু ভাল লাগছে না।

নয়নতারা। এখন যা দাঁড়িয়েছে দেখছি, দৈব না করলে আর উপায় নেই। এক কাজ কর—কালীঘাটে মানসিক কর। একবার করেছিলি না?

শুভঙ্করী। করি নি আবার! দু দুবার জোড়া কালো পাঁঠা মানত করেছি, কিছু হয় নি। পীরের সিন্নি যে কতবার দিয়েছি তার আর ইয়ত্তা নেই। সে দিন তারকেশ্বরে কত ক'রে গিয়ে পূজো দিয়ে এলাম। ফল হ'ল উল্টো। আগে মদ খেত না, পূজো দেওয়ার পর মদ ধরলে।

নয়নতারা। (একটু ভাবিয়া) মঙ্গলহাটিতেই চিঠি লিখে একটা খবর নোব? তাই নিই না হয়। নিতু ঠাকুর কাউকে শিখিয়েও গিয়ে থাকতে পারে তো। নিতু ঠাকুরের ছেলে গোপাল ঠাকুর রয়েছে। তা ছাড়া সেখানকার শ্মশানকালীর পূরুত মুণ্ডিবাবা আছেন, তিনিও শুনেছি অনেক মন্তর-তন্তর জানেন। তিনিও হয়তো কোন উপায় ব'লে দিতে পারেন। আমার বোন মঙ্গলহাটিতে আছে, আজ লিখছি তাকে চিঠি।

এই সহানুভূতিপূর্ণ প্রস্তাবে শুভঙ্করী অত্যন্ত বিগলিত হইলেন

শুভঙ্করী। (আবার নয়নতারার দুই হাত ধরিয়া)

যা হয় একটা কিছু কর বোন। তুইই আমার একমাত্র আপনার জন। তোকে ছাড়া আমার মনের এ কষ্ট আর কাউকে আমি বলি না। বলতে পারি না—লজ্জা হয়।

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল

নয়নতারা। আমি আজই লিখে দেব চিঠি—তুই ভাবিস নি। ভগবান একটা উপায় করবেনই। এবার আমি যাই ভাই, ভাত চড়িয়ে এসেছি।

শুভঙ্করী। আচ্ছা। আমিও রান্নাবান্নার জোগাড় দেখি। ঝিটাকে একবার বাজারে পাঠাতে হবে, উনি যাবার সময় ব'লে গেলেন ছানার ডালনা করতে।

নয়নতারা। (মৃদু হাসিয়া) ভদ্রলোকের এ দিকে খাওয়া দাওয়ার সখও আছে বেশ।

শুভঙ্করী। ওই সখ পর্য্যন্তই। পাতে তো আদ্ধেক জিনিস প'ড়ে থাকে রোজই।

নয়নতারা। এবার যাই ভাই। চিঠি আজই লিখছি।

শুভঙ্করী। আচ্ছা। আর দেখ—এ সব কথা আর কাউকে বলিস নি যেন। নিতান্ত আপনার লোক জেনেই তোকে মনের দুঃখ সব বলি খুলে।

নয়নতারা। (হাসিয়া) আমি কি কচি খুকী?

শুভঙ্করী। ঝি, ও ঝি, সকাল সকাল আজ বাজার যাও বাছা, পোয়াটাক ভাল ছানা নিয়ে এস।

ঝি। (নেপথ্য হইতে) যাই মা।

শুভঙ্করী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল

কই মা, পয়সা দাও—বাসনমাজা হয়ে গেছে আমার।

শুভঙ্করী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

শুভঙ্করী। একটা টাকাই নিয়ে যাও। ছানা এনো ভাল দেখে পো-টাক, ঘি এনো ভাল দেখে আধপো, আর আনাজও এনো কিছু। আলুগুলো একটু ভাল ক'রে দেখে এনো—কালকের মত যেন পচা না হয়।

ঝি। আমি কি আর সাধ ক'রে মা পচা আনি! এমন মিলিয়ে দেয় মুখপোড়ারা যে চেনা মুস্কিল।

ঝি চলিয়া গেল। শুভঙ্করী দাঁড়ে টাঙানো কাকাতুয়াটাকে ছোলা দিতে লাগিলেন। ঝি যাইবার সময় দরজাটি খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া গম্ভীর নিনাদে ভাসিয়া আসিল—

ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ
হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভু।

তাহার পর দরজা খুলিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর এক হস্তে ত্রিশূল, অন্য হস্তে কমণ্ডলু, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, সর্বাঙ্গে ভস্মলিপ্ত। দুই বাহুমূলে ও গলদেশে বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। চক্ষু দুইটি আরক্ত। বামস্কন্ধের উপর একটি বড় ঝাঁপিল। পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম। সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর একবার গম্ভীর নির্ঘোষে বলিলেন—

ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ
হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভু।

সহসা সন্ন্যাসীর এই আবির্ভাবে শুভঙ্করী সচকিত হইয়া উঠিলেন। কাকাতুয়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন।

সন্ন্যাসী। (উদাত্ত কণ্ঠে) ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ—হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী। (ভয়-ভক্তি-বিনম্র-কণ্ঠে) কি চাই বাবা?

সন্ন্যাসী। (প্রশান্ত হাসি হাসিয়া) গৃহস্থের মঙ্গল চাই মা।

এই কথা শুনিয়া শুভঙ্করী আগাইয়া আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন

(হস্তোত্তলন করিয়া) কল্যাণ হোক। স্বামীপুত্রে লক্ষ্মী-লাভ কর।

শুভঙ্করী চকিতে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন

(স্থিরদৃষ্টিতে শুভঙ্করীর দিকে চাহিয়া) আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার স্বামীর সুমতি হবে।

শুভঙ্করী সভয় বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন

অমন ভাবে চেয়ে রয়েছ কেন মা? আমি আশীর্ব্বাদ

করছি, তোমার স্বামীর সুমতি হবে। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

শুভঙ্করী। হবে? (একটু ইতস্তত করিয়া) আমার মনের কথা কি ক'রে টের পেলে তুমি ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। (সহাস্তে) তোমার মুখে সে কথা লেখা রয়েছে যে মা। পতিব্রতা সতী রমণীর মুখ নির্ম্মল আকাশের মত। সামান্য একটু মেঘোদয় হলেই বোঝা যায়। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, মেঘ কেটে যাবে, তোমার স্বামীর সুমতি হবে। ভগবানকে ডাক, তিনিই সকল দুঃখ দূর করবেন তোমার। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

শুভঙ্করী। ভগবানকে তো অনেক ডেকেছি বাবা—রোজই ডাকছি—কত ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করেছি, কই কিছু তো হ'ল না। বরং আমার স্বামী রোজ রোজ আরও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন।

সন্ন্যাসী। দেখি মা তোমার হাত? বাঁ হাতখানি দাও তো একবার—হ্যাঁ।

শুভঙ্করী বামকরতল প্রসারিত করিয়া ধরিলেন

(নিবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) তোমার স্বামীর মধ্যে পশু-প্রভাব খুব প্রবল। সে প্রভাবের গ্লানিমুক্ত হতে এখনও দশটি বৎসর লাগবে দেখছি।

শুভঙ্করী। তার মানে কি বাবা ?

সন্ন্যাসী। অর্থাৎ এখনও সে দশ বৎসর পশুর মত জীবন যাপন করবে। তারপর তার মনুষ্যত্ব জাগরূক হবে।

শুভঙ্করী। দশ বছর! এর কি কোন উপায় নেই বাবা ?

সন্ন্যাসী। (সহাস্তে) উপায় ? উপায় আছে বই কি মা। আর্য্যঋষিগণ সকলপ্রকার বিপন্মুক্তিরই উপায় ক'রে গেছেন। তোমার স্বামীর এই পশুজীবন দশ বৎসর থেকে দশ দিনেও কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু সে একটু শক্ত কাজ। মনের খুব জোর না থাকলে তা করা সম্ভবপর নয়। তুমি কি তা পারবে মা ? শিব মস্তু— শিব মস্তু।

শুভঙ্করী। (সাগ্রহে) নিশ্চয় পারব। কি করতে হবে আমাকে ব'লে দিন।

সন্ন্যাসী। করতে বিশেষ কিছুই হবে না। সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি দরকার। স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি রেখে শুদ্ধান্তঃকরণে মন্ত্রপাঠ করলেই মন্ত্র কার্য্যকরী হবে। আর কিছু নয়।

শুভঙ্করী। স্বামীর প্রতি আমার তো অচলা ভক্তিই আছে। অন্তঃকরণও আমার অশুদ্ধ নয়। চিরকাল পূজো-আচ্চা নিয়েই আছি।

সন্ন্যাসী। বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। আমার আপত্তি কি মা!

শুভঙ্করী। মন্ত্রপাঠ করলেই হয়ে যাবে? কোন্ মন্ত্র?

সন্ন্যাসী। শোন, তা হলে সব কথাই তোমাকে খুলে বলি মা। আমি একবার কামরূপ কামাখ্যায় গিয়েছিলাম। তখন সেখানে এক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি আমাকে এই মন্ত্রটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। অদ্ভুত এই মন্ত্র! অসীম এর শক্তি! মনে কর—কোন মানুষ কোন ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। অবিচলিত শ্রদ্ধাভরে শুদ্ধান্তঃকরণে যদি সেই ঘরের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মন্ত্রটি উচ্চারণ করা যায় তা হলে সেই নিদ্রিত মানুষ নিমেষের মধ্যে কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এ মন্ত্রের এত শক্তি!

শুভঙ্করী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।
সন্ন্যাসী বলিয়া যাইতে লাগিলেন

সেই কুকুরকে আবার মানুষও করা যায়, তার জন্যে দ্বিতীয় আর একটি মন্ত্র আছে। সেই দ্বিতীয় মন্ত্রটিও অবিচলিত ভক্তিভরে পাঠ ক'রে কুকুরটির গায়ে তিন বার জল ছিটিয়ে দিলেই সে আবার মনুষ্যমূর্তি প্রাপ্ত হবে। আমার মনে হয় তোমার স্বামীকে যদি দশ দিন কুকুরে রূপান্তরিত

ক'রে রাখতে পার তা হলে দশ দিন পরে তার স্বভাব মনুষ্যোচিত হয়ে উঠবে। মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে থাকলে এই পশুত্বের গ্লানি কাটতে দশ বৎসর লাগবে, কিন্তু পশু-দেহ ধারণ করিয়ে দিলে দশ দিনেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ—হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

সন্ন্যাসী থামিতে শুভঙ্করী যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন

শুভঙ্করী। মানুষ কুকুর হয়ে যায় এ কথা তো আরব্য উপন্যাসে পড়েছি। সত্যি সত্যি তা কি হয়?

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) তন্ত্র তো ছেলেখেলার জিনিস নয় মা। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দুটি শাস্ত্রই এই কলিযুগে এখনও টিকে আছে। একটি জ্যোতিষ আর একটি তন্ত্র। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

শুভঙ্করী। (সাগ্রহে) আমি যদি আমার স্বামীর ওপর এই মন্ত্রটি পরীক্ষা করি তা হলে তাঁর কোন অনিষ্ট হবে না তো?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। তবে বিধি অনুযায়ী শুদ্ধান্তঃকরণে করতে হবে। প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করলেই তিনি কুকুরে রূপান্তরিত হবেন। দ্বিতীয়টি পাঠ করলেই আবার মনুষ্যদেহ ফিরে পাবেন। অনিষ্ট কিছু হবে না।

শুভঙ্করী। (সানুনয়ে) তা হলে আপনি দয়া ক'রে আমাকে মন্ত্র দুটি শিখিয়ে দিন না বাবা। আমার স্বামীর যদি সুমতি হয় জন্ম-জন্ম আপনার কেনা দাসী হয়ে থাকব আমি।

পদধারণ

সন্ন্যাসী। (পা সরাইয়া লইয়া) অমন উতলা হয়ো না মা। মন্ত্র আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেখ, এর যেন অপব্যবহার ক'র না। ভয়ঙ্কর মন্ত্র এ।

শুভঙ্করী। কিচ্ছু অপব্যবহার করব না আমি। যেমন যেমন আপনি ব'লে দেবেন, ঠিক তেমনই আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করব।

সন্ন্যাসী। বেশ, তা হলে একটু কাগজ আর কলম আন। দীর্ঘ মন্ত্র, মুখে বললে তোমার তো মনে থাকবে না, কাগজ কলম আন, লিখে দিই। শিব স্বয়ম্ভু—শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং লিখিবার সরঞ্জাম আদি লইয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী ত্রিশূল ও কমণ্ডলু বারান্দার উপর রাখিয়া শুভঙ্করী প্রদত্ত একটি আসনে উপবেশন করিয়া লিখিতে লাগিলেন

(লেখা শেষ করিয়া) এইটি হ'ল প্রথম মন্ত্র।

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি।
স্বয়ম্ভু-প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে॥

ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্লুং অট্ট অট্ট নিনাদিনি।
কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু মহাকালি॥

এইটি প্রথম মন্ত্র। কিন্তু একটি কথা বেশ ক'রে মনে রেখ মা। তোমার স্বামী যখন ঘুমুবেন তখন বাইরে থেকে তাঁর দরজাটি বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে বন্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করবে। দ্বার যেন খোলা না থাকে,তা হলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

শুভঙ্করী। (তাড়াতাড়ি) না, দুয়ারে আমি বাইরে থেকে শেকল তুলে দেব। বলেন তো তালাও লাগিয়ে দিতে পারি।

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) সেই ভাল। তুমি বুদ্ধিমতী আছ—তুমি ঠিক পারবে দেখছি। দ্বিতীয় মন্ত্রটি হচ্ছে এই—শোন। প্রায় একই রকম—

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি।
স্বয়ম্ভু-প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে॥
ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্লুং অট্ট অট্ট নিনাদিনি।
মনুষ্যঃ কুরু মনুষ্যঃ কুরু মনুষ্যঃ কুরু মহাকালি॥

এতে দ্বার বন্ধের প্রয়োজন নেই। হাতে গঙ্গাজল নিয়ে এই মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ ক'রে স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তিভরে—মনে থাকে যেন—অচলা ভক্তিভরে—কুক্কুরের

গায়ে সেই মন্ত্রপূত গঙ্গাজল তিন বার সিঞ্চন ক'রে দেবে, তা হলেই সে আবার মনুষ্য মূর্ত্তি প্রাপ্ত হবে। অচলা ভক্তিভরে—মনে থাকে যেন। পারবে তো মা?

শুভঙ্করী। ঠিক পারব। সিঞ্চন কি বাবা?

সন্ন্যাসী। সিঞ্চন ক'রে দেবে—মানে ছিটিয়ে দেবে।

শুভঙ্করী। ও, সে আমি খুব পারব। আচ্ছা, এতে আমার স্বামীর কোন অনিষ্ট হবে না তো?

সন্ন্যাসী। নাঃ, ঠিক বিধিমত করলে অনিষ্ট হবে কেন?

শুভঙ্করী। (মন্ত্র লেখা কাগজটি লইয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন) আপনাকে কি দিতে হবে বাবা?

সন্ন্যাসী। কিচ্ছু না। উপকার আমরা বিক্রয় করি না মা। আমাদের সন্ন্যাসীদের কিসেরই বা প্রয়োজন। যার সন্ধানে সমস্ত ত্যাগ ক'রে অরণ্যে পর্ব্বতে গুহায় অহোরাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি তার তুলনায় পৃথিবীর আর সমস্ত জিনিসই তুচ্ছ। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ। আচ্ছা, কিছু দিতে চাইছ দাও। গৃহস্থের বাড়ি থেকে সন্ন্যাসীর যা প্রাপ্য তাই দাও—এক মুষ্টি তণ্ডুল।

শুভঙ্করী। তণ্ডুল! তণ্ডুল কি?

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) চাল। এক মুঠো চাল দাও—আর কিছু না।

শুভঙ্করী। (লজ্জিত হইয়া) ও।

আবার তিনি ভিতরে গেলেন ও একটি পাত্রে কিছু চাউল আনিয়া সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুতে ঢালিয়া দিলেন এবং পরে তাঁহার পদধূলি লইলেন

সন্ন্যাসী। কল্যাণ হোক। এবার তা হলে উঠি মা, আবার আসব।

উঠিলেন

শুভঙ্করী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবেন। আপনার ঠিকানা কি বাবা?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কোন ঠিকানা থাকে না মা, পথই আমাদের ঠিকানা। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন ও শুভঙ্করী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

হস্টেলের ভিজিটিং রুম। চুমকি ও মোহনলাল দুইখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। ঘরটি একটি খোপ-বিশেষ—অত্যন্ত ছোট ও নিরাভরণ। খান দুয়েক চেয়ার ও একটি লম্বা-গোছের বেঞ্চি ছাড়া ঘরটিতে আর কিছু নাই।

চুমকি। (একটু বিদ্রূপময় হাসি হাসিয়া) গুণ্ডা ধরা পড়ল?

মোহনলাল। না, এখনও ধরা পড়ে নি, (উত্তেজিত স্বরে) কিন্তু এই তোমাকে ব'লে রাখছি চুমকি, সেই গুণ্ডাকে আমি ধরবই ধরব—যেমন ক'রেই হোক ধরব—অ্যাট এনি কস্ট।

চুমকি। (কৌতুকভরা চক্ষু দুইটি তুলিয়া) তাই নাকি? আশস্তা হলাম।

মোহনলাল। ঠাট্টা করছ? কর। সে গুণ্ডাকে ধরা সোজা নয় তা জানি। শক্ত—খুবই শক্ত। কিন্তু হাজার শক্ত হলেও আমি তা করব। তোমার জন্তে আমি অসাধ্যসাধন করতে পারি, তা কি তুমি জান না চুমকি?

চুমকি। চুপ কর, কেউ শুনতে পাবে এখুনি।

মোহনলাল। (ভীতভাবে) পাশের ঘরে কেউ আছেন নাকি?

চুমকি। হ্যাঁ। অমিয়াদি তাঁর দাদার সঙ্গে কথা বলছেন।

মোহনলাল চোখ দুইটি বড় করিয়া শিস দিলেন

মোহনলাল। (একটু পরে ও নিম্নকণ্ঠে) ইনি কি অমিয়াদির সত্যি দাদা-না, (হাসিয়া) আমার মত পোজ-করা দাদা?

চুমকি। (সব্যঙ্গে) সকলে তো আর তোমার মত সাহসী নয়। তা ছাড়া পোজ-ই বা কিসের? হলেও তো সকলে জানে যে, তুমি আমার দাদা নও। মাসীমাও সেদিন তোমার কথা জিগ্যেস করছিলেন। আমি সত্যি কথাই বললাম।

মোহনলাল। (সাগ্রহে) কি বললেন তিনি?

চুমকি। কি আবার বলবেন। একসঙ্গে আমরা পড়ি—দেখা করতে এলে বলবার আর কি আছে? আমাদের মাসীমা অত অবুঝ নন। এতে অন্যায় কিছু নেই তো।

মোহনলাল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এইবার কাজের কথা শোন। আমার এক পিসতুতো দাদার, ডাকাতি

মোহনলাল। অ্যাট্ এনি কস্ট্ জোগাড় করব তুমি বলেই দেখ না—

চুমকি। গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা—"। বইটা প্রোস্ক্রাইব্ড্ –

মোহনলাল। আরে, 'দেশের কথা' ত আমারই ছিল। কে যেন পড়তে নিয়ে গেছে। (চক্ষু বুজিয়া) ভাবি দাঁড়াও কে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ বুজু—বুজু। ঠিক্ বুজুই নিয়ে গেছে। বুজুর কাছ থেকে এনে তোমাকে দেব—এ আর এমন শক্ত কাজ কি! আর শক্তই যদি হত তাহলেও ডু ইউ থিঙ্ক চুমকি আই উড্ ষ্টপ্ ডুইং ইট্ ফর্ ইউ! গোর্কিটা পড়তে আরম্ভ করেছ?

চুমকি। হাঁ আরম্ভ করেছি। 'দেশের কথা'টা কিন্তু আমাকে পড়তেই হবে—শুনেছি অদ্ভুত বই—

মোহনলাল। অদ্ভুত—অদ্ভুত! পড়লে শরীরের রক্ত টগ বগ করে ফুটতে থাকে—সিম্প্লি বয়েল্স্—

দড়াম করিয়া একটা শব্দ হইল ও মোহনলাল চমকাইয়া উঠিলেন

ও কিসের শব্দ?

চুমকি। (হাসিয়া) পাশের বাড়ির দোতলার খোলা জানলাটা হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল বোধ হয়। একটু হাওয়া হলেই জানলাটা দড়াম দড়াম করে। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই।

মোহনলাল। কার বাড়ি?

চুমকি। কি জানি—কার না কার একটা খালি বাড়ি। ভূতুড়ে বাড়ির মত প'ড়ে আছে। দোতলার সব জানলার সব কপাটও নেই। হাওয়া হলে সমস্ত রাত দড়াম দড়াম করছে—এক আপদ!

মোহনলাল। আর এক ব্যাপার ঘটেছে।

চুমকি। কি?

মোহনলাল। তোমার এখানে আসছিলাম, রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বললে, বাবু গুণ্ডায় কি আপনার কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তুমি কি ক'রে জানলে? সে বললে, আপনি যখন পুলিসের বড়বাবুর আপিসে গিয়েছিলেন তখন আমি পাশেই ছিলাম। বাবুর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা আমি শুনেছি। ওসব পুলিস-টুলিস ছেড়ে দেন বাবু, আমার সঙ্গে আসুন, আমি সে গুণ্ডাকে ধরিয়ে দেব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি পুলিসের বড়বাবুর আপিসে গেলে কি ক'রে? সে বললে, তার দাদা নাকি সেখানে কাজ করে। সে আরও বললে যে, পুলিসের বড়বাবু নাকি সমস্ত গুণ্ডাদের বাড়ি সার্চ করতে বলেছেন।

চুমকি। তা না হয় হ'ল, কিন্তু তুমি আজ কলেজ যাও নি কেন?

মোহনলাল। (সবিস্ময়ে) কলেজ! যা ঘ'টে গেছে তারপর কলেজ যাওয়া কি সম্ভবপর? রাত্রে আমার ঘুম হয় না তা জান?

চুমকি। এখন আর অত বাড়াবাড়ি ক'রে লাভ কি?

মোহনলাল। সে গুণ্ডাকে আমি খুঁজে বার করবই, পুলিসে যদি না খুঁজে পায়, আমি নিজে যাব সেই গুণ্ডার আড্ডায় শেষ পর্য্যন্ত। আজই সে লোকটা নিয়ে যেতে চাইছিল, গেলাম না আমি। দেখি আগে পুলিসে কতদূর কি করতে পারে।

চুমকি। কেউ কিছু করতে পারবে না, মাঝ থেকে আমার ছুল ছুটো গেল।

মোহনলাল। কিছু যদি না মনে কর, অর্থাৎ—

চুমকি। কি?

মোহনলাল। (পকেট হইতে একটা ছোট বাক্স বাহির করিয়া) বেশি কিছু নয়, তোমার ছুল ছুটো, মানে —এটা আমার কর্ত্তব্য, অর্থাৎ—

চুমকি। ছুল—কিনে এনেছ নাকি? আশ্চর্য্য লোক তুমি!

মোহনলাল। (বাক্সটি দিলেন) কিছু মনে ক'র্ না তুমি। কতই বা আর দাম!

সঙ্কুচিত মুখে চুপ করিলেন

চুমকি। (দুল জোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন) প্যাটার্ন'টাও ঠিক আমার সেই দুলটারই মত। ঠিক মনে আছে তো তোমার।

মোহনলাল। (সোচ্ছ্বাসে) তোমার দুলের প্যাটার্ন কি আমি ভুলতে পারি কখনও!

চুমকি। এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু। আজকাল তুমি বড় বেশি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ। ভারি রাগ হচ্ছে আমার।

মোহনলাল। রাগ কর, কিন্তু নাও। প্লীজ—

চুমকি চুপ করিয়া রহিলেন

নিলে তা হলে?

চুমকি। না নিলে তুমি কি সহজে ছাড়বে? এ কিন্তু অন্যায় তোমার।

মোহনলাল। (সস্মিত মুখে) উঃ সত্যি, আমার এমন আনন্দ হচ্ছে!

নেপথ্যে। চুমকিদি, মোহনলালবাবু এসেছেন?

চুমকি। কে, রেবা? ভেতরে আয় না।

রেবা নাম্নী মেয়েটি প্রবেশ করিল। কম বয়সী মেয়ে।

রেবা। (চুমকির প্রতি) তুমি যে বলেছিলে, মোহনলালবাবু এলে তাঁকে দিয়ে তুমি পাঁচ গজ আদ্দি

আনিয়ে দেবে আমাকে। দামটা কি ওঁকে এখনই দিয়ে দেব ?

মোহনলাল। (শশব্যস্ত হইয়া) না না, দামের জন্যে আটকাবে না। আছি তো ? পাঁচ গজ ? আচ্ছা, কাল নিয়ে আসব আমি।

রেবা। ধন্যবাদ।

চলিয়া গেল

মোহনলাল। এবার চলি তবে।

চুমকি। তুমি কিন্তু আর গুণ্ডার পেছনে ঘুরো না। কাল কলেজে এস, বুঝলে ?

মোহনলাল। সেই চাপদাড়ি গুণ্ডার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। আমায় মাপ কর তুমি চুমকি, তোমার এ কথা রাখতে পারব না। পিস্‌তুতো দাদার ভায়রাভায়ের থ্রু দিয়ে সব ব্যাটাকে আমি দেখে নেব।

প্রস্থান

চুমকি দাঁড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দুল জোড়া দেখিতে লাগিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

হারাধন বিশ্বাসের বাড়ি। রাত্রিকাল।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। শুভঙ্করী হারাধনের প্রতীক্ষায় একাকিনী বসিয়া সেলাই করিতেছেন। কিছুক্ষণ সেলাই করিয়া সেলাই আর ভাল লাগিল না। সেলাইটা রাখিয়া দিয়া একটা উপন্যাস লইয়া বসিলেন। উপন্যাসও বিস্বাদ বোধ হইল। সেটা ফেলিয়া দিয়া আবার সেলাইটা লইয়াই বসিলেন। এক মনে সেলাই করিয়া চলিয়াছেন। চোখে মুখে নিরুদ্ধ ক্রোধ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া সক্রোধে হাতের সেলাইটা ফেলিয়া শুভঙ্করী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শুভঙ্করী। বারোটা বেজে গেল এখনও পর্য্যন্ত দেখা নেই। যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখছি বাড়াবাড়ি বাড়ছে। নাঃ, এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। একবার ভেবেছিলাম সন্ন্যাসীর মন্তরটা আর কাজে লাগাব না; দুদিন দেখিই না—যদি এমনিই সুমতি হয়। কিন্তু আর নয়। সে মন্ত্র আজই আমি ব্যবহার করব। (একটু থামিয়া) কুকুর হওয়াই উচিত। আর কুকুরের মত স্বভাব তার কুকুর হওয়াই দরকার। কুকুর

[illegible]

বুঝবেন। শেকল আর বগ্‌লস আনিয়ে রেখেছি আজ। মন্তর-লেখা কাগজখানা কোথায় রাখলাম! আর একবার ভাল ক'রে প'ড়ে নিই।

ঘরের ভিতর গেলেন। ঈষৎ মত্ত অবস্থায় হারাধনের প্রবেশ। বেশবাস অসম্বৃত বগলে মদের বোতল, শরীর টলিতেছে। আসিয়াই তিনি জড়িত কণ্ঠে একটা হাঁক দিলেন—"শুভঙ্করি!" শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং হারাধনকে এই অবস্থায় দেখিয়া বিস্ফারিতচক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহা নিমেষের জন্ত। পরমুহূর্তেই তাঁহার অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রোধ বাঙ্ময় হইয়া উঠিল

শুভঙ্করী। (ক্ষিপ্রবেগে আগাইয়া আসিয়া ও দুইটি হস্ত যুগপৎ হারাধনের মুখের সম্মুখে নাড়িয়া) বলি—ব্যাপারখানা কি? কি ভেবেছ তুমি? রাত্তির বারোটা বেজে গেছে সে খেয়াল আছে তোমার? ব্যাপারখানা কি পষ্ট ক'রে বল একবার।

হারাধন। (টলিতে টলিতে কবিতায় উত্তর দিতে লাগিলেন)

কি জানিতে চাহ, দেবি, বল স্পষ্ট করি!
বৃথা নষ্ট ক'র না সময়।
সময় অমূল্য ধন।

শুভঙ্করী। (মুখভঙ্গি করিয়া) লজ্জা করে না তোমার?

হারাধন। (সস্মিতবদনে) লজ্জা সখি রমণীভূষণ,
পুরুষ হইয়া যার লাজুক স্বভাব
'মেনিমুখো' সেই অভাজন।

শুভঙ্করী। (অত্যন্ত চটিয়া গেলেন) ফের যদি এমন ভাবে মাতলামি করেছ তা হ'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন! চেন না আমাকে? ঝঁ্যাটাপেটা ক'রে বাড়ি থেকে রাস্তায় বার ক'রে দিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে যাব এক্ষুনি।

হারাধন। (সুরে)
দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে?
—যেও না
সখি, যেও না
ধরি ওগো যেও না—

শুভঙ্করী। (ললাটে করাঘাত করিয়া) উঃ ভগবান, আমার মরণও হয় না!

হারাধন। (মৃত্যুর কথা শুনিয়া—উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন)
'শাহাজাদি, সম্রাটনন্দিনি,
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে?
জানো না কি তাতারবালক
ছুটে যায় মাতৃ-অঙ্ক হতে

সিংহশিশুসনে
করিবারে মল্লরণ ?'

শুভঙ্করী। (চক্ষু দুইটি কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে মাতাল স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ধীর সংযত কণ্ঠে বলিলেন) খাবে, শোবে ?—না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতলামি করবে সমস্ত রাত ? মতলবটা কি তোমার ?

হারাধন। (পেটে হাত বুলাইয়া)

হে অপ্সরি, ক্ষমা কর মোরে!
পেট মম পরিপূর্ণ আজি।
খেয়েছি পাঁটার ঘুগ্‌নি আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে;
নাহি ক্ষুধা লেশ।

শুভঙ্করী। (স-শ্লেষে) আমি তো অপ্সরী নই সকলেই জানে। তা নিয়ে আর ঠাট্টা করা কেন ? আমিও অপ্সরা নই, তুমিও কিন্নর নও। এত রাত্রে তা নিয়ে দুঃখ কেন ? খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ তা হ'লে। না এলেই হ'ত!

হারাধন কোন উত্তর না দিয়া টলিতে লাগিলেন

সেই কোন্ সন্ধ্যে থেকে তোমার জন্যে রেঁধে অনাহারে ব'সে আছি! এতটুকু আক্কেল নেই তোমার ? এতটুকু

দয়াও নেই শরীরে? উঃ, এত বড় পাষণ্ড তুমি! সেই কোন্ বিকেল থেকে ব'সে ব'সে তোমার জন্যে রাবড়ি করলাম, আলুর দম করলাম, কাট্‌লেট করলাম, পটলের দোর্মা— এমন কি ভালবাস ব'লে পালং শাকের চচ্চড়ি পর্য্যন্ত ক'রে রাখলাম, আর তুমি স্বচ্ছন্দে বাইরে থেকে খেয়ে এলে? একবার আমার কথাটা মনেও হ'ল না? কি তুমি!

হারাধন। এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে
অতীব জটিল প্রশ্ন করিলে যে সখি!
কি আমি? কোহম্?
এ দুরূহ দার্শনিক মীমাংসার এই কি সময়?

এই বলিয়া টলিতে টলিতে শয়নঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। শুভঙ্করী অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া টলমলায়মান স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। হারাধন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়াই বমি করিতে আরম্ভ করিলেন। 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। শুভঙ্করী ইহা শুনিয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তাহার পরমুহূর্ত্তেই তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া এক ঘটি জল ও একটি হাতপাখা লইয়া দ্রুতপদে আবার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। আরও দুই একবার 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' শব্দ শোনা গেল। আবার শুভঙ্করী বাহিরে আসিলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ছোট বালতিতে এক বালতি জল এবং একটা ঝাড়ু লইয়া আবার ঘরের ভিতর গেলেন। ঘর পরিষ্কার করিবার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। একটু পরেই সমস্ত শব্দ থামিয়া গেল এবং শুভঙ্করী বাহির হইয়া আসিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, অপমানে তাঁহার চোখ মুখ জ্বলিতেছিল।

শুভঙ্করী। নাঃ, আজ এর প্রতিকার করতেই হবে। সন্ন্যাসীর মন্তরের পরীক্ষা আজ করবই করব। এতে যদি

কল হয় ভালই, না হয় কালই আমি বাপের বাড়ি চ'লে যাব। রোজ রোজ এত খোয়ার সহ্য হয় না আমার। মন্তর-লেখা কাগজখানা রাখলাম কোথায় ?

টেবিলের উপর হইতে কাগজখানা লইলেন

এই যে ! আজ এর পরীক্ষা আমি করবই।

মন্ত্রগুলি মনে মনে পড়িতে লাগিলেন।
কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

আজই করব। দেখি ঘুমুল কিনা, না ঘুমুলে তো হবে না !

পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন ও পা টিপিয়া
টিপিয়া ফিরিয়া আসিলেন

চোখ বুজে প'ড়ে আছে তো ; ঘুমিয়েছে বোধ হয়। আর একটু অপেক্ষা করি। মন্তরগুলোও আর একবার ভাল ক'রে প'ড়ে নিই—যা খটমট !

মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন

এইবার দেখি। (আবার সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে গেলেন ও বাহির হইয়া আসিলেন) হ্যাঁ, এইবার ঘুমিয়েছে—নাক ডাকছে। এখুনি পড়ব ? আচ্ছা, আর একটু না হয় অপেক্ষা করি। সেলাইটা করি ততক্ষণ।

সেলাইটা লইয়া বসিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটু পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং মন্ত্র-লেখা কাগজটি লইয়া আরও দুই এক বার মন্ত্রগুলি মনে মনে পড়িলেন

আর একবার দেখে আসি।

দেখিয়া আসিলেন

হ্যাঁ, এইবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, এইবার পড়া যাক।

শয়নঘরের কপাটটা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া শিকল তুলিয়া দিলেন এবং একটা তালা আনিয়া তাহাতে লাগাইলেন

আচ্ছা, আর একবার দেখি।

তালা খুলিয়া ভিতরে গেলেন, আবার বাহিরে আসিলেন, আবার তালা লাগাইলেন এবং বন্ধদ্বারের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন

উঃ, বুকের ভেতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। নাঃ, এ দুর্ব্বলতা জয় করতেই হবে। আস্কারা পেয়ে পেয়েই আরও উচ্ছন্ন গেছে। শিক্ষা হওয়া দরকার।

বন্ধ তালাটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর ঘরের ভিতর গিয়া একটি পাটের শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিলেন। একটি পাত্রে গঙ্গাজল আনিয়া নিজের অঙ্গে ও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন

সন্ন্যাসী বলেছেন, বেশ শুদ্ধ হয়ে মন্তর পাঠ করতে হবে।

আবার একবার গঙ্গাজল ছিটাইলেন

আচ্ছা, এইবার পড়ি।

দরজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি
স্বয়ম্ভূপ্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাঙ্কৃতে।
ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্লুং অট্ট অট্ট নিনাদিনি
কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু মহাকালি॥

এইরূপ তিনবার। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে শুভঙ্করী কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল। তাহার পর আস্তে আস্তে শুভঙ্করী ঘরের তালা খুলিয়া সন্তর্পণে ভিতরে গেলেন ও পরমুহূর্তেই সজোরে বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন

ওমা, সত্যি সত্যি কুকুর হয়ে গেল যে গো!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে ঘর
হইতে বাহির হইয়া আসিল

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঝান্নু মল্লিকের বৈঠকখানা। গভীর রাত্রি। ঝান্নু মল্লিকের এক হাতে মদের গ্লাস, অন্য হাত দিয়া হারাধন বিশ্বাসের পিঠ চাপড়াইতেছেন। হারাধন বিশ্বাসের হাতেও মদের গ্লাস

ঝান্নু। বাঃ, এই তো চাই। খুশি হলাম, প্রচুর খুশি হলাম।

হারাধন। (হাসিয়া) তোমারই চেলা তো আমি। সেদিন তুমি সন্ন্যাসীর শক্ত পার্টটা করতে পারলে আর আমি এটুকু পারব না! নূতনত্ব করবার মধ্যে এইটুকু করেছি—কবিতায় ছাড়া কথা বলি নি—স্রেফ কবিতা।

ঝান্নু। (হারাধনকে আর একটু মদ ঢালিয়া দিয়া) নাও, আর একটু নাও। এখানে এলে কি হেঁটে নাকি?

হারাধন। পাগল! চারিদিকে চেনা লোক গিজগিজ করছে।

ঝান্নু। ট্যাক্সিতে এলে?

হারাধন। নিশ্চয়ই। গলিটা অবশ্য হেঁটে এসেছিলাম। জানলা টপকে নীচে নেমেই তো গলি।

গলিতে প'ড়েই প্রথমে কুকুরটাকে দিলাম জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে।

ঝান্নু। কুকুরটা কোন গোলমাল করে নি ?

হারাধন। নাঃ, কিছুমাত্র না। তুমি যেমন বলেছ ঠিক তেমনই করেছিলাম। কুকুরটাকে গলির মধ্যে বেঁধে রেখে তাকে কিছু খাবার দিয়ে গিয়েছিলাম।

ঝান্নু। গলিতে বাঁধবার সময় কোন লোকটোক এসে পড়ে নি তো ?

হারাধন। আরে, ব্লাইণ্ড লেনে অত রাতে কে ঢুকতে যাবে—

ঝান্নু। (আরও খানিকটা মদ খাইয়া) সো ফার —অল্‌রাইট।

হারাধন। আমার ভয় হচ্চে শুভঙ্করী যদি পাড়ার লোকজন ডেকে হেঁকে একটা হৈ হৈ বাঁধিয়ে দেয়—

ঝান্নু। কিছু করবে না সে—ডোণ্ট ফিয়ার। তোমার পরিবারটি যাকে বলে খাঁটি সোনা—একদম ভেজাল নেই।

হারাধন। না, এদিকে লোক ভাল—যাই বল।

ঝান্নু। বলছি ত অতিশয় ভালো। তা না হলে অত সহজে বুঝে যায় যে মন্ত্র-বলে একটা জলজ্যান্ত মানুষ কুকুর হয়ে যেতে পারে—। আমাদের শরীরে আর্য্যরক্ত

ও অনার্য্যরক্ত মিশে এমন একটা অদ্ভুত জগা খিচুড়ি হয়েছে যে তন্ত্র, মন্ত্র, তাবিজ মাদুলি, বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্ম, দুর্গা, মিস্‌মেরিজ্‌ম্‌ ঠিকুজি, কুষ্ঠি যা খুঁজবে তাই মিলে যাবে।

হারাধন। আমি ভাবছি—ওর ভাইকে না খবর দেয়! আমার শালাটি আবার উকীল কি না।

ঝান্নু। তোমাকে এই বলে দিলুম ভাই দশটি দিন তোমার স্ত্রী এখন মুখটি বুজে থাকবে—

হারাধন। দশদিন কেটে গেলে তারপর কি করতে চাও তুমি!

ঝান্নু। কুকুরটাকে কোন কৌশলে সরিয়ে ফেলে তার স্থানে তোমাকে রিপ্লেস্‌ করতে হবে!

হারাধন। কুকুর সরাবে কি করে?

ঝান্নু। আরে সে ভাবনা আমার—তোমার ত নয়! সে আমি ঠিক করব।

হারাধন। আমার কেমন যেন একটু এ লাগছে—

ঝান্নু। এ লাগছে মানে? তুমিই ডোবাবে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত।

হারাধন। পাগল! আমাকে যা বলবে আমি বর্ণে বর্ণে করে যাব—

ঝান্নু। আচ্ছা দেখি তোমার মনের জোর কতটা।

এই আঙুলের দিকে চেয়ে থাক। কিছুতে এর থেকে দৃষ্টি সরিও না। ওয়ান, টু, থ্রি—

তর্জ্জনী উত্তোলন করিলেন

হারাধন। আচ্ছা বেশ।

তর্জ্জনীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন

ঝান্টু। (উত্তোলিত তর্জ্জনী ঠিক রাখিয়া সহসা দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলেন) আরে, বিনয় যে—হঠাৎ এখন কি মনে করে—

হারাধন। (তৎক্ষণাৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া) কই, বিনয় এলো না কি!

ঝান্টু। (সহাস্যে) এঃ—এই বুঝি তোমার মনের জোরের নমুনা! তুমিই না ডোবাও শেষ পর্য্যন্ত—

ঝান্টুর এই কৌশলে হারাধন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন

হারাধন। আমি ভাবলাম—সত্যি বুঝি বিনয় এল।

ঝান্টু। (হাসিয়া) যেমন ভাবা তেমনি দেবী! যাক্ নাউ উই মাস্ট্ বী আপ্ এণ্ড্ ডুইং—

হারাধন। বেশ এইবার আমায় কি করতে হবে বল।

ঝান্টু টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া আনিলেন

ঝান্টু। এই নাও চাবি। চ'লে যাও সেই বাড়িতে —সেই যেটা তোমায় আজ সকালে দেখিয়ে নিয়ে এলাম,

সেই মেয়েদের হষ্টেলের পাশেই। ষ্ট্রেট সেখানে চ'লে গিয়ে কার্লিং চাপদাড়ি আর ঝাঁকড়া চুল প'রে বসবাস কর কয়েকদিন।

হারাধন। কদিন থাকতে হবে সেখানে?

ঝান্নু ইহার কোন উত্তর না দিয়া গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন

ঝান্নু। (হারাধনের প্রতি) নেবে একটু?

হারাধন। একটু দাও, বেশী দিও না।

হারাধন গ্লাস পাতিলেন ও ঝান্নু তাহাতে খানিকটা মদ ঢালিয়া দিয়া বোতলটা টেবিলে রাখিয়া আসিলেন। মদটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া বিকৃত মুখ মুছিতে মুছিতে

কদিন থাকতে হবে সেখানে?

ঝান্নু। চার পাঁচ দিন। চার পাঁচ দিনেই আক্কেল হয়ে যাবে শ্রীমতীর। জীবনে আর উনি তোমার ওপর বশীকরণ প্র্যাক্‌টিস করতে সাহস করবেন না। চরম শিক্ষা হয়ে যাবে একেবারে।

হারাধন। এত রাত্রে সেখানে গিয়ে শোব কোথায় হে?

ঝান্নু। বিছানাপত্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছি। ঝান্নু মল্লিক ইজ নট এ কাঁচা ছেলে। বিছানাপত্তর সব ঠিক আছে। সোজা গিয়ে দোতলায় চ'লে যাবে। আর মনে রেখ, দাড়ি আর চুল সর্ব্বদা প'রে থাকবে, রাস্তা

থেকে ফট ক'রে কেউ যেন তোমায় চিনে না ফেলতে পারে। তুমি হ'লে আমার আড্ডার প্রধান মক্কেল, সবাই তোমাকে চেনে। এ সিক্রেট আউট হয়ে গেলে মুস্কিল। তোমার শালা আবার উকিল। নাও, এখনই পর তুমি। ফের ফেলে দিও না যেন।

হারাধন সিন্দুক খুলিয়া দাড়ি ও চুল বাহির করিয়া পরিতে সুরু করিলেন

হারাধন। (পরিতে পরিতে) বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে এগুলোতে—

ঝান্টু। থাম, একটু তেল মাখিয়ে দিই—আন্-ইউজ্‌ড কিনা।

পাশের ঘর হইতে তেল লইয়া আসিলেন এবং দাড়ি ও চুলে তাহা মাখাইতে লাগিলেন

এইবার আর কোন গন্ধ থাকবে না। এস পরিয়ে দিই।

ঝান্টু হারাধনকে চুল ও দাড়ি পরাইয়া দিলেন এবং একটু দূরে গিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

পারফেক্‌ট্‌লি অল্‌রাইট—চমৎকার হয়েছে! চ'লে যাও।

হারাধনের পিঠ ঠুকিয়া দিলেন

হারাধন। আচ্ছা, সেখানে খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে ভাই?

ঝান্নু। ঠিক পাশেই একটা ভাল হোটেল আছে, যা চাই পাবে। সঙ্গে পয়সা কড়ি কিছু নিয়েছ তো?

হারাধন। ত্রিশটা টাকা নিয়েছি।

ঝান্নু। ওতেই যথেষ্ট হবে।

ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল

যাও, আর দেরি ক'র না। ট্যাক্সি ক'রে যেও।

হারাধন। আচ্ছা, তুমি আসছ তো রোজ?

ঝান্নু। আমি? ঠিক বলতে পারি না। কাল আমি একবার বাইরে যাব। ভয় কি তোমার? পাশেই মেয়েহষ্টেল আছে, সুখেই সময় কাটবে। (হাস্য)

হারাধন। তুমি কাল বাইরে যাবে! সেরেছে! কোথায় যাবে?

ঝান্নু। দিল্লীতে ফুটবল খেলতে যাব। আরে ভয় কি তোমার? আমি যাব আর আসব; ভয়টা কি তোমার? বনেও যাচ্ছ না, সাগরেও যাচ্ছ না; যাচ্ছ তো কোলকাতা শহরেই আর একটা বাড়িতে। যাও, আর দেরি ক'র না, যাও।

হারাধন। (একটু ইতস্তত করিয়া) আজ রাতটা এখানে কাটালেই হ'ত না?

ঝান্নু। (সবিস্ময়ে) মাথা খারাপ নাকি তোমার?

এক্ষুনি কেউ হয় তো এসে পড়বে ! আমার আড্ডায় যে কোন মুহূর্তে যে কোন লোক এসে পড়তে পারে।

হারাধন। তা হ'লে যাই।

ঝান্টু। যাও, কুছ পরোয়া নেই।

হারাধন চলিয়া গেলেন

হারাধন চলিয়া গেলে ঝান্টু আর একটু মদ খাইয়া গান ধরিলেন

অলিরে কমল যদি দুবেলা মারিত ঝাঁটা,
আমেতে থাকিত যদি মাছের মতন কাঁটা ;
কি হ'ত তা হ'লে হায় হায় (সখীরে—)
পিপীলিকার যদি পাখা না উঠিত রে,
আগুন ঘেরিয়া যদি পোকা না জুটিত রে ;
কি হ'ত তা হ'লে হায় হায় (সখীরে—)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হষ্টেলের ভিজিটিং রুম। চুমকি ও মোহনলাল

মোহনলাল। সত্যি ?

চুমকি। সত্যি মানে ? নিজের চোখে দেখেছি তাই বলছি। বিশ্বাস করা না-করা তোমার ইচ্ছে।

মোহনলাল। আজ পর্য্যন্ত তোমার কোন্ কথাটা অবিশ্বাস করেছি আমি। আমি কথাটা সে ভাবে বলি নি। অর্থাৎ—যাক গে। লোকটা কি রকম ?

চুমকি। ভীষণ।

মোহনলাল। ভীষণ মানে ?

চুমকি। মানে ভীষণ। চাপদাড়ি, ঝাঁকড়া চুল—গুণ্ডা গোছের। প্যাট প্যাট ক'রে আমার দিকে চেয়ে ছিল।

মোহনলাল। চেয়ে ছিল ? সেই গুণ্ডাটা ফলো করে নি তো ?

চুমকি। কি জানি, হতে পারে। আমার কিন্তু ভারি ভয় করছে। বিশ্রী চেহারা লোকটার। কি যে হবে !

মোহনলাল। (চোখ ছোট করিয়া তর্জ্জনী আস্ফালন সহকারে) এ যদি সেই গুণ্ডা হয় চুমকি, তা হ'লে তার আয়ু শেষ।

চুমকি। কি করবে তুমি?

মোহনলাল। কি করব বলতে পারি না, কিন্তু তার আয়ু শেষ। করতে অনেক কিছু পারি আমি। বেশি কিছু করতে হবে না, যুযুৎসুর একটি প্যাঁচ কশলেই ঘাড়টি মট ক'রে ভেঙে যাবে বাছাধনের। কিন্তু আই ওয়াণ্ট টু বি ফেয়ার—নির্দ্দোষীর শাস্তি দিতে চাই না। আগে জানতে চাই লোকটার উদ্দেশ্য কি।

চুমকি। দরকার কি তোমার ওসবের মধ্যে যাবার? তার চেয়ে আমি বরং মাসীমাকে বলি তিনি যা হোক একটা ব্যবস্থা করুন।

মোহনলাল। (আহত অভিমানের স্বরে) এইটে কি সুবিচার হ'ল চুমকি? আমার চেয়ে মাসীমার ওপর তোমার বেশি বিশ্বাস? বই জোগাড় ক'রে দেবার বেলায় আমি, আর গুণ্ডাশাসন ক'রে দেবার বেলায় মাসীমা?

চুমকি। হ্যাঁ, সেই বইটা এনেছ?

মোহনলাল। কোন্‌টা?

চুমকি। (হাসিয়া) সেই যে বলেছিলাম সেদিন।

মোহনলাল। না, সেটা এখনও পাই নি। গোর্কিটা শেষ হ'ল ?

চুমকি। হ্যাঁ, আজই দিয়ে দেব। কি চমৎকার লেখা ! রিয়েলি লাভ্‌লি ! পড়তে পড়তে মনে হয় আমাদের দেশের সমস্যা আর রাশিয়ার সমস্যা প্রায় একই রকম। ওদের কাছে অনেক জিনিস শেখবার আছে আমাদের, নয় ?

মোহনলাল। নিশ্চয়। ওদের দেশের লেনিন্‌—কিন্তু চুমকি, এসব কথা এখন মোটে ভাল লাগছে না। ওই পাশের বাড়ির লোকটার একটা হদিস পাওয়া আগে দরকার। পাশের বাড়িতে এসে জুটল শেষকালে ! আই মীন, সেই গুণ্ডাটার কি এতখানি সাহস হবে ?

চুমকি। হতে পারে লোকটা নিরীহ। চাপদাড়ি থাকলেই যে গুণ্ডা হতে হবে এমন কোন মানে নেই।

মোহনলাল। লোকটা নিরীহ যে নয়—এ আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। (উচ্চকণ্ঠে) এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর, ভদ্রমহিলার দিকে প্যাটপ্যাট ক'রে চেয়ে থাকে ! কেবল এইটুকু অপরাধের জন্যেই ওর চোখ দুটো গেলে দিতে চাই। (তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া) অ্যাণ্ড আই শ্যাল—

চুমকি। অত চেঁচিও না, এখুনি কে শুনতে পাবে। পাশের ঘরে পুষ্প রয়েছে।

মোহনলাল। কে শুনতে পাবে, কে কি মনে করবে—এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ চুমকি? বুঝতে পারছ না, এই চাপদাড়ির আবির্ভাবে আমার ভেতরটা কি ভীষণ তোলপাড় করছে?

চুমকি হাসিতে লাগিলেন

তুমি হাসছো চুমকি? হাস, ভগবান তোমাদের হাসতেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, হেসে যাও। কিন্তু এটা ঠিক জেন চুমকি, প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত আমার মুখে আর হাসি ফুটবে না। তুমি যদি জানতে চুমকি, বিরাজবাবুর—মানে পিস্‌তুতো দাদার ভায়রাভায়ের থ দিয়ে কত অমানুষিক চেষ্টা আমি করেছি, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি, কত দিন অনাহারে পর্য্যন্ত কাটিয়েছি!

হঠাৎ পাশের বাড়িতে মোটা গলায় হারাধন গাহিয়া উঠিলেন

চলকি ছলকি গাগরি

একেলা নদীর ঘাটে কে তুমি মদির ঠাটে

কহ লো কহ লো নাগরি!

(চমকাইয়া) ও কে?

চুমকি। (সভয়ে) বোধ হয় সেই লোকটা। সত্যি, আমার বড় ভয় করছে। কি যে হবে!

গান চলিল

মরি কি নয়ন দুটি
ঠোঁটে হাসি ফুটি ফুটি
কটি-তটে মরে লুটি
মেখলা আ মরি আ মরি !
চলকি ছলকি গাগরি !

চুমকি ও মোহনলাল ভয়-বিস্ফারিত-নেত্রে শুনিতে লাগিলেন গান ক্রমশ দূরে মিলাইয়া গেল, যেন গায়ক গাহিতে গাহিতে দূরে চলিয়া গেলেন

মোহনলাল। ভীষণ গলা তো !

চুমকি। নাঃ, আমি মাসীমাকে এক্ষুনি খবর দিয়ে আসি।

মোহনলাল। মাসীমাকে খবর দেবার দরকার নেই ; আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। অর্থাৎ—মানে—

চশমাটা খুলিয়া মুছিতে লাগিলেন

চুমকি। কি দরকার তোমার সেধে এই বিপদের মধ্যে যাবার ?

মোহনলাল চশমা পরিধান করিলেন

মোহনলাল। (সবিনয়ে) আমাকে একটা চান্স দাও তুমি চুমকি।

চুমকি। কিসের চান্স ?

মোহনলাল। তোমার জন্যে মরীয়া হয়ে কিছু একটা

করতে চাই—এমন কিছু করতে চাই—অর্থাৎ, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, বিরাজবাবু—মানে আমার পিস্‌তুতো দাদার ভায়রাভাই লোকটা ওয়ার্থলেস। কোন সন্ধান করতে পারলে না আজও। আমি এবার নিজে কিছু একটা করব ; আমাকে এ চান্সটা তুমি দাও, প্লীজ।

চুমকি। (হাসিয়া) আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ি যাও তো—আমি বইটা নিয়ে আসি।

মোহনলাল। মাসীমাকে কিছু বলতে পাবে না কিন্তু।

চুমকি। (হাসিয়া) আচ্ছা।

চুমকি চলিয়া গেলেন

মোহনলাল। পাশের বাড়িতে বেটা শেষে আড্ডা নিলে! উঃ, এ তো ইম্‌পসিব্‌ল সিচুয়েশ্যন হয়ে উঠল তা হ'লে !

আবার গান

আঁধার জড়ায়ে ধরে
ও মোহন অঙ্গ,
অরুণ বায়ুভরে
করে কত রঙ্গ,
খোঁপাতে গুঁজেছ ফুল,
কানেতে পরেছ দুল,
মাধুরী ছাপায় কূল
রাখিতে পার নি আবরি !
চলকি ছলকি গাগরি !

সাংঘাতিক গলা তো লোকটার !

গান চলিল

একেলা নদীর ঘাটে কে তুমি মদির ঠাটে
কহ লো কহ লো নাগরি !
চলকি ছলকি গাগরি !

গান আবার ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া গেল

(ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) এ তো রীতিমত অশ্লীল গান ! কি ক'রে বেটার নাগাল পাওয়া যায় ! কোত্থেকে জুটলো এ ! হু ইজ হি ?

চুমকি বই লইয়া ফিরিয়া আসিলেন

চুমকি। এই নাও তোমার বই। সে বইটা কবে পাব ?

মোহনলাল। পরশু কিম্বা তার পরদিন—অর্থাৎ পেলেই দেব। কিন্তু পাশের বাড়ির এ লোকটা তো একটা স্কাউণ্ড্রেল দেখছি।

চুমকি। সেদিন কি কুক্ষণে লেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম ! তারপর থেকে আর শান্তি নেই আমাদের কারও। এ লোকটা যে কোথা থেকে হঠাৎ এল, এর উদ্দেশ্যই বা কি—ভগবানই জানেন !

মোহনলাল। কুছ পরোয়া নেই। আমি বলছি—কুছ পরোয়া নেই। আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমি তোমার কোন—

চুমকি। (বাধা দিয়া) ছি ছি, ভুলে যেও না এ
মেয়েদের হষ্টেল। কি রকম লোক তুমি!

মোহনলাল। আই অ্যাম নো লেস অ্যাণ্ড নো মে
ভান এ লাভার। আমি তোমায় ভালবেসেছি চুমকি-
এটা কি অপরাধ?

চুমকি। সেটা অপরাধ না হতে পারে, কিন্তু তা
নিয়ে মাতামাতি করবে তুমি এই দিন দুপুরে? ছি!

আবার গান

চলকি ছলকি গাগরি,
একেলা নদীর ঘাটে কে তুমি মদির ঠাটে
কহ লো কহ লো নাগরি!

অদ্ভুত কাণ্ড!

মোহনলাল। লজ্জা করে না বেটার ওই গলা নিে
গান গাইতে?

দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিলেন। গান চলিতে লাগিল

মরি কি নয়ন দুটি
ঠোঁটে হাসি দুটি ফুটি,
কটিতটে মরে লুটি
মেখলা আ মরি আ মরি!
চলকি ছলকি গাগরি।

গান আবার দূরে চলিয়া গেল

নাঃ, এর ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। কদিন থেকে এসেছে লোকটা ?

চুমকি। তা ঠিক জানি না। কাল থেকে দেখছি। চাকরটা বলছিল যে পরশু থেকে নাকি এসেছে। চাকরটা আরও বলছিল যে দুপুরে একবার আর রাত্তিরে একবার নাকি বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বাইরে তালা লাগিয়ে যায়। চাকরটাই বলছিল ; আমি ঠিক জানি না। আমি ঘরে গেলেই দেখি, সে জানলায় জানলায় উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্ছে। কি বিশ্রী চেহারা লোকটার!

মোহনলাল চক্ষু বুজিয়া কপালে আঙুলের টোকা মারিতে লাগিল

মোহনলাল। একটা আইডিয়া এসে গেছে।

চুমকি। কি ?

মোহনলাল। লোকটা যখন বেরিয়ে যাবে, তখন একটা চাবিওলা ডাকিয়ে একটা ডুপ্লিকেট চাবি করাব। তারপর সেই চাবি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখব আগে লোকটা কি রকম। ফট ক'রে একটা কিছু করা ঠিক নয়। আই মাষ্ট বি কেয়ার টু হিম। চট ক'রে বিরাজবাবুকে খবর দেওয়াটা উচিত হবে না। নিজে ভেতরে ঢুকে আগে হালচালটা বুঝে নিয়ে তবে প্রসীড

করব। হঠাৎ যদি এসে পড়ে, ল'ড়ে যাব। আই ডোণ্ট কেয়ার। আই শ্যাল ফাইট।

সবেগে রেবার প্রবেশ

রেবা। চুমকিদি, তুমি ওপরে চল। আমার ভারি ভয় করছে। পাশের বাড়ির সেই লোকটা জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে; আমি সেদিকে চাইতেই ভেংচি কাটলে।

মোহনলাল। ডেঞ্জারাস লোক তো!

বাহিরে কলরব শোনা যাইতে লাগিল

রেবা। সব মেয়েরাই ভয় পেয়েছে।

চুমকি। মাসীমা কোথায়?

রেবা। কি জানি কোথায় বেরিয়েছেন। ফেরেন নি এখনও।

চুমকি। আচ্ছা চল, আমি যাচ্ছি। ভয় কি? ওদিককার জানালা দুটো বন্ধ ক'রে দিলেই তো চুকে যায়।

রেবা। (মোহনলালের প্রতি) আপনি সেদিন যে আছি এনে দিয়েছিলেন তার বহর ভয়ানক ছোট।

মোহনলাল বাহিরের কলরবে ও এই আকস্মিক ব্যাপারে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন

মোহনলাল। আছি? ও! আচ্ছা, বড় বহরেরই এনে দেব। কতটা চাই আপনার?

রেবা। ও কাপড়টা কি হবে তা হ'লে ?

মোহনলাল। দিয়ে দিন আমাকে, ফেরত দিয়ে দেব।

রেবা। কাটা কাপড় ফেরত নেবে তো ?

মোহনলাল। সে আমি ব্যবস্থা করব। আপনি দিন তো। যান নিয়ে আসুন, আছি ইজ নো প্রব্‌লেম নাউ।

রেবা। আমার একা যেতে ভয় করছে চুমকিদি, তুমি চল।

চুমকি। কি ভীতু মেয়ে বাবা !

দুইজনেই চলিয়া গেলেন। বাহিরে মেয়েদের ভীতি-কলরব শোনা যাইতে লাগিল। গানটাও আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গান শুনিতে শুনিতে মোহনলাল অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল

চলকি ছলকি গাগরি !
একেলা নদীর ঘাটে কে তুমি নদির ঠাটে
কহ লো কহ লো নাগরি !
খোঁপাতে গুঁজেছ ফুল,
কানেতে পরেছ দুল,
মাধুরী ছাপায় কূল
রাখিতে পার কি আবরি।
চলকি ছলকি গাগরি !

দ্বিতীয় দৃশ্য

শুভঙ্করী ও কুকুর। শুভঙ্করী কুকুরটির সম্মুখে নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী সাজাইয়া দিয়াছেন ও তাহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ভাল কার্পেটের আসন বিছাইয়া কুকুরকে তাহার উপর বসানো হইয়াছে। ভাল থালায় পরিপাটিরূপে ভাত বাড়া রহিয়াছে, বাটিতে বাটিতে নানারকম ব্যঞ্জন। পাখা দিয়া শুভঙ্করী কুকুরকে বাতাস করিতে করিতে খাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন

শুভঙ্করী। আর একটু খাও না। সবই তো প'ড়ে রইল! পালং শাকের চচ্চড়ি তো ছুঁলেও না একটু! খাও, একটু খাও। খাইয়ে দেব?

পালং শাকের চচ্চড়ির বাটি কুকুরের মুখে ধরিলেন। কুকুর মুখ সরাইয়া লইল

খাবে না? আচ্ছা, ও না খাও তো মোচার ঘণ্টটা খাও। তাও খাবে না? যা যা তুমি ভালবাস তাই তো রেঁধেছি বাপু। ছানার ডালনা খাবে? তাও তো খাচ্ছ না ভাল ক'রে?

কুকুর এসব কথায় বিচলিত না হইয়া নিজের খুশিমত কখনও একটু খাইল, কখন খাইল না। খাইবার তাহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। ক্রমাগত খাইয়া খাইয়া বেচারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল

আচ্ছা, তা হ'লে এই ক্ষীরটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। খা—ও। আবার দুষ্টুমি করে! না খেলে শরীর থাকবে

কেন বাপু! খালি হাড় আর কাঁটা ছাড়া আর কিছুতে তোমার রুচি নেই। তুমি তো আর সত্যি সত্যি কুকুর নও। শুধু হাড় আর কাঁটা খেয়ে বাঁচবে কি ক'রে! আর পাঁচটা দিন কোন রকমে কেটে গেলে বাঁচি—মন্তরটি প'ড়ে মানুষ ক'রে নিই। সন্ন্যাসী ব'লে গেছেন দশ দিন পরে মন্তর পড়তে; তাই ভয়ে ভয়ে আগে পড়তেও পারছি না। কি জানি, যদি কোন অনিষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, ক্ষীর না খাও এই আচারটুকু খেয়ে নাও। কত ভালবাস তুমি তেঁতুলের আচার, খা—ও। আঃ, ভাল জ্বালাতনে পড়েছি আমি!

সদর দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ। শব্দ পাইবামাত্র শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি কুকুরটিকে সরাইয়া শয়নঘরে লইয়া গেলেন ও কুকুরকে ঘরের ভিতর রাখিয়া ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। সদর দরজা খুলিয়া দিতেই নয়নতারা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

নয়নতারা। (খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া) ও, তুই খেতে বসেছিলি? এত সকাল সকাল, এখনও দশটা বাজে নি যে!

শুভঙ্করী। একা একা কি করি! (হাসিলেন)

নয়নতারা। হারাধনবাবু ফিরবেন কবে?

শুভঙ্করী। কি জানি! বলেছিলেন তো পারনা থেকে ঢাকা হয়ে তারপর গৌহাটি যাবেন; দার্জিলিঙেও যেতে হবে নাকি। দশ পনেরো দিন লাগবে নিশ্চয়।

নয়নতারা। বাবা! এতদিন বাইরে থাকবেন? কই, এর আগে হারাধনবাবুকে কোলকাতা ছেড়ে বাইরে বেরুতে তো দেখি নি! একা গেছেন, না, কেউ সঙ্গে আছে?

শুভঙ্করী। একাই গেছেন। ব্যবসার কাজে বেরিয়েছেন।

নয়নতারা। ও।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

মঙ্গলহাটিতে আমার বোনকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তার জবাব এসে গেছে আজ। তোর কপাল ভাল, মাদুলি পাওয়া যাবে।

শুভঙ্করী। মাদুলি? মাদুলি থাক এখন। উনি আগে ফিরুন ভালয় ভালয়।

নয়নতারা। বেশ, তবে এটা জেনে রেখ, মাদুলি তোমায় ব্যাভার করতেই হবে। কারণ গৌহাটিই যান আর যেখানেই যান মানুষটি তো বদলাবে না। কথায় বলে, স্বভাব না যায় মলে—ইল্লৎ না যায় ধুলে। তা ছাড়া মদ যে বড় ভয়ানক জিনিস, হয়তো ফিরছেন না সেই কারণেই। (মুচকি হাসিয়া) মনোমত ইয়ার জুটে গেছে হয়তো।

শুভঙ্করী এসব কথায় বিরক্ত হইতেছিলেন তাহা তাঁহার মুখভাবে বোঝা গেল

শুভঙ্করী। কপালে যা আছে তাই হবে, অদৃষ্ট ছাড়া তো পথ নেই।

নয়নতারা। সে কথা তো একশোবার। তবু মাদুলিটা ধারণ করা ভাল—বিশেষত নিতু ঠাকুরের মাদুলি।

শুভঙ্করী। না ভাই, মাদুলি এখন থাক। ফিরুন আগে উনি, তারপর দেখা যাবে।

নয়নতারা। সেটা তুমি ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে দেখ ভাই!

শুভঙ্করী। এতে আর ভাবাভাবি কি আছে--উনি আসুন আগে তারপর মাদুলির কথা ভাবব!

নয়নতারা। পাগল না মাথাখারাপ! ওঁর আসার সঙ্গে মাদুলি ধারণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে! এসব স্বামীকে লুকিয়েই ধারণ করতে হয়—তাতে বেশী ফল হয়—

শুভঙ্করী। না ভাই, উনি আসুন আগে—

নয়নতারা। এ আচ্ছা অবুঝের পাল্লায় পড়লাম তো! ঈশ্বর না করুন, ধর - যদি উনি না ফিরে আসেন, তখন যে ওঁকে ফেরাবার জন্যেই এই মাদুলি ধারণ করতে হবে তোকে! এই সোজা কথাটা বুঝতে পাচ্ছিস না কেন তুই!

শুভঙ্করী। উনি ফিরবেন না কেন? না ফেরবার কি আছে!

নয়নতারা। আবার বাজে তক জুড়লি তুই! পুরুষ মানুষ যে কেন বাড়িতে ফেরে না সে কথা তারাই বলতে পারে। আমি কি ক'রে জানব—আমার স্বামী তো আর বারফট্কা নয়! তোরই বরং একটু আধটু জানার কথা—

শুভঙ্করী। কেন ভাই, মিছে আর এ নিয়ে কথা বাড়ানো! আমি মাদুলি এখন নেব না।

নয়নতারা। এমন পাগল তো আমি দেখি নি বাপু। তোরই অনুরোধে চিঠি লিখলাম, এখন তুই নিজেই নিতে চাইচিস না! অবাক্ কাণ্ড!

শুভঙ্করী কিছু না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

এ মাদুলি কি সোজায় পাওয়া যায়! আমার বোন নিজে গোপাল ঠাকুরের কাছে গিয়ে কত কাকুতি মিনতি ক'রে তবে জোগাড় করেছে। নিতু ঠাকুর যেমন দিল-দরিয়া মানুষ ছিলেন তাঁর ছেলেটি—মানে গোপাল ঠাকুর হয়েছেন ঠিক তার উল্টো। একেবারে কুচুটের ধাড়ী! কম বেগ দিয়েছে সে মাদুলি দিতে!

শুভঙ্করী। মাদুলি কি এসে গেছে নাকি?

নয়নতারা। তুই না বললে আসবে কি ক'রে! অমনি তো আর আসবে না—নগদ সওয়া পাঁচটি টাকা চাই —সওয়া সের বাতাসা চাই—সওয়া সের গাওয়া ঘি চাই —একটি কালো পাঁঠা চাই—একখানি লালপাড় শাড়ি চাই। মা কালীর পুজো দিয়ে মায়ের পায়ে সিঁছুর নিয়ে তবে না মাছুলি তৈরি হবে! হাঙ্গামা কি কম! সব হাঙ্গাম পোয়াতে হবে আমার বোনকে। অনেক ক'রে লিখেছিলাম তাকে—

শুভঙ্করী। আমি বলি এখন থাক ওসব হাঙ্গাম।

ঘরের ভিতর কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কপাটও আঁচড়াইতে লাগিল

নয়নতারা। (সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে) ঘরের ভেতর কিসের শব্দ? সেই কুকুরটা নাকি?

শুভঙ্করী। হ্যাঁ।

নয়নতারা। কুকুরকে ঘরে ঢুকিয়েছিস কেন? মঙ্গলহাটির মাছুলি যদি নাও ওসব অনাচার চলবে না বাপু—তা ব'লে দিচ্ছি। ভারি নিয়মের মাছুলি। কুকুরকে ঘরে ঢোকানো কেন? যত সব অনাছিষ্টি তোর!

কুকুর কেঁউ কেঁউ করিতে লাগিল

শুভঙ্করী। উনি যাবার সময় অনেক ক'রে ব'লে গেলেন কিনা, কুকুরটার যেন অযত্ন না হয়, অনেক টাকা দিয়ে কিনেছেন।

নয়নতারা। কই, হারাধনবাবুর কুকুর পোষার সখ তো আগে ছিল না। সখেরও আবার ছিরি দেখে বাঁচি না! ওই হতভাগা কুকুর টাকা দিয়ে কেনে লোকে! আমাকে তো বিনা পয়সায় দিলেও অমন খেড়ে কুকুর আমি নিই না। ছি ছি, মদ খেলে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিও লোপ পায়।

শুভঙ্করী। যাক ভাই, বার বার ওই এক কথা আর ভাল লাগে না আমার।

কুকুরটা আরও জোরে চেঁচাইতে লাগিল

দেখি, ওটার আবার কি হ'ল!

ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন

নয়নতারা। (আহার্য্য সামগ্রী দেখিয়া) বাবা! ঠাকরুণ ভোগটি তো নিয়ে বসেছেন কম নয়! আট দশ রকম তরকারি—তা ছাড়া ক্ষীর, পায়েস, দই, দু তিন রকম সন্দেশ, আচার, মোরব্বা,—বাকি আর কিছু নেই! বাবা, অত বড় মাছের মুড়োটাও একলা ব'সে ব'সে খাবে! (গালে হাত দিলেন) ধন্য প্রবৃত্তি বাবা! ওঁর একদিন

অসুখ করলে, কি কোন কারণে খাওয়া না হ'লে আমি তো নিজের জন্যে রান্নাই করি না, ইচ্ছেই করে না।

এই স্বগতোক্তি বাধা পাইল। শুভঙ্করী বাহির হইয়া আসিলেন ; সঙ্গে কুকুর

শুভঙ্করী। যাই, এটাকে চানের ঘরে বেঁধে রাখি গে। ঠাণ্ডায় না রাখলে ভারি চেঁচায়। ভাল জাতের কুকুর কিনা!

নয়নতারা। (ওষ্ঠভঙ্গি সহকারে) ভাল জাত না হাতী!

শুভঙ্করী এ কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া স-কুকুর স্নানের ঘরে ঢুকিলেন

আমি ভাই, যাই তা হ'লে এখন। মাদুলিটার কি করব জানতে এসেছিলাম। মানা ক'রে দিই তা হ'লে। আমি বলি, আনতে দিই একটা, দরকারে লাগে পরবি ; আর দরকারে লাগবেই, আজ না হয় কাল।

শুভঙ্করী। (স্নানের ঘর হইতে) না, এখন থাক।

নয়নতারা। (হাত দুইটি উল্টাইয়া) তবে থাক। তোমার ভালর জন্যেই লিখেছিলাম, এখন তোমার যদি দরকার না থাকে আমার আর গরজ কি! মাঝ থেকে আমার খরচ ক'রে চিঠি লেখাও সার হ'ল, আর তাদের কাছে মুখও রইল না।

স্নানের ঘর হইতে কোন জবাব আসিল না

চললাম তা হ'লে এখন।

৬

একটু রাগতভাবে নয়নতারা প্রস্থান করিলেন। নয়নতারা চলিয়া গেলে শুভঙ্করী কুকুর লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন

শুভঙ্করী। এ দিন কটা কেটে গেলে বাঁচি। এস, খাবে এস, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আবার কে হয়তো এসে পড়বে এক্ষুনি!

কুকুরকে লইয়া আবার আসনে বসাইলেন

খাও, আর দুটিখানি ভাত খেয়ে নাও, দুটিখানি। ও কি! এমন স্বভাব তো ছিল না আগে তোমার! আচ্ছা মুড়োটা খাও তা হ'লে। না, মুড়োটা খেতেই হবে, লক্ষ্মীটি! এমন করলে শরীর টিঁকবে কেন! ছি!

কুকুরকে লইয়া সাধ্যসাধনা চলিতে লাগিল

তৃতীয় দৃশ্য

মেয়েদের হস্টেলের পাশের বাড়ির একটি কক্ষ। এইখানে হারাধন অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। ঘরে কেহ নাই। হারাধন খাইতে গিয়াছেন। নির্জন দ্বিপ্রহর। ঘরের মধ্যে একটি এলোমেলো বিছানা, দড়ির আলনায় দুই একখানি কাপড়, একটি জলের কুঁজা, একটি মদের বোতল ও একটি কাচের গ্লাস রহিয়াছে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলি রহিয়াছে একটি শ্রীহীন টেবিলের উপর। ঘরের দেওয়ালে একটি ক্যালেণ্ডারের ছবিও টাঙানো আছে। ছবিটির বিষয়—এক মেমসাহেব চটুল ভঙ্গিতে সিগারেট খাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত ঘরে অন্ত কোন আসবাব আর দেখা যাইতেছে না। অতি সন্তর্পণে মোহনলাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন

মোহনলাল। (এদিক ওদিক চাহিয়া) অনেক কষ্টে তো ঢোকা গেল ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে। দেখি, এখন কোন প্রুফট্রুফ পাওয়া যায় কিনা। আই মাষ্ট বি কেয়ার। ফট ক'রে বিরাজবাবুকে খবর দেওয়াটা উচিত হবে না। যদি নির্দ্দোষ হয় লোকটা। কিন্তু যত দূর বুঝতে পারছি—এ হয় গুণ্ডা, না হয় প্রেমিক ; একটা কিছু বটেই। আর এটাও ঠিক গুণ্ডাই হোক আর প্রেমিকই হোক, এ ব্যাটার লক্ষ্য চুমকির ওপর। ড্যাম সোয়াইন।

ওষ্ঠ ও হস্তদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

কিন্তু কি প্রুফ পেতে পারি? যদি গুণ্ডা হয় ছোরা-চোরা একটা পাওয়া যেতে পারে অবশ্য। কিন্তু প্রেমিক হ'লে কি প্রুফ পাওয়া যেতে পারে?

জ্রকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল

কবিতা। প্রেমিক হ'লে নির্ঘাৎ কবিতার খাতা পাওয়া যাবে। আমার মত লোকও প্রেমে প'ড়ে কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছে। ধূমাৎ বহ্নিঃ। কবিতার খাতা পাওয়া গেলেই বুঝতে হবে যে ইন স্পাইট অফ হিজ চাপদাড়ি হি ইজ এ প্রেমিক। যাক, আর সময় নষ্ট করাটা ঠিক হচ্ছে না। বিছানা-টিছানাগুলো উল্টেপাল্টে দেখা যাক, লোকটার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া করা দরকার।

বিছানা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন

কই, ছোরা কবিতা কিছুই তো নেই! তবে কি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে নাকি বেটা!

এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের ছবিখানার দিকে নজর পড়িল

বাঃ, গ্র্যাণ্ড ছবিখানা তো! সুন্দর ফিগার! বিউটি-ফুল!

পিছনে খট করিয়া শব্দ হওয়াতে মোহনলাল চমকাইয়া উঠিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন চাপদাড়ি-ঝাঁকড়াচুল-সমন্বিত হারাধন প্রবেশ করিয়াছেন ও সবিস্ময়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ হারাধন চক্ষু দুইটি আরও বিস্ফারিত করিয়া হস্ত দুইটি পিছন দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া এবং সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া মোহনলালের দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতে লাগিলেন। কিছু দূর আগাইয়া আসিয়া থামিয়া গেলেন এবং বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি মোহনলালের মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া নীরবে আকর্ণবিস্তৃত মুখব্যাদান করিলেন এবং প্রথম দুই পাটি দন্ত মেলিয়া দ্রুতপদে আবার খানিকটা আগাইয়া আসিলেন; অর্থাৎ পাগলের অভিনয় সুরু করিলেন

হারাধন। খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা।

তাড়া করিয়া গেলেন

মোহনলাল। (সভয়ে পিছাইয়া গেলেন) এ কি!

হারাধন। (মুখভঙ্গি করিয়া) পেছিয়ে গেলে চলবে না যাদু। শামুকের গোঁফ দেখেছ? কাছিমের জুলফি?

আরও খানিকটা আগাইয়া আসিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে মোহনলাল রীতিমত ঘাবড়াইয়া আরও একটু পিছাইয়া গেলেন

দেখ নি? কি দেখেছ তা হ'লে? কি ব'লে ডাকব তোমায়? ধন, চাঁদ, না মিঞা? নামতা জান? জরিপ? জিওমেট্রি? কাঁদতে? হাসতে? খুকেপোষ বুনতে? চুলকোতে পার? সুড়সুড়ি দিতে? কি পার তা হ'লে? উল্লুক।

দাঁত কিড়মিড় করিয়া দৌড়িয়া আরও খানিকটা আগাইয়া গেলেন।
মোহনলালকে নিরুপায় হইয়া কোণ আশ্রয় করিতে হইল।
হারাধন হঠাৎ অঙ্গভঙ্গি সহকারে গাহিয়া উঠিলেন

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়
সোহি পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

মোহনলাল। (সভয়ে ও ক্ষীণকণ্ঠে) আমি জানতে এসেছিলাম—আপনি কে? এখানে এমনভাবে কেন রয়েছেন? অর্থাৎ—

হারাধন। (ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া গাহিয়া চলিলেন)

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ এক হাত মাথায় ও আর এক হাত কোমরে দিয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন

তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন।

মোহনলাল। (সবিস্ময়ে) পাগল নাকি!

হারাধন। (পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে করিতে) তাক্‌

খিনা খিন, তাক খিনা খিন, তাক খিনা খিন, তাক খিনা খিন, তাক খিনা খিন।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থামিয়া ঘুষি পাকাইয়া মোহনলালের দিকে ছুটিয়া গেলেন

চোয়াল চুরমার করব এবার।

মোহনলাল। (সবেগে ছুটিয়া ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে চলিয়া গেলেন) আরে বাপস্, এ যে বদ্ধ উন্মাদ! কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো! কি করি আমি!

হারাধন। (গতিরোধ করিয়া ও মুখ ভ্যাংচাইয়া) কি করা হয় কর্ত্তার?

মোহনলাল। আমি কলেজে পড়ি।

হারাধন। পড়? ক ইঙ্গিতে হাতী হয় বল দেখি?

মোহনলাল। হাতী?

হারাধন। (দাঁত খিঁচাইয়া) মারব পেটে লাথি। আই মীন গজ! ক ইঙ্গিতে গজ হয়? এবং ক ইঙ্গিতে দিগ্‌গজ?

মোহনলাল। দিগ্‌গজ? (অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

হারাধন। রোমিওর দাদা অমিয়র কার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল? নিকোবরদ্বীপপুঞ্জ কোন্ সমাস? লক্ষ্মণ ঊর্মিলাকে ফেলে বনে পালাল কেন? রাট কথা কি?

মূলা নক্ষত্র কোন্ রাশিতে আছে? কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশন জান? গোলাপ গাছে কোন্ সার দিতে হয়? ঔরঙ্গজেব আলমগীর হয় কোন্ সালে?

(হঠাৎ সুরে)

সামান্য বিদ্যেও নেই পেটে রে
ক্ষমা কর ভগবান বদ্বেটেরে

পুনরায় পূর্ব্ববৎ নৃত্য

তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন।

মোহনলাল। (আস্তে আস্তে দেয়াল ঘেঁসিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) ইস, ঘোর উন্মাদ! এখন পালাতে পারলে বাঁচি। এখন অন্যমনস্ক আছে। এই ফাঁকে—

হারাধন। (হঠাৎ নৃত্য থামাইয়া) খবরদার! ওই বোতলে হাত দিয়েছিলে? (মদের বোতল দেখাইলেন)

মোহলাল। (সভয়ে) আজ্ঞে না।

হারাধন। কি আছে ওতে জান? সন্ধান পাও নি তো কি আছে ওতে?

মোহনলাল। জানি না। সিরাপ?

হারাধন। (ভ্যাংচাইয়া) জিরাফ! চশমার পাওয়ার কত?

হারাধন গিয়া বোতলের ছিপি খুলিয়া ও নাড়িয়া বোতলটা দেখিলেন ও তাহার পর তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মোহনলাল ক্রমশ এক পা এক পা করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহাকে পলায়নপর দেখিয়া হারাধন বোতলটা তুলিয়া লইয়া তাহাকে তাড়া করিলেন

হারাধন। বোতল-পেটা করব আজ। খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা।

মোহনলালের সবেগে পলায়ন

এ ছোঁড়া আবার কোত্থেকে এসে জুটল, অ্যাঁ? ঢুকলই বা কি ক'রে? পাগলের পার্ট প্লে ক'রে একে তাড়ালাম বটে, কিন্তু এ বেটা তো গিয়ে আর পাঁচজনকে এক্ষুনি খবর দেবে। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। জানাজানি হয়ে গেলেই মুস্কিল। ঝানুর পাল্লায় প'ড়ে এ এক মহাফ্যাসাদে প'ড়ে গেছি দেখছি। ঝানুরও দেখা নেই। সে দিল্লী থেকে ফিরল কিনা কে জানে। ঠিক পাশের বাড়িতে একপাল যুবতী কিলবিল করছে, আর আমি ব্যাটা ফল্‌স গোঁফদাড়ি প'রে বেকুবের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখছি। এ কি ট্র্যাজিডি! এদিকে ঘরে আমার শুভঙ্করী কুকুরটাকে নিয়ে কি করছে কে জানে! নাঃ, কটা দিন গেলে বাঁচা যায়। এখন একমাত্র সান্ত্বনা এই।

মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

কলেজ স্কোয়ার। কাল দ্বিপ্রহর। স্কোয়ার প্রায় নির্জন। একটি গাছের তলায় বেঞ্চিতে মোহনলাল বসিয়া আছেন। সম্মুখে রেবা দণ্ডায়মান। তাঁহার বগলে বই-খাতা। নিকটে আর কোন লোক নাই

মোহনলাল। (সবিস্ময়ে) বলেন কি, পাওয়া যাচ্ছে না? দিস ইজ আন্‌থিঙ্কেব্‌ল! পাওয়া যাচ্ছে না! সে কি?

মোহনলাল চশমাটা খুলিয়া আবার পরিলেন

রেবা। না, চুমকিদিকে আজ ভোর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি প'ড়ে গেছে।

মোহনলাল। সে কি? কাল বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা—

রেবা। হ্যাঁ, রাত্তিরেও তো ছিল। রাত্তিরে যখন শুতে যাই, চুমকিদি আমাকে বললে মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে। সকালে উঠে দেখি চুমকিদি নেই। প্রথমটা ভাবলাম, বুঝি বাথরুম টাথরুমে গেছে! কিন্তু একটু পরেই জানাজানি হয়ে গেল। দরোয়ান বললে সদর দরজা ভোরবেলা খোলা ছিল। অথচ

মাসীমা বলছেন, তিনি ভেতর থেকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তালাবন্ধ করিয়েছেন। নিশ্চয়ই তা হ'লে ডুপ্লিকেট দিয়ে খুলে বেরিয়ে গেছে।

মোহনলাল বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিলেন

মোহনলাল। কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না আমার।

রেবা। আর একটা ইয়ে কি হয়েছে জানেন? (নিম্নস্বরে) সবাই আপনাকে সন্দেহ করছে।

মোহনলাল। আমাকে? মানে?

রেবা। আপনি চুমকিদির সঙ্গে ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে নাকি কি সব বলছিলেন, পাশের ঘরে পুষ্প তার দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল, সে সব শুনেছে আর মাসীমাকে ব'লে দিয়েছে। আমরা সব্বাই মানা করলাম। আমি কত তর্ক করলাম পুষ্পর সঙ্গে যে, আপনি ককৃখনও এমন কাজ করতে পারেন না। কিন্তু পুষ্প মেয়েটি এমন লাগানে!

মোহনলাল। ননসেন্স!

রেবা। আপনি এখন আমাদের হস্টেলে কয়েক দিন যাবেন না।

মোহনলাল। যাব না মানে? নিশ্চয়ই যাব। আই অ্যাম দুত হেডেন অ্যাণ্ড আর্থ। চুমকিকে পাওয়া

যাচ্ছে না—উঃ, এ যে ভাবতেও পারছি না আমি! পাশের বাড়ির সেই চাপদাড়ি লোকটা আছে?

রেবা। হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। সত্যি, কি ভয়ানক দেখতে লোকটা! ওর মনে কি আছে কে জানে! যখনই দেখি, তখনই জানলায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা লোকটার জ্বালায়। মাসীমা হষ্টেলের সেক্রেটারিকে খবর পাঠিয়েছিলেন; তিনি নাকি পুলিসে খবর দিয়েছেন।

মোহনলাল। ইউস্‌লেস! ও লোকটা পাগল। আমি ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে ঢুকেছিলাম ওর বাড়িতে। পুওর ফেলা, দেখে দয়া হ'ল; তাই কিছু করতে আর ইচ্ছে হ'ল না, চ'লে এলাম। নেহাৎ গোবেচারি! ওকে হ্যারাস্‌ ক'রে লাভ কি?

রেবা। আপনি ঢুকেছিলেন? ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে?

মোহনলাল। হ্যাঁ, চুমকির সঙ্গে আমার এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল।

রেবা। ও, তাই বুঝি ডুপ্লিকেট চাবির কথা হয়েছিল আপনার চুমকিদির সঙ্গে? উঃ, পুষ্পটা কি সাংঘাতিক মেয়ে! কিচ্ছু না জেনে শুনে দিব্যি আপনার নামে লাগিয়ে দিলে! গিয়ে বলব তো আজ পুষ্পকে।

মোহনলাল। (তাহাকে থামাইয়া দিয়া) আমি ওসব মোটেই ভাবছি না মিস রেবা। পুষ্প টুম্প মাসীমা টাসীমা সব ঠিক হয়ে যাবে, কারণ আমি নির্দোষ। আমি শুধু ভাবছি, চুমকি গেল কোথা? চুমকিকে পাওয়া যাচ্ছে না—এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না যে মিস রেবা। সত্যিই কি তাকে গুণ্ডায় হরণ করলে শেষ পর্য্যন্ত? উঃ, নাঃ, আর ভাবতে পারছি না।

দুই হাত দিয়া মাথা চাপিয়া ধরিলেন

কি করা উচিত?

রেবা নিজের হাত-ঘড়িটা একবার দেখিলেন

রেবা। সত্যি, কি যে হয়ে গেল!

মোহনলাল। আচ্ছা, চুমকির আসল বাড়ি কোথা জানেন? আমি অনেকবার জানতে চেয়েছি, সে বলে নি।

রেবা। কি জানি! শুনেছিলাম ওঁর বাপ মা কেউ নেই।

মোহনলাল। আশ্চর্য্য, এ কথাও আমাকে চুমকি বলে নি কোন দিন!

রেবা। ক্লাসে যাবেন না আপনি? (আবার হাত-ঘড়ি দেখিলেন) এর পরের পিরিয়ডেই তো আপনার

ক্লাস, আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি আছে। এখানে ব'সে কি হবে? তার চেয়ে চলুন ক্লাসে।

মোহনলাল। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না—বাথিং। চুমকি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, অথচ আমি অক্ষত দেহে ব'সে আছি! অসহ্য! একটা কিছু করা দরকার, এক্ষুনি।

চশমাটা পরিধান করিলেন এবং দক্ষিণ জানুর উপর বাম পদটি চাপাইয়া দিয়া তাহা আবেগভরে নাচাইতে লাগিলেন। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত

রেবা। (একটু ইতস্তত করিয়া) আমি যাই তা হ'লে, আমার আবার পার্সেণ্টেজ কম আছে—কামাই করা চলবে না। চললাম।

রেবা চলিয়া গেলেন। মোহনলাল কোন উত্তর না দিয়া দুই জানুর উপর দুই কনুই স্থাপন করিলেন এবং হেঁটমুণ্ডে মাথার চুলের মধ্যে দুই হাতের আঙুল চালাইতে লাগিলেন। রেবা আবার ফিরিয়া আসিলেন

আচ্ছা, আপনি বড় বছরের আল্কিটা কিনেছেন নাকি?

মোহনলাল। (চমকাইয়া) আল্কি?

রেবা। সেই যে সেদিন বলেছিলেন। না কিনে থাকেন তো থাক, এখন দরকার নেই। অমিতাদি বলছিলেন আজ মার্কেটে যাবেন।

মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন

মোহনলাল। আঙ্গির কথা ভাবছেন আপনি এখন? চলুন, এক্ষুনি কিনে দিচ্ছি। ক খান চাই আপনার?

রেবা। (লজ্জা পাইয়া) না না, আমি তা মীন করি নি। আমি ভাবলাম, আপনার এখন হষ্টেলে যাওয়াটা ঠিক নয়। হয়তো আপনি আঙ্গিটা দেবার জন্যে যাবেন আবার, তাই বলছিলাম যদি না কিনে থাকেন—

মোহনলাল। (উত্তেজিতভাবে) ড্যাম ইট! দেখুন, আমি ক্রিমিনালও নই, কাপুরুষও নই; আমি আজই সন্ধ্যের সময় যাব আপনাদের হষ্টেলে এবং আঙ্গি নিয়েই যাব। দেখি, কি করতে পারেন আপনাদের মাসীমা! হোয়াট ক্যান ইওর মাসীমা ডু? যদি কিছু বলতে আসেন, তাঁর মুখের উপর স্পষ্টই বলব, আমি চুমকিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, এখনও চাই এবং চিরকাল চাইব। দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন ইট। (হঠাৎ ভগ্নকণ্ঠে) চুমকির হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে আমার মনের মেরুদণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। আপনি আমার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না মিস রেবা। প্লীজ ডোণ্ট বি অফেণ্ডেড! অফেণ্ডেড হ'লেই বা কি করব! আই হ্যাভ টু ফেস এভরিথিং নাউ—এভরিথিং'। চুমকির জন্য যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করতে আমি প্রস্তুত—আই অ্যাম বাউণ্ড টু—

সহসা দুই জন কনষ্টেবলসহ একজন দারোগার প্রবেশ

দারোগা। (রেবার প্রতি) আমায় ক্ষমা করবেন। এঁর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

রেবা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন

(মোহনলালের প্রতি) আপনার নাম কি মোহনলাল চক্রবর্ত্তী?

মোহনলাল। হ্যাঁ। কি চান আপনি?

দারোগা। আপনি কি কলেজ ষ্টুডেণ্ট?

মোহনলাল। হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

দারোগা। কোন লেডিজ' হষ্টেলে আপনার যাতায়াত আছে?

মোহনলাল। হ্যাঁ, আছে। কেন?

দারোগা। আপনাকে অ্যারেষ্ট করবার ওয়ারেণ্ট আছে। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মোহনলাল। আমাকে? অ্যারেষ্ট?

রেবা। সে কি!

দারোগা। আই অ্যাম সো সরি। কিন্তু উপায় নেই—এই দেখুন ওয়ারেণ্ট।

ওয়ারেণ্ট দেখাইলেন

মোহনলাল। (শুষ্কমুখে) কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তো। উইল ইউ বিলিভ মি? চুমকির ব্যাপার আমি কিচ্ছু জানি না। আমি ইনোসেণ্ট, বিশ্বাস করুন।

দারোগা। যা বলবার থানায় বলবেন। চুমকি কে?

মোহনলাল। চুমকি ব'লে একটি মেয়েকে হষ্টেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। (সকাতরে) বিশ্বাস করুন, আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিচ্ছু জানি না। এইমাত্র আমি শুনলাম এঁর কাছ থেকে। (রেবাকে দেখাইলেন)

দারোগা। আসুন আমার সঙ্গে, একটু পরেই সব বুঝতে পারবেন। (কনষ্টেবল্‌দিগের প্রতি) এই, সার্চ কর।

কনষ্টেবল সার্চ করিয়া বিশেষ কিছু পাইল না

চলুন।

মোহনলাল। চললাম মিস রেবা।

মোহনলালকে লইয়া দারোগা ও কনষ্টেবল চলিয়া গেলেন। রেবা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন

রেবা। উঃ, কি সাংঘাতিক মেয়ে বাবা পুষ্প!

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

হারাধনের বাড়ি। শয়নকক্ষ। শুভঙ্করী কুকুরকে লইয়া বিছানায় চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। কুকুরের গায়ে হারাধনবাবুর জামা, গলায় হারাধনবাবুর কম্ফর্টার। শুভঙ্করী কুকুরকে বাতাস করিতেছেন। নিকটবর্তী তেপায়ার উপর কমলালেবু, বেদানা, আঙুর, আপেল প্রভৃতি থরে থরে সাজানো রহিয়াছে।

কুকুর শয়নে।

শুভঙ্করী। আর পারি না বাপু আমি তোমাকে নিয়ে। গায়ে জামাকাপড় না রাখলে কি চলে অসুখের সময়! এ কি মুস্কিল! কুকুর হয়ে তোমার দৌরাত্ম্য আরও বেড়েছে দেখছি।

কুকুর জামা-কাপড় ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

না না না, অমন করে না। লক্ষ্মীটি! অসুখ করেছে, অমন দস্যিপনা করলে কি এখন চলে! দিন কটা কেটে গেলে যে বাঁচি আমি। মন্তরটি প'ড়ে আবার মানুষ ক'রে নিই। বেদানা খাবে? খাও, দুটি বেদানা খাও।

বেদানা ছাড়াইয়া একটি রেকাবিতে দিলেন

খাও। খাবে না? আঙুর, লেবু কিছুই তো খাচ্ছ না! একটু খাও। বাবা বাবা! ডাক্তার যে কখন আসবে কিছুই তো জানি না। খালি হাড় আর কাঁটায় রুচি।

ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠিয়েছি, তিনি এসে যদি [illegible] বলেন—দোষ। নয়নতারারও তো কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কয়, শুনে হাড় জ্বলে যায়। অথচ ওকে চটাতেও সাহস পাই না। ওদের সাহায্য না নিলে চলেও না। এক কোয়া নেবু খাও, আমার মাথার দিব্যি, একটি কোয়া।

নেবুর কোয়া মুখে ধরিলেন। কুকুর খাইল না

এ কি বিপদে পড়লাম আমি!

নয়নতারা। (নেপথ্য হইতে) কোথায়, শুভঙ্করী, ঘরের ভেতর নাকি?

শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি কুকুরের অঙ্গ হইতে জামা প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলেন
নয়নতারা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

কি লো, তোর কুকুর কেমন আছে? আচ্ছা, তোর মাথা খারাপ নাকি, কুকুরকে নিয়ে বিছানায় ব'সে আছিস? (গালে হাত দিয়া) মাগো মা!

শুভঙ্করী। কি করি ভাই, বড্ড অসুখ যে। ডাক্তার বাবু তো এখনও এলেন না। খবর পাঠিয়েছিলি তো?

নয়নতারা। হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলাম বইকি। আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিনি কুকুরের চিকিৎসা করতে পারবেন না। তবে তিনি কুকুরের [illegible]

একটা ঠিকানা দিলেন। চাকরটাকে তো পাঠিয়েছি সেখানে। চাকরটা তো সকাল থেকে ওই নিয়েই আছে। ডাক্তার আসবে এখুনি। কিন্তু তোর এ কি দশা হ'ল?

শুভঙ্করী। কি দশা দেখলি?

নয়নতারা। কুকুর নিয়ে তুই ক্ষেপে যাবি দেখছি শেষে। কুকুরকে বিছানায় তুলে অয়েলক্লথ পেতে শোয়ানো—এ তো বাপের জন্মে দেখি নি কখনও। ওই তো ও-বাড়ির পরেশবাবুরও কুকুর আছে। তাদের তো বাপু কুকুর নিয়ে এত আদিখ্যেতা নেই। দিব্যি শেকল দিয়ে উঠোনে বাঁধা আছে। বিষ্টি বাদলে বড় জোর বারান্দায় ওঠে। মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে চান করায়। বাস্, ফুরিয়ে গেল। তোর মতন কুকুর নিয়ে—

শুভঙ্করী। (বাধা দিয়া) তুই থাম তো। যা বুঝিস না, তা নিয়ে ভ্যানোর-ভ্যানোর করিস কেন? পরেশবাবুদের কুকুর আর এ কুকুর কি এক নাকি? এ কুকুর যে কি কুকুর তা তুই কি বুঝবি! এখন ডাক্তার তাড়াতাড়ি এলে বাঁচি, কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে সকাল থেকে।

নয়নতারা। এই সব আঙুর বেদানা নেবু—তাও কি সব কুকুরের জন্যে নাকি?

শুভঙ্করী। আনিয়ে রেখেছি, যদি ডাক্তার বলে খেতে দোব।

নয়নতারা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

নয়নতারা। সত্যি কথা বলতে কি আমার কেমন যেন ভাল ঠেকছে না। হারাধনবাবু কবে ফিরবেন? চিঠিপত্তর এসেছে কোন?

শুভঙ্করী। (স-ঝাঁঝে) না।

নয়নতারা। তোমার রকম-সকম আমার ভাল ঠেকছে না বাপু।

শুভঙ্করী (আর সামলাইতে না পারিয়া) ভাল ঠেকছে না মানে? আমার কুকুর নিয়ে আমি যা খুশি করব। তোমার তাতে কি? আমার খুশি আমি তাকে নিয়ে বিছানায় শোব, আমার খুশি আমি তাকে আঙুর, বেদানা, নেবু, সন্দেশ, রসগোল্লা, আচার, মোরব্বা, পালং-শাকের ঘণ্ট—যা খুশি খাওয়াব। তোমার এতে চোখ টাটায় কেন? তোমার যদি ভাল না লাগে, আসতে হবে না তোমাকে। আমি যা পারি একলাই করব।

নয়নতারা। (সহানুভূতিভরে) যা ভেবেছি ঠিক তাই। যার স্বামী লক্ষ্মীছাড়া তার তো এ দশা হবেই। পাগলই হয়ে গেছে। আহা। কুকুরের নয়, এরই এখন চিকিৎসার দরকার আগে দেখছি। হারাধনবাবু

বাড়ি নেই, আমাদেরই এখন কর্তব্য এর একটা ব্যবস্থা করা। কুকুরকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি—এ তো বাপু সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। না, আমার ভাল ঠেকছে না। (মাথা নাড়িলেন) ওঁকে এখুনি আমি গিয়ে বলছি। ব্যবস্থা করা দরকার একটা। আহা, কি ছিল কি হয়ে গেল!

প্রস্থান

শুভঙ্করী। এ এক ভাল বিপদে পড়েছি আমি। ইচ্ছে করছে এখুনই মন্তর প'ড়ে মানুষ ক'রে নিই। কিন্তু সন্ন্যাসী ব'লে গেছে দশ দিন রাখতে। আগে মন্তর পড়লে যদি কিছু অনিষ্ট হয়! দরকার নেই। এ কটা দিন কেটে গেলে বাঁচি।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। মা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

শুভঙ্করী। (বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া) এসেছেন? ডেকে নিয়ে আয় এইখানে।

ঝি চলিয়া গেলে শুভঙ্করী গায়ে মাথায় আরও ভাল করিয়া কাপড় টানিয়া বসিলেন এবং কুকুরটিকে বাতাস করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঝি ভেটেরিনারি ডাক্তারকে লইয়া আসিল। ডাক্তারবাবু আসিয়া নমস্কার করিতে শুভঙ্করী আধ-ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তারবাবু নিকটস্থ মোড়াটিতে উপবেশন করিলেন

ডাক্তারবাবু। বসুন বসুন, আপনি বসুন। ও, এই কুকুরের অসুখ? কি হয়েছে?

শুভঙ্করী। পেট খারাপ হয়েছে। বমিও করেছে বারকয়েক।

ডাক্তারবাবু। পেট খারাপ? খাওয়া দাওয়ার কি কোন রকম গোলমাল হয়েছিল?

শুভঙ্করী। কই? না।

ঝি। সে কথা ব'ল না বাপু। ও কুকুর যা খায় তেমন খাবার আমাদেরও জোটে না। কুকুরের পেটে কি অত সয়?

শুভঙ্করী। তুই চুপ কর, তোর সব তাতে কথা বলবার দরকার কি?

ডাক্তারবাবু একবার ঝি ও একবার শুভঙ্করীর মুখের দিকে চাহিলেন

খাওয়া অবশ্য আমরা যা খাই তাই খায়। ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, তরকারি—

ঝি। আরও বল—ক্ষীর, দুধ, দই, পায়েস, আচার, মোরব্বা—

শুভঙ্করী। কেন তুই কথা বলছিস?

ঝি। ওমা, ডাক্তারের কাছে বলব না তো কার কাছে বলব?

শুভঙ্করী। আচ্ছা, তুই বাইরে যা।

ঝি সক্রোধে বাহির হইয়া গেল

পুরোনা ঝি কিনা—ভারি বেয়াদপ! খাওয়া দাওয়ার কথা জিগ্যেস করছিলেন? তা খাওয়া দাওয়া—

ডাক্তারবাবু। বুঝেছি, খাওয়া দাওয়ার গোলমাল হয়েছে একটু।

শুভঙ্করী। আমার কিন্তু মনে হয় ডাক্তারবাবু, পেটে ঠাণ্ডা লেগেছে। কাল সমস্ত দিন ওই চান-ঘরটায় পড়ে ছিল, জলের ওপর।

ডাক্তারবাবু। ও, তাই নাকি? সাধারণত কিন্তু পেটের গোলমাল হয় খাওয়া দাওয়ার অত্যাচারে।

শুভঙ্করী। (যেন অনিচ্ছা সহকারে ডাক্তারের মত সমর্থন করিয়া) তা হ'লে কি খেতে দেব বলুন?

ডাক্তারবাবু। আজকের দিনটা উপোস করিয়ে রাখুন।

শুভঙ্করী। উপোস? একেবারে ঠায় উপোস করতে পারবে কি? বলেন তো বেদানা টেদানা কিম্বা নেবু—। খালি পেটে ও একেবারে থাকতে পারে না, জানি তো আবরই।

ডাক্তারবাবু। (হাসিয়া) এ কি মানুষ যে অসুখ

হ'লে বেদানা খাবে ? যতক্ষণ না পেট ঠিক হবে ও নিজেই কিছু খেতে চাইবে না। খেতে চাইলেও জল ছাড়া আর কিছু দেবেন না। পেট ঠিক হয়ে গেলে তখন লাইট ফুড দিতে পারেন। দেখি একটু—

কুকুরটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন

একে বিছানায় এমন ক'রে জড়িয়ে মড়িয়ে রেখেছেন কেন ? কিচ্ছু দরকার নেই তো। তা ছাড়া পেট খারাপ যখন—

শুভঙ্করী। তার জন্যে আমার কোন অসুবিধে নেই। নীচে খাটজোড়া অয়েলক্লথ পাতা আছে।

ডাক্তারবাবু সম্ভবত এরূপ আভিজাত্যশালী কুকুর-রোগী ইতিপূর্ব্বে আর দেখেন নাই। তিনি সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন

ডাক্তারবাবু। অত হাঙ্গামা না করলেও পারতেন। (হাসিয়া) তবে আপনার যদি না অসুবিধে হয় আমার এতে আপত্তি আর কি !

পরীক্ষা শেষ করিলেন

শুভঙ্করী। ওষুধ কি দেবেন কোন ?

ডাক্তারবাবু। ওষুধ ? দেখুন না আজকের দিনটা। কুকুরকে ওষুধ খাওয়ানো আবার একটু হাঙ্গাম তো।

শুভঙ্করী। জ্বরের কি কোনও কারণ দেখছেন ?

ডাক্তারবাবু। না, ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমার মনে হয় আজকের দিনটা উপোস দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

শুভঙ্করী। আপনি একবার আসবেন ওবেলা ?

ডাক্তারবাবু। ওবেলা ? ওবেলা আসার বোধ হয় দরকার হবে না। আজকের দিনটা দেখুন না। কাল সকালে খবর দেবেন, দরকার হয় কাল না হয় আসা যাবে।

শুভঙ্করী। না, আপনি ওবেলা একবার আসবেন।

ডাক্তারবাবু। (হাসিয়া) বেশ।

শুভঙ্করী উঠিয়া দেরাজ খুলিয়া কী দিলেন

নমস্কার। চলি তবে।

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন

শুভঙ্করী। শুনলে তো ? জল ছাড়া আর কিচ্ছু পাবে না। কেমন শাস্তি ! আর মদ খেয়ে এসে মাতলামি করবে ? আর ক'র না, কেমন ? লক্ষ্মীটি ! আর তো চার দিন মাত্র বাকি ; চারটি দিন কেটে গেলেই মন্তরটি প'ড়ে আবার তোমায় মানুষ ক'রে নেব, কেমন ? এখন গায়ে জামা-কাপড় দিয়ে লক্ষ্মীটির মত চুপ ক'রে ব'সে থাক।

আবার তাহাকে কম্ফর্টার প্রভৃতি পরাইতে লাগিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঝান্টু মল্লিকের বাড়ি। কয়েকটি ছোকরা একটি চেয়ার বহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। চেয়ারের উপর ঝান্টু মল্লিক শায়িত

ঝান্টু। আস্তে আস্তে।

বারান্দায় চেয়ার নামানো হইল

এইবার ঘরের ভেতর আমার বিছানাটা ক'রে দাও দেখি। এই নাও চাবি। (চাবি দিলেন) উঃ, পা-টা জখম ক'রে দিয়েছে একেবারে। ফ্র্যাক্‌চার হয় নি এই যা রক্ষে।

দুই জন ছোকরা চাবি খুলিয়া ভিতরে গেল

প্রথম ছোকরা। ঝান্টুদা, আপনি না থাকলে আমাদের নির্ঘাৎ হার হ'ত, ভাগ্যে ছিলেন আপনি।

ঝান্টু। (সস্মিত মুখে) কি রকম গোলটা বাঁচিয়েছিলাম!

দ্বিতীয় ছোকরা। ওয়াণ্ডারফুল!

ঝান্টু। যাক, ওইটেই সান্ত্বনা। এখন পা-টা ঠিক হ'লে বাঁচি—পা অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা আমার বিছানাটা ক'রে শ্রীমান নটবরকে খবর দাও দিকি একবার।

দ্বিতীয় ছোকরা। নটবর কে?

ঝান্নু। আমার চাকর—ঝামাপুকুরে থাকে।

দ্বিতীয় ছোকরা। হ্যাঁ, এক্ষুনি ডেকে আনছি।

প্রস্থান

ঝান্নু। তোমরা আমার বিছানা টিছানা ক'রে আমাকে এক কাপ চা ক'রে দিয়ে বাড়ি চ'লে যাও। যাবার সময় চাকরটাকে পাঠিয়ে দিয়ে যেও। খাওয়া দাওয়া সেরে তারপর এস। আমি বর্দ্ধমানে যা খেয়ে নিয়েছি, আমার আর কিছু দরকার হবে না। হ্যাঁ, মির্জাপুর ষ্ট্রীটে মিষ্টার দত্তকে খবর দিও তো যে আমি ব্রিজ টুর্নামেণ্টে তাঁর পার্টনার হয়ে খেলতে রাজি আছি। কিন্তু (হাসিয়া) ফী লাগবে এক বোতল হুইস্কি—ক্যাশ ডাউন। ততদিনে পা ভাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হারাধনেরও খবরটা নিতে হবে। সে কি করছে কে জানে! আচ্ছা, আগে একটু ধাতস্থ হওয়া যাক। ওহে, আমার বেতের বাক্সটা এসেছে? দেখ তো, তাতে হুইস্কির বোতলটা আছে। বার কর তো হে।

প্রথম ছোকরা। জিনিসপত্তর সব এখনও গাড়ি থেকে নামানো হয় নি। দেখি কোথায় আছে।

বাহিরে চলিয়া গেল

ঝানু। (সুরে) ভালবাসি ভালবা

টু-লালালা টু-লালালা লা—

বাসি ভাল বাসি ভাল

টু-লালালা টু-লালালা লা

যে ছেলেটি বাহিরে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল—হস্তে বেতের বাক্স

ঝানু। থ্যাঙ্কইউ!—এইবার বার কর দিকিন্—

বেতের বাক্স খুলিয়া ছেলেটি একটি হুইস্কির বোতল বাহির করিয়া ঝানুর হস্তে দিল

প্রথম ছোকরা। এইবার বন্ধ করে দি বাক্সটা?

ঝানু। বাঃ—গেলাস দাও—এখনও বোতলে মুখ লাগিয়ে খাবার মত অবস্থা হয় নি। সোডাও দেখ আছে একবোতল—। এঃ তুমি এখনও একদম গ্রীন্ হে!

ছেলেটি অপ্রস্তুত মুখে বাক্স হইতে একটি গ্লাস ও একবোতল সোডা বাহির করিল

এই নাও ঢাল! সোডাটা খোল—

প্রথম ছোকরা। (খানিকটা মদ ঢালিয়া) আর ঢাল্‌ব?

ঝানু। আর ঢাল্‌বে মানে? ওতে ত ঠোঁটও ভিজবে না—

প্রথম ছোকরা। (আরও খানিকটা ঢালিয়া) এবার ?

বান্টু। ওতে ঠোঁট ভিজতে পারে—গলা ভিজবে না। সাহস করে ঢালই না খানিকটা—ভয় কি!

ছেলেটি বেপরোয়া হইয়া ঢালিতে লাগিল

বাস্ বাস্ আর নয়—এইবার সোডাটা খোল। সোডা খোলবারটা ওই বাক্সেই আছে দেখ—

ছেলেটি সোডা খুলিবার কাঠের ক্যাপ্‌টি বাক্স হইতে বাহির করিয়া সোডার বোতল খুলিয়া ফেলিল ও সোডা-হুইস্কি বান্টুকে দিল

প্রথম ছোকরা। চা করব ?

বান্টু। (এক চোঁক পান করিয়া) আঃ—বাঁচা গেল। চা ? বেশ ত কর না! তোমরা খাও—

প্রথম ছোকরা। ষ্টোভ কি ভেতরে আছে ?

বান্টু। থাকা ত উচিত। দেখ দিকি—

প্রথম ছোকরা ভিতরে গেল। বান্টু মদে চুমুক দিতে দিতে গান ধরিলেন

ভালবাসি ভালবাসি
টু লালালা টু লালালা লা
বাসি ভালো বাসি ভালো
টু লালালা টু লালালা লা

জানি না কাহার লাগি
উতলা রজনী জাগি
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ
টুালালালা টুালালালা লা—

ভিতর হইতে ষ্টোভ জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল

যাক্ ষ্টোভটা জ্বেলেছে তাহলে—

প্রথম ছোকরার প্রবেশ

প্রথম ছোকরা। কেৎলিটা কোথা আছে দেখতে পাচ্ছি না ত।

ঝান্টু। মিটু সেফের ভেতর দেখ—সব পাবে। বিছানা হল!

প্রথম ছোকরা। হচ্ছে! বালিশ খুঁজে পাচ্ছে না ওরা।

ভিতরে চলিয়া গেল

ঝান্টু শ্রীমান নটবর কোথায় সব রেখে গেছেন গুছিয়ে। ব্যাটার গোছানর জ্বালায় পাগল করেছে আমায়।

মত্তপান করিয়া আবার গান ধরিলেন

সন্ধ্যা-বেলায় যুঁই
কি কথা বলিস তুই
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ
টুালালালা টুালালালালা

দূর ছাই—মনেও থাকে না গানগুলো?

দ্বিতীয় ছোকরার সহিত নটবরের প্রবেশ

আসুন আসুন গোল্ডেন্ মুন—আসুন।

নটবর। পায়ে কি হুজুরের—

চিন্তিত ভাবে পায়ের দিকে চাহিল

ঝাড়ু। পায়া ভারি হয়েছে! তুমি সে চিন্তা ছেড়ে ভেতরে গিয়ে বিছানা টিছানাগুলো কর দিকি। আর বাবুদের চা করে খাওয়াও।

নটবর। আজ্ঞে—(দ্বিতীয় ছোকরার প্রতি) আসুন বাবু—

দ্বিতীয় ছোকরার সহিত নটবর ভিতরের দিকে গেল

ঝাড়ু। যাক্—লোটো এল বাঁচলাম—

ছোকরা চারিজন ও নটবর আবার পুনঃ প্রবেশ করিল

বিছানা হয়ে গেছে?

নটবর। হাঁ হুজুর।

ঝাড়ু। তোল তাহলে—

সকলে চেয়ার ধরিয়া তুলিল

আস্তে আস্তে আস্তে—

চেয়ার সমেত ঝাড়ু মল্লিককে ভিতরে লইয়া গেল

সপ্তম দৃশ্য

মোহনলালের পিসতুতো দাদার ভায়রাভাই বিরাজবাবুর বাসাবাড়ি। বারান্দার উপর বিরাজবাবু ও মোহনলাল দাঁড়াইয়া আছেন, যদিও নিকটেই একটি টেবিলের সম্মুখে দুই তিনখানি চেয়ার রহিয়াছে। বিরাজবাবু লোকটির নাতিদীর্ঘ জোহারা চেহারা। পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তা-দেওয়া পাকা গোঁফ, ঝাঁকড়া পাকা চুল। পাকা পুলিস অফিসার। পরনে খাকি হাফশার্ট ও প্যান্ট। বামহস্তে চওড়া চামড়ার ব্যাণ্ডে একটি মজবুত গোছের রিষ্ট-ওয়াচ। মুখ দেখিলেই মনে হয় লোকটি বুদ্ধিমান। ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত, মুখে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গহাস্য, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মোহনলাল যেন মুষড়াইয়া গিয়াছেন

বিরাজবাবু। দেখ ভায়া, তোমাকে অনেক কষ্টে নিজে জামিন হয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। এইবার কিন্তু তোমায় সাবধানে চলতে হবে। কলেজে লেখাপড়া করছ —লেখাপড়া কর। এ সব তো ভাল কথা নয়। আমার মনে হয় এইবার একটা বিয়ে ক'রে ফেল। বল তো তোমার বাবাকে চিঠি লিখি। আমার জানা-শোনা একটি পাত্রী আছে—আমারই পোষ্য। মেয়েটি ভাল —পড়াশোনা করছে।

মোহনলাল। মাপ করবেন, আমি বিয়ে করতে পারব না।

বিরাজবাবু। কেন ?

মোহনলাল চুপ করিয়া রহিলেন

বিয়ে করবে না কেন ? বাঙালীর ছেলে বিয়ে করবে না —এটা কি একটা কথা হ'ল ?

মোহনলাল। আমি চুমকিকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

বিরাজবাবু। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) হা হা হা হা হা—চুমকিকে বিয়ে করবে! মাই গড!

মোহনলাল। হাস্‌ছেন কেন? চুমকি কোথা? তার কি কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?

বিরাজবাবু। দেখ, এ সব কথার জবাব আমি দিতে পারব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, চুমকির নাগাল আর তুমি পাবে না। ও-আশা ত্যাগ কর।

মোহনলাল। আজীবন আমি খুঁজব তাকে। নাগাল পাব না কেন ?

বিরাজবাবু। (আবার হাসিয়া উঠিলেন) না, পাবে না। কেন পাবে না তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু পাবে না।

মোহনলাল। কেন ?

বিরাজবাবু। দুনিয়ায় সব 'কেন'র কি জবাব আছে? ওটাও মনে কর সেই জাতীয় একটা প্রহেলিকা।

মনে কর, একটা স্বপ্ন, এসেছিল, চলে গেল। স্বপ্নকে কেউ বিয়ে করতে পারে না। (হাস্য)

মোহনলাল। বিলিভ্ মি—স্বপ্ন নয়—সে আমাকে কথা দিয়েছিল—উইথ্ হার ওন্ লিপ্‌স্।

বিরাজবাবু। কি কথা দিয়েছিল—?

মোহনলাল। কথা দিয়েছিল সে আমাকে বিয়ে করবে।

বিরাজবাবু। (আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) কথা দিয়েছিল তোমাকে বিয়ে করবে—হা হা হা হা—রিয়েলি!

মোহনলাল। (একটু চটিয়া) আপনি কি মনে করছেন আমি আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি?

বিরাজবাবু। মোটেই না। তোমার এই অতি-গম্ভীর হাবভাব দেখেই বরং আমার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু না—আর হাসি নয়—এবার কাজের কথা হোক। চুমকি তোমাকে কোন দিন বিয়ে করবে না এটা ঠিক—গিভ্ হার আপ্—

মোহনলাল। কি করে জানলেন আপনি?

বিরাজবাবু। আমি জানি—

মোহনলাল। কি জানেন?

বিরাজবাবু। আমি জানি চুমকি নামক যে যুবতীর

পাল্লায় তুমি পড়েছিলে তিনি তোমাকে কোনকালে বিয়ে করবেন না।

মোহনলাল। কি করে জানলেন আপনি ?

বিরাজবাবু। তা আমি তোমাকে বলব না। গুরুতর বাধা আছে। সব কথা বলা যায় না—

মোহনলাল। কি এমন সিক্রেট থাকতে পারে তা ত আমি বুঝতে পারছি না—

বিরাজবাবু। ডোণ্ট্ ট্রাই—(হাসিলেন)

মোহনলাল। আচ্ছা, আমাকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেল কেন তাও বলবেন না ?

বিরাজবাবু। না, তাও বলব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, আমি না থাকলে তুমি ছাড়া পেতে না। আর এটাও জেনে রাখ, বিয়ে করা ছাড়া তোমার গত্যন্তর নেই।

মোহনলাল। বাঃ, আমি যদি বিয়ে না করি ?

বিরাজবাবু। (জোর গলায়) ইউ মাষ্ট। করবে না কেন ? না করবার হেতু কি থাকতে পারে ? (কণ্ঠস্বর নরম করিয়া) ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

উভয়ে চেয়ার টানিয়া বসিলেন

মোহনলাল। দেখুন, আমাকে কিছুদিন ভাববার সময় দিন অন্তত।

বিরাজবাবু টেবিলের উপর দুই কনুই স্থাপন করিয়া টেবিলে ভর দিয়া বেশ বাগাইয়া বসিলেন

বিরাজবাবু। দেখ, এ সব ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তার স্থান নেই। ভেবে কোন কূলকিনারাও করতে পারবে না; কেউ কখন পারেও নি। ফোড়া যখন পেকেছে এবং তা কাটানো ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন তা নিয়ে আর ভেবে কি হবে? ছুরিটা বসাবার বেলায় একটু লাগবে বটে, কিন্তু তারপরই আরাম।

মোহনলাল। বিয়ে এক্ষুনি করতেই হবে—এ জবরদস্তির অর্থ কি?

বিরাজবাবু। (একটু হাসিয়া) দেখ ভাই, অর্থহীন কথা আমরা বড় একটা কই না। যা বলছি তার রীতিমত অর্থ আছে। বিবাহ না করলে পুলিস তোমার পিছু ছাড়বে না। আবার ধরবে।

মোহনলাল। মানে?

বিরাজবাবু। মানে ওই। ওর চেয়ে বেশি মানে আর বলতে পারব না। (টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) বলতে চাইও না। ম্যারি ইউ মাষ্ট।

মোহনলাল নির্বোধের মত তাকাইয়া রহিলেন। বিরাজবাবু আবার কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া শুরু করিলেন

আমি তোমার জন্যে যে পাত্রীটি ঠিক ক'রে রেখেছি—নিজের চোখেই দেখবে এখুনি—মোটেই খারাপ নয়। গান গাইতে জানে, তা ছাড়া কলেজে পড়ছে। আজ তোমাকে এখানে নিয়ে আসব ব'লে মেয়েটিকেও আনিয়ে রেখেছি। তুমি নিজের চোখে দেখ, গান শোন। আচ্ছা, গানটাই হয়ে যাক আগে। মেয়েটি ভারি লাজুক—অচেনা লোকের সামনে গাইতে লজ্জা পায়। পাশের ঘর থেকে গাইবে, শোনার কোন অসুবিধে হবে না। ব'লে আসি দাঁড়াও।

মোহনলালকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বিরাজবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

(নেপথ্যে) ভাল ক'রে জোরে গাও—ও-সব লজ্জা-টজ্জা ছাড়।

বিরাজবাবু বাহিরে আসিলেন

শোন গান। সুন্দর গায়।

নেপথ্য হইতে গান

নিদ্ কেন নাহি আসে
নয়নপাতে।
মনের তরীটি মোর চলে গো ভেসে
অচেনা নদীর স্রোতে অজানা দেশে।
রূপালি জ্যোছনা মাঝে নীরবে এসে
স্বপন সাথে।

সকল অলকায় ছন্দভরা,
অজানা মনের মধু গন্ধভরা !
কোন্ সে সাগর কূলে বিজন বনে
গভীর আঁধারে ঘুরি আপন মনে।
মনের বাঁশীর গান কে যেন শোনে
গভীর রাতে।

কি রকম লাগল ?

মোহনলাল। বেশ সুন্দর !

বিরাজবাবু। বললাম না ? (উচ্চকণ্ঠে) এইবার চা-টা নিয়ে এস, আর দেরি ক'র না।

একটি চাকর ট্রেতে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। পিছনে একটি প্লেটে জলখাবার লইয়া নতমুখী রেবা

মোহনলাল। (সবিস্ময়ে) একি—মিস্ রেবা !

রেবা। আপনি ?

বিরাজবাবু। একি, তোমাদের আলাপ ছিল নাকি ! তা হ'লে তো আরও গ্র্যাণ্ড হ'ল !

রেবা ও মোহনলাল নির্বাক হইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শুভঙ্করী ও কুকুর। কুকুর একটি সোফার উপর বসিয়া আছে। শুভঙ্করী নিকটে বসিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন। তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। পরিধানে পট্টবস্ত্র

শুভঙ্করী। বাঁচলাম এবার। আজ দশ দিন শেষ হ'ল। এইবার মন্তরটি প'ড়ে ভালয় ভালয় তোমায় আবার মানুষ ক'রে নিতে পারলে বাঁচি। ঝিটাকে গঙ্গাজল আনতে পাঠিয়েছি সেই কোন্ সকালে, এখনও তো এল না! ঘরে গঙ্গাজল ছিল, কিন্তু ভয় হ'ল সে বাসি পুরোনো জলে যদি কাজ না হয়! এত দেরি হচ্ছে কেন ঝিয়ের?

উঠিয়া পড়িলেন এবং প্রাঙ্গণ পার হইয়া সদর দরজা খুলিয়া বাহিরে একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া আসিলেন

কই, না, ঝিয়ের দেখা নেই। বাড়ী থেকে বেরুলেই একেবারে বাঘের মাসী। গেছে কি এখন! এক ঘণ্টার বেশি হবে। গঙ্গার ঘাটে গল্প লাগিয়েছে কারও সঙ্গে যায় কি! আলাপী লোক তো পথেঘাটে!

কুকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন ও কুকুরের মাথায় গায়ে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন

তোমারও নিশ্চয় আনন্দ হচ্ছে ? খু—ব আনন্দ হচ্ছে ? খু—ব ? সত্যি ? মাগো মাগো মাগো—

আবেগে কুকুরকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিগলিত কুকুর লেজ নাড়িতে লাগিল

আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। উঃ, সত্যি বলছি। আমি যে কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না! এ দশটা দিন যে কি ক'রে কাটিয়েছি! কুকুর হয়েও কি তুমি কম জ্বালিয়েছ আমার! কদিন অসুখ নিয়ে কি নাকালই হ'ল আমার! মানুষ হয়ে আর দুষ্টুমি ক'র না যেন। করবে না তো? (হাসিয়া) আবার তা হ'লে কুকুর বানিয়ে দোব। ভয়ানক মন্তর শিখে ফেলেছি। দেখলে তো মন্তরের জোর? আর আমার মনে অমন কষ্ট দেবে না তো রোজ রোজ? আর দিও না, কেমন? লক্ষ্মীটি!

কুকুর লেজ নাড়িতে লাগিল। একটু থামিয়া শুভঙ্করী আবার শুরু করিলেন

এ কদিন কত কষ্ট পেলে দেখ দিকি। এ দশ দিন কি তোমার খাওয়া হয়েছে, না, নাওয়া হয়েছে। অসুখেই তো কদিন গেল। আজ মন্তর প'ড়ে মানুষ ক'রে সামনে বসিয়ে খাইয়ে বাঁচব আমি। আজ ইলিশমাছ আনিয়ে রেখেছি মশাই। মাংসের কিমাও আনিয়েছি, কাটলেট

ক'রে দোব ওবেলা। না, এবেলা আর নয়। পেটটা তোমার সুবিধে যাচ্ছে না। এবেলার জন্যে বুটের ডাল, মোচা, ধোঁকার ডালনার জোগাড় ক'রে রেখেছি। এর ওপর আবার কাটলেট হ'লে বড্ড বেশি গুরুপাক হয়ে পড়বে। কাটলেট ওবেলা খেও, কেমন ?

কুকুর নীরবে লেজ নাড়িতে লাগিল

কানের ঘা-টা কেমন আছে দেখি! কেন শুধু শুধু বেরালের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাওয়া! জানই তো, ওবাড়ির হুলোটা কি ভীষণ দস্যি! অনর্থক কানটা আঁচড়ে দিয়ে গেল। বেরালের নখে শুনেছি ভয়ানক বিষ। দেখি, কেমন আছে কানটা!

স্নেহভরে কান দেখিতে লাগিলেন। ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাঁকালে এক কলসি গঙ্গাজল। ঝি আসিতেই শুভঙ্করী কান ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া পড়িলেন

আচ্ছা ঝি, তোর আক্কেল কি রকম ? সেই কোন্ সকালে তুই গেছিস বল দেখি ?

ঝি কলসি নামাইল

ঝি। আক্কেল আমার, না, আক্কেল তোমার ? ঘরে এক কলসি গঙ্গাজল মজুত, তাতে তোমার মন উঠল না। গঙ্গাজল যে পুরোনো হয়ে গেলে অশুদ্ধ হয়ে যায় তা তো

বাপু এই প্রথম শুনছি। গঙ্গাজলের আবার বাছ-বিচার! গঙ্গার ঘাট কি এখান থেকে কম দূর?

শুভঙ্করী। যতই দূর হোক, এতক্ষণ লাগবে তা বলে? আজ কি তুই নতুন হ'লি নাকি? গঙ্গার ঘাটে আজ কি নতুন যাচ্ছিস তুই?

ঝি। ফ্যাসাদ কি একরকমের? আদ্ধেক রাস্তা এসেছি, এক পোড়ারমুখো মেথরে এসে ছুঁয়ে দিলে। সে জল সব ফেলে দিয়ে আবার গিয়ে চান ক'রে কলসি মেজে ফের জল আনলাম। দেরি তো হবেই। হাঁটতে হাঁটতে আমার পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। গঙ্গার ঘাট কি এখানে!

শুভঙ্করী। বেশ শুদ্ধভাবে এনেছিস তো?

ঝি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। শুদ্ধভাবে না আনব তো কষ্ট ক'রে দুবার গেলাম কেন? মেথরে-ছোঁয়া জলই তো এনে দিয়ে যেতে পারতাম।

শুভঙ্করী। অনেক বাড়িতেই পুরোনো ঝি আছে, কিন্তু তোর মতন এমন চোপা আমি খুব কম ঝিয়েরই দেখেছি।

ঝি। (অধীরভাবে) কোথায় এখন রাখব বল?

শুভঙ্করী। কোথায় আবার রাখবি? দিন দিন তুই নতুন হচ্ছিস নাকি? পূজোর ঘরে রেখে আয়।

ঝি পূজার ঘরে গঙ্গাজল রাখিয়া ফিরিয়া আসিল

ঝি। এইবার তা হ'লে আমি যাই।

শুভঙ্করী। আচ্ছা, আসবার সময় ওবেলা ভাল মাংস কিনে আনিস আধ সের। পয়সা নিয়ে যা। ভুলিস নি যেন। বাবু আসবেন আজ।

আঁচল হইতে খুলিয়া পয়সা দিলেন

ঝি। আচ্ছা।

ঝি চলিয়া গেল। শুভঙ্করী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন এবং একটি পিতলের কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন

শুভঙ্করী। সন্ন্যাসী ব'লে গেছেন অচলা ভক্তিভরে মন্ত্রপাঠ ক'রে তিনবার গঙ্গাজল তোমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে।

গঙ্গাজল ছিটাইতে লাগিলেন

কি আনন্দ হচ্ছে যে আমার। এইবার মন্তরের কাগজটা নিয়ে আসি। আমার আর তর সইছে না।

ঘরের ভিতর গিয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানি লইয়া আসিলেন এবং প্রণামান্তে পুনরায় চতুর্দিকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি
স্বয়ম্ভূ প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে।
ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্রুং অট্ট অট্ট নিনাদিনি
মন্থস্তঃ কুরু মন্থস্তঃ কুরু মন্থস্তঃ কুরু মহাকালি॥

এইরূপ তিনবার পাঠ করিলেন এবং প্রতিবার কুকুরের গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। কুকুর কিন্তু মানুষ হইল না। শুভঙ্করী বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কুকুরটার পানে চাহিয়া রহিলেন

এ কি হ'ল! হ'ল না তো! আর একবার বলি তা হ'লে।

গঙ্গাজল ছিটাইয়া আবার মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি
স্বয়ম্ভু প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে।
ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্লুং অট্ট অট্ট নিনাদিনি
মনুষ্যঃ কুরুঃ মনুষ্যঃ কুরু মনুষ্যঃ কুরু মহাকালি॥

এইরূপ তিনবার আবৃত্তি করিয়া আবার গঙ্গাজল ছিটাইলেন। কুকুর কুকুরই রহিল—মানুষ হইল না

একি! হচ্ছে না কেন! সন্ন্যাসী বলেছিলেন অচলা ভক্তিভরে মন্ত্রপাঠ করতে। ভক্তিতে কি কোন গোলমাল হচ্ছে! হয়তো ঠিক অচলা ভক্তি হচ্ছে না। না, ভাল ক'রে আর একবার বলি। একি হ'ল!

কুকুরের সম্মুখে গলবস্ত্রে করজোড়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া শুভঙ্করী মুদিত-নেত্রে আবার তিনবার মন্ত্রটি আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। শুভঙ্করী ভয়-বিহ্বল-দৃষ্টিতে কুকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। নির্ব্বিকার কুকুর বসিয়া বসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল

উঃ! না, এ যে ভাবতেও পারছি না। নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হচ্ছে। নিশ্চয়ই ঝি মেথর-ছোঁয়া সেই কলসি ভাল ক'রে ধোয় নি। নিশ্চয়ই ধোয় নি। ঘরে যে গঙ্গাজল আছে তাই নিয়ে আসি।

পূজার ঘরে চলিয়া গেলেন ও অন্য আর একটি পাত্রে গঙ্গাজল আনিয়া চতুর্দ্দিকে ছিটাইতে লাগিলেন। তাহার পর পূর্ব্ববৎ গলবস্ত্রে করজোড়ে কুকুরের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আকুলভাবে মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। গলা কাঁপিতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ শেষ হইল। এবারও কিন্তু কুকুর মানুষ হইল না

না, নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হচ্ছে, আমি ধরতে পারছি না। এই কাপড়টা ছেড়ে আসব? এই কাপড় পরেই তো মেথর-ছোঁয়া জল ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ছেড়েই আসি কাপড়টা।

আবার তাড়াতাড়ি গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন এবং পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে জল ছিটাইতে ছিটাইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। কুকুরের কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হইল না। শুভঙ্করী ইহা দেখিয়া তারস্বরে প্রত্যেক কথায় জোর দিয়া মন্ত্রপাঠ শুরু করিলেন। ক্রমশ তাঁহার দৃষ্টি উন্মাদের দৃষ্টির মত হইয়া আসিল, কম্পমান কণ্ঠস্বরে একটা আর্ত্তভাব ফুটিয়া উঠিল, মন্ত্র-আবৃত্তি প্রলাপোক্তির মত শুনাইতে লাগিল। সহসা মন্ত্রপাঠ বন্ধ করিয়া তিনি কুকুরের সম্মুখে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মানুষ হও, আর কক্ষনও তোমায় কিছু বলব না—কক্ষনও না—

কক্‌খনও না। মানুষ হও, ওগো, শুনছ? মানুষ হও, মানুষ হও, দয়া কর, ফিরে এস। মদ খেও, যা ইচ্ছে হয় ক'র, শুধু ফিরে এস, ফিরে এস, ওগো, ফিরে এস—

মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। কুকুর অবিচলিত। সদর দরজার কড়াটা কড়কড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই নয়নতারা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

(বিহ্বলভাবে) তুই? নয়নতারা?

নয়নতারা। (সবিস্ময়ে) হ্যাঁ, আমি। এত চেঁচাচ্ছিস কেন তুই? কি হ'ল?

শুভঙ্করী। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আমার! তোর বাড়িতে একটু ভাল গঙ্গাজল আছে? বেশ ভাল, পবিত্র?

নয়নতারা। আছে। তা থাকবে না কেন?

শুভঙ্করী একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন

শুভঙ্করী। আমায় একটু এনে দে ভাই, আমায় একটুখানি এনে দে, আমায় বাঁচা তুই। ওরে, আমার ওপর দয়া কর। পায়ে পড়ি তোর, বাঁচা আমাকে, বাঁচা —বাঁচা—বাঁচা!

পদধারণ করিতে গেলেন

নয়নতারা। (পিছাইয়া গেলেন) ওমা, একি কাণ্ড! একটু গঙ্গাজল নিবি তার জন্যে এত কেন?

শুভঙ্করী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) শুধু গঙ্গাজল নয়, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ কর স্বামীর প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি হয়—অচলা ভক্তি। মহাপাপী আমি, স্বামীকে কেবল শাসনই ক'রে এসেছি, ভক্তি কোনদিন করি নি। ভক্তি আমার নেই—নেই—নেই—আমার নেই। অচলা ভক্তি চাই। আমায় আশীর্ব্বাদ কর তুই। ওঃ, একি হ'ল! একি হ'ল! একি হ'ল!

পাগলের মত একবার কুকুরটার দিকে, একবার মন্ত্রলিখিত কাগজখানার দিকে ও একবার নয়নতারার দিকে তাকাইতে লাগিলেন

নয়নতারা। (যেন সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন) যা ভেবেছি তাই! ছি ছি ছি, এ একেবারে বদ্ধ-উন্মাদ হয়ে গেছে দেখছি! আগেই বলেছিলাম আমি। সর্ব্বনাশ!

শুভঙ্করী। (অস্ফুট স্বরে) অচলা ভক্তি—অচলা ভক্তি—অচলা ভক্তি—

নয়নতারা নির্ব্বাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেয়েদের হষ্টেলের পাশের বাড়ির কক্ষ। কাল সন্ধ্যা। হারাধন ক্রমাগত উঠ-বোস করিতেছেন। কয়েকবার উঠ-বোস করিয়া পরিশ্রান্ত হারাধন থামিলেন এবং বাম-হস্তের বক্রায়িত তর্জ্জনীর দ্বারা কপালের ঘামটা মুছিয়া ফেলিলেন

হারাধন। উঃ, হায়রান হয়ে গেলাম। কিন্তু কিচ্ছু ফল হচ্ছে না তো। ঠিক সমানে মন-কেমন ক'রে যাচ্ছে। (বুকে হাত দিয়া) উঃ, এযে ভয়ানক মন-কেমন করতে লাগল। কি করি! শুবু শেষকালটায় বেশ একহাত নিলে তো। রাত্রে কাল স্বপ্ন দেখলাম যেন কুকুরটা শুবুর হাতে ঘ্যাক ক'রে কামড়ে দিলে, ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে। ইচ্ছে করছে এক্ষুনি—, কিন্তু না, ইচ্ছে করলেই তো চলবে না বৎস, ঝান্নু না এলে ইউ কান্‌ট গো পাদমেকম্‌। ঝান্নুই বা গেল কোথা? পাঁচ দিন ছেড়ে দশ দিন পার হয়ে গেল! উঃ, এ তো আচ্ছা জাঁতি-কলে পড়া গেছে। শুভঙ্করী প্রবল প্রতাপে এসে হৃদয় দখল ক'রে বসেছে—কাল রাত্তির থেকে। এখন করা যায় কি! একটা কেতাবে পড়েছিলাম এক্‌সার্‌সাইজ করলে নাকি স্ত্রী-চিন্তা মনে আসে না। একদম গাঁজা।

এক্সার্‌সাইজ ক'রে ক'রে তো সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ক'রে ফেললাম। কিন্তু শুভঙ্করীকে তো একচুল নড়াতে পারলাম না। আরও গোটাকয়েক ডন দিয়ে দেখব? তাই দেখি!

ডন দিতে লাগিলেন

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) নাঃ, এ কিছু হচ্ছে না, একদম বাজে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে আরও।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন

এক্সার্‌সাইজ ক'রে চিন্তারই জোরটা বেড়ে গেল দেখছি। যতই তাড়াতে চাইছি ততই দ্বিগুণ জোরে এসে চেপে ধরছে। এ তো মহা মুস্কিলে পড়া গেল। মদও ফুরিয়েছে, টাকাও ফুরিয়েছে। আর এই দাড়ি চুলকে চুলকে প্রাণ গেল। উঃ!

মুখভঙ্গি করিয়া চুলকাইতে লাগিলেন

(সহসা থিয়েটারি ভঙ্গিতে)

শুবু, শুভঙ্করী, প্রেয়সী আমার!
কিছুক্ষণ দেহ গো রেহাই।

হঠাৎ থামিয়া গেলেন

নাঃ, জুৎ পাচ্ছি না। সামনে কেউ নেই অথচ শূন্যকে উদ্দেশ্য ক'রে বক্তৃতা ক'রে যাচ্ছি, এত বড় নিরাকারবাদী এখনও হয়ে ওঠি নি। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে এবং অবিলম্বে করতে হবে, তা না হ'লে পাগল হয়ে যাব।

পিছনে হস্ত নিবদ্ধ করিয়া চিন্তিতমুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন

হয়েছে! বিষস্য বিষমৌষধম্। চিন্তাই করব, চিন্তার চরম ক'রে ছাড়ব আজ। আগে শুভঙ্করীর একটা প্রতিভূ খাড়া করা যাক। সামনে একটা কিছু না থাকলে বক্তৃতা ক'রে জুৎ পাচ্ছি না।

টেবিলটা ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিলেন এবং তদুপরি শূন্য মদের বোতলটা তাক করিয়া স্থাপন করিলেন। বোতলটির মুখে একটি অর্দ্ধদগ্ধ মোমবাতি জ্বলিতেছিল। ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া হারাধন কবিতায় সুরু করিলেন

প্রেয়সী-প্রতিভূ অয়ি, শূন্যগর্ভ সুরার বোতল,
ফুরায়েছে সুরা তব, কিন্তু সখি, হও নি বাতিল।
শিরে ধরি বাতি
অন্ধকার-বিনাশিনী ধরিয়াছ মূর্ত্তি জ্বালাময়ী।
পুরাকালে হে সুরাধারিণী,
একদিন ছিলে তুমি কবিচিত্ত-চমৎকারিণী।

জোগায়ে ইন্ধন
লক্‌লকায়িত-জিহ্বা কল্পনা-শিখারে
করেছিলে নভশ্চুম্বী !
আকাশ-বিসর্পী মোহ তার
সূর্য্য চন্দ্র মেঘে মেঘে তারায় তারায়
মহানন্দে বেড়ালো সঞ্চরি।
সহসা ভাঙিল ঘোর। দেখিনু চাহিয়া
ফুরায়েছে সুরা।
ফুরায়েছে সুরা, কিন্তু ফুরায় নি সুরার বোতল—
হইয়াছে পিলসুজ মোম-বর্ত্তিকার।
উপকারিণীর বেশ ধরিয়াছে চমৎকারিণী।
মহুয়া-বনের সাকী
গৃহলক্ষ্মীরূপে আসি ধরিয়াছে খুন্তি, বেড়ি, ঝাঁটা।
নমামি তবুও শতবার ;
ভোল্ বদলাও তুমি পার যতবার।
বুঝিয়াছি সার,
অভাগার
তুমি ছাড়া নাহি অন্য গতি।

হঠাৎ নীচে কপাটে সজোরে ধাক্কা পড়িতে লাগিল ও জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। হারাধন কবিতা থামাইয়া সন্তর্পণে গিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন

ওরে বাবা, এ যে পুলিস দেখছি! লাল পাগড়ি! সর্ব্বনাশ! হঠাৎ পুলিস কেন? কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো!

নীচে কপাটের ধাক্কা উগ্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ধাক্কার প্রাবল্যে অবশেষে কপাটটা খুলিয়া গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হারাধন সহসা একটা জানলা টপকাইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরাজবাবু ও চুমকি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুইজন কনেষ্টবল।

বিরাজবাবু। (এদিক ওদিক চাহিয়া) কই, কেউত নেই দেখছি! পালাল নাকি—

কনেষ্টবলদিগের প্রতি

তুম লোগ্ বাহার মে যাকর গল্‌লিঠো দেখো—শালা ভাগা মালুম হোতা হ্যায়

কনেষ্টবলগণ চলিয়া গেল

আপনি যখন এই হষ্টেলটা ওয়াচ করছিলেন তখন আপনি দেখেছিলেন ত লোকটাকে!

চুমকি। হ্যাঁ, দেখেছিলাম বৈকি। গুণ্ডাগোছের চেহারা—চাপ দাড়ী—

বিরাজবাবু। হষ্টেলের স্থপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টও ত সেই কথা লিখেছেন! আপনি লোকটাকে দেখেছেন বলে

আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ব্যাটা পালাল কোন দিক দিয়ে—

চুমকি। (মোম বাতিটা দেখিয়া) এটা থেকে এখনও ধোঁয়া উড়ছে দেখুন—তার মানে একটু আগেই ছিল সে এখানে! খুব পালিয়েছে ত!

বিরাজবাবু। গেল কোন দিকে!

এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিলেন

চুমকি। (জানলা দিয়া উঁকি মারিয়া) এই পথেই সে পালিয়েছে! (সহসা) বিরাজবাবু—আমি এবার যাই। আমার এখানে থাকাটা ঠিক নয় বেশীক্ষণ—

বিরাজবাবু। তাতে আর কি হবে!

চুমকি। না সেটা ঠিক নয়—এই হষ্টেলেই আমি ছিলাম কিছুদিন—হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে—ভারি লজ্জায় পড়ব তাহলে—

বিরাজবাবু। আপনাকে একটা সুখবর এখনও দেওয়া হয়নি।

চুমকি। কি?

বিরাজবাবু। একটা নয়—ছটো।

চুমকি। বলুননা—কি?

বিরাজবাবু। রেবার সঙ্গে মোহনলালের বিয়ে হয়ে

গেছে এই হল প্রথম খবর এবং মোহনলালের একটা চাকরি হয়েছে এই হল দ্বিতীয় খবর—

চুমকি। (সহাস্যে) বাঃ—দুটোই সুখবর। রেবা মেয়েটি বেশ ভাল। শুনে সুখী হলাম।

বিরাজবাবু। আপনাকে খবর দেওয়াটা উচিত—কারণ আপনি মোহনলালের সম্বন্ধে অতটা ইন্‌টারেষ্ট নিয়েছিলেন। গুরুতর বাধা না থাকলে নেমন্তন্নও করতাম—

চুমকি। (হাসিয়া) কি করব বলুন? কিন্তু মোহনলালকে আমার কোনদিনও ডেঞ্জারাস্ ক্যারাক্‌টার বলে মনে হয়নি। কিন্তু যে সব বই ও পড়ত সন্ধান পেয়েছিলাম সে সব বই আইনের চক্ষেও নির্দোষ নয়, আর ওর মত ইম্‌পালসিভ্ ছেলের পক্ষে একটু বিপজ্জনকও বটে—

বিরাজবাবু। তাত নিশ্চয়ই। আচ্ছা গুণ্ডাটা গেল কোথা! আশ্চর্য্য ত!

চুমকি। সে পালিয়েছে।—আমাকে এবার ছেড়ে দিন—মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিনা আমি এ পাড়ায়—নেহাৎ আপনি ধরে নিয়ে এলেন তাই এলাম।

বিরাজবাবু। নিয়ে এলাম কি সাধে? আপনি তাকে দেখেছেন কিনা—আইডেন্‌টিফাই করাবার জন্যে আনলাম আপনাকে—

চুমকি। সে সরে পড়েছে—চলুন যাই এবার।

বিরাজবাবু। তাইত দেখছি—দাঁড়ান দেখেনি একটু।

এদিকওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন

চুমকি। আমার আবার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দরকার আছে।

বিরাজবাবু। (চোখ টিপিয়া) নতুন শিকার বুঝি—

চুমকি। হ্যাঁ—আর বলবেননা। ভাল লাগেনা এসব। সবাই দেখি হাঁদা আর গোবর গণেশ। পুলিসে চাকরি নিয়েত কম লোক দেখলামনা—মানুষ কই।

বিরাজবাবু। চলুন তাহলে যাওয়া যাক্। হ্যাঁ—মানুষ কম জগতে।

উভয়ে চলিয়া গেলেন

তৃতীয় দৃশ্য

নয়নতারা ও তাঁহার স্বামী ভৈরব কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ভৈরবের চেহারা মোটেই ভৈরব-সদৃশ নহে। অত্যন্ত শীর্ণ আকৃতি। ঝোলা গোঁফ, স্রিয়মাণ চাহনি, কানে খড়কে গোঁজা, কাঁধে একখানি লাল রঙের ভিজা গামছা। দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া ভৈরব নগ্নগাত্রে মুদিতচক্ষে খেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছেন ও নয়নতারার বক্তৃতা শুনিতেছেন। নয়নতারা নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে কথা বলিয়া চলিয়াছেন

নয়নতারা। না না, তুমি অমন ক'রে থেক না। সেইদিনই তোমাকে বললাম, একটা ব্যবস্থা কর এর। আহা, অমন জলজ্যান্ত মেয়েটা পাগল হয়ে গেল গা! পাগল ব'লে পাগল—একেবারে পাগল। বদ্ধ-উন্মাদ যাকে বলে। আহা, দেখে কষ্ট হয়! সেদিন আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে সে কি কান্না! কাঁদে আর বলে, আশীর্ব্বাদ কর আমার স্বামীর প্রতি যেন অচলা ভক্তি হয়। অচলা ভক্তি নেই ব'লে আমার স্বামী ফিরে আসছে না। এই ব'লে কাঁদে আর পায়ে মাথা খোঁড়ে। হাতে দেখি একটা কাগজ রয়েছে, তাতে কি একটা লেখা রয়েছে, বিড়বিড় ক'রে তাই পড়ছে আর কাঁদছে। আহা, বেচারি!

ভৈরব হুঁকা হইতে কলিকাটি নামাইয়া তাহাতে ফুঁ দিতে লাগিলেন ও তাহা মনোনত রূপে ধরাইয়া পুনরায় হুঁকায় চড়াইয়া টানিতে লাগিলেন

এ রকমটা যে হবে তা আমি আগেই টের পেয়েছিলাম। তোমাকে এসে বলে ছিলাম তো। তুমি সে কথায় কানই দিলে না। তখন থেকেই মাথার গোলমাল হয়েছিল, তা না হ'লে কি ওরকম কুকুরকে বিছানায় শুইয়ে কেউ হাওয়া করে, না, তাকে আপেল আঙুর খাওয়াতে যায়। ঝি-মাগীর মুখে শুনলাম কুকুর নিয়ে একেবারে যা-তা কাণ্ড। (নিম্নস্বরে) কুকুরকে কাছে নিয়ে শুতো নাকি রাত্তিরে! ছি ছি ছি! সেদিনও দেখলাম ধর্ম্মঘট কুকুর দিব্যি সোফার ওপর ব'সে আছেন।

ভৈরব আবার কলিকাটি নামাইলেন এবং হুঁকায় মুখ লাগাইয়া সজোরে একটি ফুৎকার দিলেন। উৎসাকারে খানিকটা জল হুঁকার মাথা হইতে বাহির হইয়া গেল। ভৈরব আবার কলিকাটি বসাইয়া টানিতে লাগিলেন

আহা, ভালমানুষের মেয়ে একটা হতচ্ছাড়া পাষণ্ডের হাতে প'ড়ে শেষকালে পাগল হয়ে গেল। ব্যবসার নাম ক'রে কোথায় যে উধাও হয়েছে, কোন পাত্তাই নেই। ব্যবসা ক্যাবসা ওসব মিছে কথা। কোথাও যায় নি ও। এই কলকাতা শহরেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে মজা ওড়াচ্ছে। এই আমি ব'লে রাখলাম, দেখো তুমি। এখন কিন্তু

একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক নেই, আমাদেরই উচিত একজন ডাক্তার ডাকিয়ে ওর চিকিৎসার যা হোক একটা ব্যবস্থা করা। ওর বাপের বাড়ির ঠিকানাও জানি না যে একটা খবর দেওয়া যায়। আমাদেরই করতে হবে ব্যবস্থা, হাজার হোক এ্যাদ্দিনের আলাপ। শুনছ? আমাদের বিষ্টু ডাক্তারকেই না হয় খবর দাও আজ। এসে দেখে যাক। শুনছ? জবাবই দিচ্ছনা যে কথার, আমি সেই থেকে বকর বকর ক'রে মরছি!

ইহার উত্তরে ভৈরব হুঁকায় একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া নাকমুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত দ্বারা হুঁকার মুখটি মুছিয়া সেটি কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া দিলেন এবং তৎপরে কাঁধ হইতে ভিজা গামছাখানা লইয়া বাম পদে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ পদটি ঝাড়িলেন এবং পরে দক্ষিণ পদে দাঁড়াইয়া বাম পদটি ঝাড়িলেন। কয়েকবার এই কৌশলে পা ঝাড়িয়া গামছাটি তিনি স্কন্ধে পুনঃস্থাপন করিলেন এবং হাই তুলিয়া টুস্‌কি দিলেন। নয়নতারার কথা যে তিনি শুনিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া মনে হইল না। সুতরাং নয়নতারা একটু রাগতকণ্ঠে আবার সুরু করিলেন।

তোমরা মানুষ, না পাষাণ? ভগবান কি তোমাদের প্রাণ ব'লে জিনিসটাই দিতে ভুলে গেছেন? না হ'লে এত নিষ্ঠুর তোমরা হও কি ক'রে, তাই আমি ভাবি! একটা বোম্বেটের হাতে প'ড়ে অমন সতীলক্ষ্মী মেয়েটার কি দুর্দ্দশাই না হ'ল! হতভাগা মাতালটা দিব্যি গা-ঢাকা

দিয়ে ব'সে আছে। আর কদিন ধ'রে তোমাকে ব'লে ব'লে আমার মুখের ফেকো উড়িয়ে ফেললাম, তবু তোমাকে তাতাতে পারলাম না! তোমাদের চোখের চামড়া ব'লে কোন পদার্থ নেই নাকি? আশ্চর্য্য!

এইভাবে আক্রান্ত হইয়া ভৈরব চটিয়া একটু কাসিলেন এবং গলা খাঁকারি দিলেন। গলা খাঁকারি দেওয়া সত্বেও কিন্তু কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হইল না। কয়েক-দিন হইতেই তাঁহার গলা বসিয়া গিয়াছিল। তথাপি আর একবার খাঁকারি দিয়া খাপসা কণ্ঠেই তিনি সংক্ষিপ্ত ও সাফ জবাব দিবার প্রয়াস পাইলেন।

ভৈরব। ওসব মেয়েমানুষের ব্যাপারে আমি ঢুকতে চাই না। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে!

নয়নতারা। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে মানে?

এই শুনিয়া ভৈরব আবার হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া উত্তেজিতভাবে টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া হুঁকাটা রাখিতে রাখিতে নয়নতারার দিকে চক্ষু পাকাইয়া তাকাইলেন এবং উত্তর দিলেন

ভৈরব। মানে অনেক। মেয়েমানুষের ছেঁড়া ন্যাতায় ঢুকে পুলিসের হাতে প'ড়ে চাকরিটা যাক আর কি! ওসব সহানুভূতি-টুতি দূর থেকেই ভাল। তেল দাও, আপিসের বেলা হ'ল।

পুনরায় হুঁকা তুলিয়া গোটা দুই লম্বা টান দিলেন

নয়নতারা। কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। বিষ্টু ডাক্তারকে খবর দিলে তোমার চাকরি থাকবে না? তোমারও মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

ভৈরব। (ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে) দিনকাল বড় খারাপ, কোথা থেকে কি হয় কিছু বলা যায় না। কাল আপিসে যা শুনলাম তাতে আমার আক্কেল হয়ে গেছে। মেয়েলি ব্যাপার থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

হুঁকাটি পুনরায় কোণে রাখিলেন

নয়নতারা। আপিসে কি গল্প শুনে এলে?

ভৈরব। গল্প কেন হতে যাবে, সত্যি কথা। নিছক সত্যি কথা। সুধাকরবাবু বাজে কথা কইবার লোক নন।

নয়নতারা। কি বলেছেন সুধাকরবাবু?

ভৈরব। সে আর তুমি শুনে কি করবে? দাও, তেল দাও, আপিসের বেলা হ'ল।

নয়নতারা। না না, শুনিই না, কি শুনে এলে আপিস থেকে?

ভৈরব। এ তো আচ্ছা বিপদে পড়লাম দেখছি।

এই বলিয়া তিনি হতাশভাবে হুঁকাটির পানে চাহিলেন—যেন তাহারই নিকট তিনি এই বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন

নয়নতারা। এতে আর বিপদটা কি?

ভৈরব। (যেন হাল ছাড়িয়া দিলেন) :ছাড়বে না যখন, শোন তবে। আপিসের লেট না হয়ে যায়, ভারি কড়া সায়েব।

নয়নতারা। এই তো সবে আটটা বাজল।

ভৈরব। শোন তবে—

এই বলিয়া সহসা চোখমুখ রহস্তময় করিয়া তিনি সুরু করিলেন

আমাদের সুধাকরবাবু যে পাড়ায় থাকেন, সেই পাড়ায় এক মেয়েদের হষ্টেল আছে, বুঝলে? সেই হষ্টেলের পাশে একটা খালি বাড়িও আছে। কার বাড়ি জানি না। সেই বাড়ির দোতলায় এক ভদ্দরলোক বুঝি ভাড়াটে এসেছিলেন। নিরীহ ভদ্দরলোক; অপরাধের মধ্যে ভদ্দরলোকের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর দাড়ি ছিল। বাস্, তাই দেখে হষ্টেলসুদ্ধ মেয়ে চ'টে লাল। ও রকম চুলদাড়িওলা লোক কেন পাশের বাড়িতে থাকবে! তাড়াও ওকে, দাও পুলিসে খবর। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিসও এসে হাজির। সুধাকরবাবু বলছিলেন, সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড মশাই। ভদ্দরলোককে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত ধ'রেই নিয়ে গেল। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) কোত্থেকে কি জঞ্জাল দেখ। যখন গোঁফদাড়ি রেখেছিলেন তখন কি ভদ্দরলোক ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে এর জন্তে তাঁকে

পুলিসের হাতে পড়তে হবে। কি বিপদ! মেয়েদের হষ্টেলের পাশে বাড়ি নিয়েই ভুল করেছিলেন ভদ্দরলোক, খুব ভুল করেছিলেন।

নয়নতারা। তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?

ভৈরব নির্ব্বাপিতপ্রায় হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া আবার কড়াৎ কড়াৎ করিয়া টানিতে লাগিলেন

ভৈরব। (হাত উল্টাইয়া) আরে, সম্বন্ধ কি তাই যদি নির্ণয় করতে পারব তা হ'লে আর ভয়টা কিসের? স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, কিছু বলবার উপায় নেই। এইটুকু সার বুঝেছি, ওসব ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে মাথাটির আশা ছাড়তে হয়। ওনাদের দূর থেকে নমস্কার করাই ভাল। ওই যে একটা শোলোকে আছে না—'শত হস্তেন—', ওই তাই।

নয়নতারা। (চটিয়া) তা হ'লে পাশের বাড়ির কারও অসুখ করলে দেখবে না?

ভৈরব। দেখব না কেন? দূর থেকে দেখব।

নয়নতারা। (সক্রোধে) দূর থেকে দেখবে? এইটে মানুষের মত ব্যাভার? এ্যাদ্দিনের আলাপ-পরিচয়, এত মাখামাখি, এসবের কোন দাম নেই বলতে চাও?

ভৈরব টানিয়া টানিয়া হুঁকাটা হইতে আবার ধোঁয়া বাহির করিয়াছিলেন। আরও গোটা কয়েক টান মারিয়া তিনি উত্তর দিলেন। এবার তিনি প্রকৃতই তাতিয়াছিলেন।

ভৈরব। মাখামাখি আমি করি নি, মাখামাখি করেছ তুমি। মৌখিক আলাপ অবশ্য ছিল, মাঝে মাঝে বিড়িটা-আসটা অবশ্য দিয়েছেন আমাকে হারাধনবাবু, তা মিছে কথা বলব কেন? কিন্তু এ ছাড়া ভদ্দরলোকের সঙ্গে কোন প্রকার লেন-দেনের সম্পর্ক আমার নেই। তুমি অবশ্য দিনে ছত্রিশবার নেচে নেচে ওদের বাড়ি যাও, এবং কেন যে যাও ভগবানই জানেন। আমি নির্ব্বিবাদী লোক; যত কোন ঝঞ্ঝাটে যেতে চাই না, ততই তুমি দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট এনে জোটাবে। তোমার স্বভাবই হ'ল ওই। সেদিন কথা নেই বার্ত্তা নেই, ফস্ ক'রে আড়াইটে টাকা খ'সে গেল। সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের সঙ্গে তোমার যেচে আলাপ করবার দরকার কি ছিল বাপু? ছম্‌দো ছম্‌দো মেয়ে রয়েছে ওদের গণ্ডা খানেক, এখন পটাপট বিয়ে হতে থাকবে। আমি ছাপোষা লোক, কাঁহাতক লৌকিকতা দিই বল তো? আড়াই টাকা দিয়েই কি নিস্তার আছে? এখন কত আড়াই যাবে ঠিক কি? বিয়ে দিতেই ওরা কলকাতায় এসেছে, তোমার মত বোকা লোকের সঙ্গে আলাপ করতেই তো ওরা চায়।

উত্তেজিতভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন

নয়নতারা। (স-শ্লেষে) আমি জন্ম জন্ম এমনই বোকাই যেন থাকি, তোমার মতন চালাক হতে চাই না। ভারি তো আড়াই টাকার একখানা জ্যালজেলে শাড়ি দিয়েছ, তার আবার এত কথা।

ভৈরব চক্ষু পাকাইয়া নিরুত্তরে তামাক টানিয়া যাইতে লাগিলেন

শুভঙ্করীর সম্বন্ধে তা হ'লে তুমি কিছু করবে না? ও ওইরকম পাগল হয়ে যা-তা করুক, আর আমরা পাড়াপড়সী তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি? এইটেই তোমার ইচ্ছে? যাক, তোমার আর খোসামোদ করব না। ছেলেমেয়েরা মামার বাড়ি গেছে, ফিরে আসুক, হরুকে দিয়ে আমিই বিষ্টু ডাক্তারকে খবর পাঠাব আজ।

ভৈরব। বিষ্টু ডাক্তারের ফী-টা আমি দিতে পারব না, সাফ ব'লে দিচ্ছি।

নয়নতারা। লজ্জা ক'রে না তোমার এ সব কথা বলতে? হারাধনবাবু মদই খান আর যাই করুন, তাঁর ঋণ আমি জন্মে শুধতে পারব না। সেবার নন্তি হবার বেলায়—দুপুরে বাড়িতে কেউ নেই, আমার ব্যথা ধরল। শোনবামাত্র হারাধনবাবু নিজে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ক'রে

গিয়ে ডাক্তার নার্স নিয়ে এলেন। তাঁর সে টাকা শোধ দিয়েছিলে তুমি?

ভৈরব। (দাঁত খিঁচাইয়া) যাও যাও, ভ্যানোর ভ্যানোর ক'র না। যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক কর কেন? ওসব হ্যাঙ্গাম আমি পোয়াতে পারব না—পারব না—পারব না।

প্রতি 'পারব না'র সহিত তিনি ঈষৎ ঝুঁকিয়া হুঁকাটি উঠাইতে নামাইতে লাগিলেন। নয়নতারা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

ঝান্থু মল্লিক বিছানায় শুইয়া আছেন। বিনয় এবং অপূর্ব্ব নামক যুবকদ্বয় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। বিনয় বাতাস করিতেছে, এবং অপূর্ব্ব ষ্টোভ পাম্প করিতেছে। ঝান্থু সুর ভাঁজিতেছে

কাল—সন্ধ্যা

ঝান্থু। তারে নারে নারে নারে না—তারে নারে না—(হঠাৎ সুর থামাইয়া) চুণে-হলুদটা লাগাবেই নেহাৎ শেষ পর্য্যন্ত ? অপূর্ব্ব, মতলব কি তোমার ?

অপূর্ব্ব। (ষ্টোভটা আর একবার পাম্প করিয়া) হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেল, আর বেশি দেরি নেই।

ঝান্থু। (হাসিয়া) না লাগালে কি রকম হয় ? একবার তো দিয়েছ সকালে।

বিনয়। না, আর একবার লাগাতে হবে। ডাক্তার-বাবু তাই তো ব'লে গেলেন।

ঝান্থু। দাও তবে।

অপূর্ব্ব ষ্টোভের উপর হইতে চুণে-হলুদের বাটিটা তুলিয়া আনিল এবং ঝান্থু মল্লিকের পদপ্রান্তে বসিয়া তাহা লাগাইতে লাগিল

মাই গড, উহুহুহুহু, অত গরম গরম দিও না হে। করছ কি ! ফোস্কা প'ড়ে যাবে যে ! সর্ব্বনাশ !

বিনয় জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল

অপূর্ব্ব। না, ঝান্নুদা, গরম মোটেই নেই। এই দেখুন না, আমি হাতে ক'রে ধ'রে রয়েছি।

বাটিটা হাতে করিয়া ধরিয়া দেখাইল

ঝান্নু। বুঝেছি, তোমার সার্কাসে যাওয়ার যোগ্যতা হয়েছে। যাক, আর দিও না। আর দরকার নেই। ব্যাথাটা মনে হচ্ছে অনেকটা ক'মে এসেছে। অনেকটা —(পা নাড়িয়া দেখিলেন) আচ্ছা, তোমরা দুজনে ধর তো, উঠে দাঁড়াতে পারি কিনা দেখি।

উভয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া ঝান্নু মল্লিক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

যাক, উঠে দাঁড়াতে তো পারা গেছে। (সুর ভাঁজিয়া) তারে নারে নারে নারে না—(অপূর্ব্ব ও বিনয়ের প্রতি) এইবার তোমরা একটু ছেড়ে দাও দিকি, একটু চ'লে দেখা যাক, পারা যায় কিনা।

অপূর্ব্ব ও বিনয় ছাড়িয়া দিল। ঝান্নু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া একটু চলিতে চেষ্টা করিয়া ব্যথাসূচক মুখভঙ্গি করিলেন

ইস, লাগছে এখনও, বেশ লাগছে! বিলিতি বুটের মার, একেবারে মজ্জায় গিয়ে জখম করেছে।

অপূর্ব্ব ও বিনয় আসিয়া আবার ধরিল

বিনয়। ঝান্টুদা, এখন বেশি চলা-ফেরা করবেন না। ডাক্তারবাবু যখন মানা ক'রে গেছেন তখন দরকার কি ?

ঝান্টু। দরকার অনেক। সে তোমরাও বুঝবে না, ডাক্তারবাবুও বুঝবেন না। সে জানে মিস্ত্রির। আচ্ছা চল, শোয়াই যাক। ড্যাম ইট !

বিনয় ও অপূর্ব্ব ধরিয়া ধরিয়া আবার তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল

চুণে-হলুদ-টলুদ রাখ, এমন দগ্ধে দগ্ধে ভাল হ'তে চাই না। সতীদাহ জিনিসটা কি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর ব্যাপার ছিল খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। মাই গড ! এক কাজ কর দেখি। হুইস্কির বোতলটা আন। নিজের চিকিৎসা নিজেই করা যাক খানিকটা।

অপূর্ব্ব দেওয়াল-আলমারি হইতে হুইস্কির বোতল বাহির করিয়া আনিয়া হুইস্কির বোতল ও একটি কাচের গ্লাস শয্যাপার্শ্বে রাখিলেন। ঝান্টু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া পান করিয়া ফেলিলেন এবং পায়াতে আরও খানিকটা হুইস্কি গেলাসে ঢালিয়া তাহা অপূর্ব্বর হাতে দিলেন।

নাও, এইটে ব্যথাটার ওপর ড্রপ বাই ড্রপ দাও তো, দেখি কি দাঁড়ায় !

অপূর্ব্ব। (সবিস্ময়ে) ওই চুণে-হলুদের ওপর ?

ঝান্টু। হ্যাঁ, ওর ওপরেই দাও। চুণে-হলুদের বাবার সাধ্যি নেই হুইস্কিকে আটকায় হুইস্কি ! নট এ

ম্যাটার অফ জোক। কংক্রিট ফুঁড়ে চ'লে যাবে। নির্ভয়ে দাও তুমি।

বিনয় বাতাস করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব আহত স্থানে কেঁাটা কেঁাটা হুইস্কি ঢালিতে লাগিল এবং বান্টু মল্লিক গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দিলেন।

শুয়ে বিছানায়
ওগো, মন কারে চায়!

হঠাৎ গান থামাইয়া

আচ্ছা, মিস্তিরকে অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি, এখনও তার পাত্তা নেই—ব্যাপার কি?

বিনয়। মিস্তিরকে কোথায় পাঠিয়েছেন?

অপূর্ব্ব। মিস্তির এসেছিল নাকি আজ?

বান্টু। হ্যাঁ, সে তোমাদের আগেই এসেছিল, তাকে একটা খবর জানতে পাঠিয়েছি। এখনও তো তার পাত্তা নেই দেখছি। গাড়িটাড়ি চাপা পড়ল নাকি! যে রকম অন্যমনস্ক লোক, কিচ্ছু বলা যায় না। এক কাজ কর তোমরা। অপূর্ব্ব, তুমি চ'লে যাও, গিয়ে মিস্তিরের একটু খোঁজ কর। যদি পাও, পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। আর বিনয়, তুমি এই চেকটা কাল ভাঙিয়ে এনে দিও তাই আমাকে, কিছু টাকার দরকার। চেক-বইটা দাও তো, ওই আলমারিতেই আছে।

বিনয় আলমারি হইতে চেক-বই আনিয়া দিল। ঝানু
চেক লিখিতে লাগিলেন

এই চেকটা নাও। আর সেদিন সেই ব্রিজ-খেলার পার্টনার মশায় একটা দশ টাকার চেক দিয়েছিলেন, সেটা ও-ঘরে টেবিলের ওপরই প'ড়ে আছে বোধ হয়। সেটাও ভাঙিয়ে এন। তোমার কি একখানা বই কেনার দরকার আছে বলছিলে না? ও টাকাটা তুমিই কাজে লাগিয়ে দাও

বিনয়। না, আমি টাকার জন্যে চিঠি লিখেছি।

ঝানু। উত্তম কথা। তোমার টাকা এলে দিয়ে দিও আমাকে। আর দেখ, হুইস্কি এন। (হুইস্কির বোতলটা তুলিয়া) এতেই চ'লে যাবে আজকের দিনটা। তবু টকে থাকা ভাল। আচ্ছা, যাও তোমরা তা হ'লে।

অপূর্ব্ব ও বিনয় গমনোদ্যত

হার্মোনিয়ামটা এনে দিয়ে যাও তো হে। একটু সঙ্গীত-চর্চ্চা করা যাক।

অপূর্ব্ব ও বিনয় হার্মোনিয়াম আনিতে পাশের ঘরে গেল। ঝানু মল্লিক আবার খানিকটা হুইস্কি পান করিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতে লাগিলেন

শুয়ে বিছানায়,
ওগো, মন কারে চায়, বল
প্রাণ কারে চায়!

অপূর্ব্ব ও বিনয় হার্মোনিয়াম লইয়া আসিল

অপূর্ব্ব। আমি তা হ'লে মিত্তিরকে পেলে এক্ষুনি পাঠিয়ে দোব ?

ঝান্টু। হ্যাঁ, পত্রপাঠ।

বিনয়। টাকাটা আপনার কখন চাই ?

ঝান্টু। যত শিগগির আনতে পার।

অপূর্ব্ব ও বিনয় চলিয়া গেল। ঝান্টু হার্মোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া গান ধরিলেন

শুয়ে বিছানায়,
মন কারে চায়, ওগো,
প্রাণ কারে চায় !
এমন বিছানা ঢালা
নিশুতি রাতি নিরালা
ট্রালা লালা লালা লালা—
সবি মিছা, হায় !

ত্য নটবরের প্রবেশ

নটবর। বাবু, এ বেলা আপনি কি খাবেন ?

ঝান্টু। (নটবরের দিকে এক হস্ত প্রসারিত করিয়া ভাবভরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে)

এমন বিছানা ঢালা
নিশুতি রাতি নিরালা
ট্রালা লালা লালা লালা—
সবি মিছে হায়—
শুয়ে বিছানায় !

নটবর। কি খাবেন বাবু, আপনি এ বেলা ?

ঝানু। (থামিয়া) পিণ্ডি, চটকে আনতে পারিস ?

নটবর সলজ্জভাবে মৃদু হাস্য করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তুমি বেটাচ্ছেলে দশ বচ্ছর রয়েছ আমার কাছে, জান না আমি কি খাই ? গান থামিয়ে তোমায় বলতে হবে তা ?

নটবর। অপূর্ব্ববাবু ব'লে গেলেন আপনাকে টোষ্ট বানিয়ে দিতে।

ঝানু। এরা আমাকে মেরে তবে ছাড়বে। অপূর্ব্ববাবু ব'লে গেছেন, তা হ'লে তাই দাও। (হাসিয়া) ভাতও চারটি দিস, বুঝলি ? বাঙালীর ছেলে ভাত না পেলে বাঁচব কেন ? অপূর্ব্বর কাছে চেপে গেলেই হবে, বুঝলি ?

নটবর। আচ্ছা।

নটবর চলিয়া গেল। ঝান্নু আবার গান সুরু করিলেন

ঝান্নু। শুয়ে বিছানায়
মন কারে চায়, ওগো,
প্রাণ করে চায়!
এমন বিছানা ঢালা
নিশুতি রাতি নিরালা
ট্রালা লালা লালা লালা—
সবি মিছা, হায়!

মিত্তিরের প্রবেশ

এই যে মিত্তির, কি খবর হে?

মিত্তির। খবর সুবিধের নয়।

ঝান্নু। মানে?

মিত্তির। সেখানে কেউ নেই। খোঁজ ক'রে শুনলাম বাড়িতে নাকি পুলিস এসেছিল।

ঝান্নু। পুলিস? বল কি?

মিত্তির। তাই তো শুনলাম গিয়ে।

ঝান্নু। বাড়িতে কেউ নেই? ঢুকে দেখেছিলে?

মিত্তির। হ্যাঁ, ঢুকে দেখেছি বইকি। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি আমি। কেউ নেই সেখানে, মাইরি বলছি।

ঝান্টু। (চিন্তিতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) এ তো বেশ জট পাকিয়ে উঠল। ডোবালে দেখছি।

মিত্তির। আর একটা খবরও শুনলাম। হারাধন-বাবুর পাশের বাড়িতে থাকেন ভৈরববাবু, আমাদের আপিসেই চাকরি করেন, তিনি বলছিলেন, হারাধনবাবুর স্ত্রী নাকি পাগল হয়ে গেছেন।

ঝান্টু। (সচকিত হইয়া) তাই নাকি ?

মিত্তির। তাই তো বলছিলেন ভৈরববাবু।

ঝান্টু। তুমি কোন কথা কারও কাছে ভাঙো নি তো ? দেখো, খুব সাবধান।

মিত্তির। (সহাস্যে) কাকে শেখাচ্ছ তুমি ? (ইতস্তত করিয়া) একটু পেসাদ পেতে পারি ?

ঝান্টু। নিশ্চয়। (খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া দিলেন)

মিত্তির। (পানান্তে) এইবার আমি চললাম ভাই। তোমার কাজ তো ফিনিশ ক'রে দিয়েছি। কাল সকালে আসব আবার। ওহো, বাড়িতে এক টিন বিস্কুট কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল। যাচ্চলে! টাকাই আনতে ভুলে গেছি। গোটা দুয়েক টাকা দিতে পারবে ভাই ? কালই দিয়ে দোব।

ঝান্টু। ও-ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে আছে, নিয়ে এস খুলে।

মিত্তির গিয়া টাকা লইয়া আসিল

মিত্তির। তা হ'লে চলি এখন ?

বাসু। আচ্ছা।

মিত্তির চলিয়া গেল। বাসু আবার খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিলেন

বাই জোভ! হারাধনটাকে পুলিসে ধরল নাকি শেষ-কালে? বউটা পাগল হয়ে গেছে? বলে কি? মাই গড!

আবার খানিকটা মদ খাইলেন

ওরে লোটো!

নটবরের প্রবেশ

চুণ-হলুদ গরম কর। আরে, বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ! চুণ-হলুদ—চুণ-হলুদ—খুব গরম ক'রে গরম গরম পায়ে লাগিয়ে দে। যা থাকে কপালে, আই মাষ্ট বি আপ অ্যাণ্ড অ্যাবাউট! শুয়ে থাকলে তো চলবে না! সর্ব্বনাশ!

পঞ্চম দৃশ্য

লেকের একটি নির্জন অংশে দুইটি বেঞ্চি দেখা যাইতেছে। একটি বেঞ্চি খালি। অপরটিতে মোহনলাল ও রেবা বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছে। রেবার মাথায় সিন্দুর—মুখে নববধূসুলভ লজ্জাভা। মোহনলালেরও বেশবাশের একটু পারিপাট্য দেখা যাইতেছে। কাল বৈকাল।

রেবা। (সহাস্যে) মুখে তুমি যা-ই বল, আমাকে বিয়ে ক'রে তুমি কক্ষনও সুখী হও নি। চুমকিদির কথা রোজ তোমার মনে পড়ে। অত ভাব ছিল দুজনে!

মোহনলাল। (চশমাটা খুলিয়া মুছিতে মুছিতে) মনে পড়ে বই কি, একটা দুঃস্বপ্নের মত!

রেবা। (ওষ্ঠভঙ্গি করিয়া) দুঃস্বপ্ন, না আরও কিছু! দুঃস্বপ্ন না ব'লে সুখস্বপ্ন বল বরং। সত্যি কথা হবে সেটা।

মোহনলাল। সুখস্বপ্ন হতে পারে না, কান্ট বি—

চশমা পুনরায় পরিধান করিলেন

রেবা। (হাসিতে হাসিতে) কান্ট বি বইকি, আমি যেন কিছু বুঝি না! আমাকে কচি খুকী মনে কর নাকি?

নীলাম্বরে মাথা দোলাইলেন

আসলে তুমি বিরাজ মামার অনুরোধে আমাকে বিয়ে করেছ। আমাকে তোমার মনে ধরে নি একটুও। (সহাস্যে) কি করবে বল? অদৃষ্ট! আমার মত হতকুচ্ছিৎ মেয়ে তোমার কপালে লেখা ছিল, চুমকিদির মত বউ তোমার হবে কেন?

মোহনলাল। বিলিভ মি, চুমকির সম্বন্ধে আমার মোহ একেবারে আর নেই। থাকতে পারে না। এমন হার্টলেস জানলে ওর সঙ্গে মিশতামই না আমি। কি রকম বিপদে ফেলে আমাকে স'রে পড়ল বল দেখি! বিরাজবাবু না থাকলে আমাকে জেলে প'চে মরতে হ'ত! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! সাংঘাতিক পাল্লায় প'ড়ে গিয়েছিলাম—বাপ্‌স্!

রেবা। আচ্ছা, চুমকিদি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কিছু বোঝা গেলনা! ভারি আশ্চর্য্য লাগে কিন্তু! তুমি তো সব জান, বিরাজ মামা তোমাকে আকি বলেছেন! বল না, চুমকিদির কি হ'ল? জান তুমি?

মোহনলাল। তুমি কিছু মনে ক'র না রেবা, প্লীজ, কিন্তু এ বিষয়ে আমি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলতে পারবনা। সে কথা শোনার পর থেকে চুমকির প্রতি যা-ও আমার

একটু মোহ ছিল তাও লোপ পেয়ে গেছে। ডেঞ্জারাস ক্যারাক্‌টার—আন্‌থিঙ্কেব্‌ল।

রেবা। (সোৎসুকে) কি কথা ?

মোহনলাল। সে আমি বলতে পারব না, প্রেস ক'র না, প্লীজ।

রেবা। (অভিমানভরে) বেশ, ব'ল না। (ঘুরিয়া বসিলেন)

মোহনলাল। না না, ওরকম ক'রনা। ওরকম করলে শেষটায় আমি ব'লে ফেলব, আই মীন, বলতে বাধ্য হব। আর এ কথা প্রকাশ পেলে আমার অনিষ্ট হতে পারে, বিরাজ মামা বলেছেন, বিলীভ মি।

রেবা। (মোহনলালের দিকে ফিরিয়া) তাই নাকি ? থাক তা হ'লে, দরকার নেই শুনে। আমাদের কলেজে কিন্তু ভয়ানক গুজব যে চুমকিদি নাকি স্পাই ছিল।

মোহনলাল। (ও প্রসঙ্গ থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া) থাক গে ও কথা। চুমকি কি ছিল না ছিল তা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নই, শি হ্যাজ বীন এ লেস্‌ন টু মি, অ্যাণ্ড ছাট্‌স এনাফ। যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আমার, যথেষ্ট। তোমাকে পেয়েছি, অ্যাণ্ড হোয়াট্‌'স মোর, তোমার ভালবাসা পেয়েছি, তাই কি

আমার মত গুড-ফর-নাথিংএর পক্ষে পরম সৌভাগ্য নয় ? বিরাজবাবুর দৌলতে একটা চাকরিও জুটে গেছে আমার ; ছোটখাটোর মধ্যে বাড়িটাও মন্দ পাওয়া যায় নি—

রেবা। বাড়িটা ভালই হয়েছে ; তা ছাড়া তোমার আপিসের কাছেও হবে। এখনও গোছগাছ কিন্তু কিছুই করা হয় নি।

মোহনলাল। (সোল্লাসে) সব হবে। প্রতি মুহূর্তের দরদ দিয়ে সযতনে এইবার আমরা আমাদের ছোট্ট নীড়খানি গ'ড়ে তুলব। লেট চুমকি অ্যাণ্ড দি রেস্‌ট গো টু হেল। ফেরবার পথে বাকি সব জিনিসপত্তরগুলো কিনে নিয়ে যেতে হবে। কি কি কিনতে হবে বল তো, একটা লিষ্ট ক'রে ফেলা যাক।

পকেট হইতে একটা পকেট-বুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া টুকিবার ভঙ্গিতে বাগাইয়া বসিলেন

রেবা। (একটু ভাবিয়া) লেখ তা হ'লে।—বেশ বড় দেখে নেটের মশারি একটা, বিছানার চাদর একজোড়া তোষক-টোষক তো আছেই। হ্যাঁ, টেব্‌লক্লথ একখানা, আয়না একটা, চিরুনিও একটা—চিরুনিটা ভাল দেখে নিও, আর চায়ের সরঞ্জাম—কেৎলি, টি-পট, কাপ, ছাঁকনি।

মোহনলাল। (লিখিতে লিখিতে) কাপ, ছাঁকনি। তারপর ?

রেবা। রান্নাবান্নার জিনিস তো সকালে কেনা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা ষ্টোভ কিনলে ভাল হয়।

মোহনলাল। বেশ, (লিখিয়া লইলেন) ষ্টোভ। তারপর ?

রেবা। আমার শাড়িরও দরকার, মানে আটপৌরে শাড়ির। বিয়েতে যা সব পেয়েছি সব সৌখিন শাড়ি। আটপৌরে ছুজোড়া কিনে এন। বেশ ভাল পাড় দেখে কিনো কিন্তু। এগারো হাত।

মোহনলাল। (লিখিতে লিখিতে) শাড়ি ছুজোড়া —এগারো হাত - আটপৌরে—ভাল পাড়। তারপর ?

রেবা। আর কি, মনেও পড়ে না ছাই। হ্যাঁ, গামছা ছুখানা—সাধারণ গামছা—একটু বড় দেখে কিনো। আর রোঁয়াওলা টার্কিশ তোয়ালেও একখানা বেশ বড় দেখে নিও। এখন একখানাই থাক, পরে আর একখানা কিনলেই হবে।

মোহনলাল। (লিখিতে লিখিতে) টার্কিশ—তোয়ালে—বড় রোঁয়াওলা—একটা। তারপর ?

রেবা। (হাসিয়া) সেই আব্বি এখনও কেনা হয়নি কিন্তু।

মোহনলাল। সার্‌টেন্‌লি! আচ্ছি পাঁচ গজ—বড় বছরের তো?

রেবা। হ্যাঁ। আর দেখ, ভাল দেখে ব্র্যাকেট যদি পাও নিও একটা—টুকিটাকি জিনিস রাখবার মত, বুঝলে?

মোহনলাল। ব্র্যাকেট? কি রকম ব্র্যাকেট?

রেবা। বিরাজ মামার শোবার ঘরে বেশ সুন্দর কাঠের ওপর ফুল তোলা তোলা একটা ব্র্যাকেট আছে, দেখনি? ওইরকম যদি পাও নিও। সুন্দর ব্র্যাকেটটি।

মোহনলাল। (লিখিতে লিখিতে) কাঠের ফুলতোলা ব্র্যাকেট—বিরাজ মামা প্যাটার্ণ—একটা। তারপর?

রেবা। কই, আর তো কিছু এখন মনে পড়ছেনা। হ্যাঁ, ছবি কয়েকখানা কিনলে কেমন হয়? গোলদিঘীর ধারে সেই যে সিনারির ছবি পাওয়া যায়—নদী-নৌকো-তালগাছ-চাঁদ-মেঘ-ওলা, সেই ছবি খান চারেক নিও। শস্তাও শুনেছি।

মোহনলাল। আচ্ছা বেশ। (লিখিয়া লইলেন) ছবি চারখানা—নদী-নৌকা-তালগাছ-ওলা—গোলদিঘীর ধার। আর কি?

রেবা। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, দেয়াল-আলনা একটা—চারটে হুকওলা, বেশ বড় মজবুত দেখে নিও।

মোহনলাল। দেয়াল-আনলা একটা—বেশ বড় দেখে—ফোর হুকস।

লিখিয়া লইলেন ও বাম হাত দিয়া কপালটা মুছিয়া ফেলিলেন—ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল

আর কি ?

রেবা। আর কিছু তো মনে পড়ছেনা এখন। পরে যদি মনে পড়ে কিনলেই হবে।

মোহনলাল। আচ্ছা।

খাতা পেন্সিল পকেটে রাখিয়া দিলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে মোহনলাল কথা কহিলেন

আচ্ছা রেবা, মন্ত্রের যে :একটা শক্তি আছে একথা তুমি বিশ্বাস কর ?

রেবা। কি মন্ত্রের ?

মোহনলাল। আই মীন, বিয়ের।

রেবা। (সলজ্জ হাসিয়া) করি বইকি। তুমি করনা ?

মোহনলাল। আগে করতামনা। এখন করি, নাউ ইট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিকটের খালি বেঞ্চিটিতে একটি যুবক ও একটি যুবতী আসিয়া উপবেশন করিলেন ও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন

রেবা। (অকস্মাৎ) দেখ দেখ, ওই চুমকিদি না ?

মোহনলাল। (বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিত হইয়া) কই ? হ্যাঁ, তাই তো।

নবাগতদ্বয় এ কথা যে শুনিতে পাইলেন তাহা মনে হইলনা। তাহারা জেদের কথাতেই মশগুল হইয়াছিলেন

য়াই মাষ্ট স্পীক টু হার।

রেবা নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। মোহনলাল আগাইয়া গিয়া াগতা যুবতীটিকে সম্বোধন করিলেন

মকি !

নবাগতা যুবতী। (ফিরিয়া বসিয়া—বিস্মিত ঙ্গিতে) আমাকে কিছু বলছেন ?

মোহনলাল। আমাকে চিনতে পারছনা চুমকি ?

নবাগতা যুবতী। আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন, ামার নাম তো চুমকি নয়।

মোহনলাল। দিস ইজ সাম্থিং। চুমকি নয় ? তবে ?

নবাগতা যুবতী। সরলা।

মোহনলাল। সরলা ! তোমার আর একটা নাম সস্তিকা ছিল, মনে পড়ছে ? সরলা ! ওয়েল—

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

াই অ্যাড্মায়ার ইউ। ইউনিক !

নবাগত যুবক। (সক্রোধে) ভদ্রমহিলার সম্মান রেখে কথা বলতে জানেননা আপনি ?

মোহনলাল। কথা বলতে জানি কিনা আপনার বান্ধবীটিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। আমার অনেক কথাই উনি শুনেছেন—দিবসে এবং নিশীথে, সরবে এবং নীরবে।

নবাগত যুবক। (সগর্জ্জনে) শাট আপ—ইউ—ফু—উল—

আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া আসিলেন

রেবা। (ভয় পাইয়া) ওগো ওগো, তুমি চলে এস।

নবাগতা যুবতী। (নবাগত যুবকের প্রতি—অনু-যোগের স্বরে) এতে তুমি রাগ করছ কেন প্রশান্ত ? উনি আমার সঙ্গে আর কারুর গোলমাল ক'রে ফেলেছেন তাই এ রকম ব্যবহার করছেন। ভুলটা বুঝতে পারলেই অনু-তপ্ত হবেন নিশ্চয়ই। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে তোমার মত অ্যাথ্‌লেটের রাগ করা সাজেনা, চুপ কর।

যুবকটি এই কথার নিমেষে জল হইয়া গেলেন ও বসিয়া পড়িলেন

মোহনলাল। আই সে, তোমার ক্ষমতা আছে চুমকি—স্বীকার করছি, অ্যাণ্ড আই টেক অফ মাই হ্যাট।

হ্যাট টেক অফ করার ভঙ্গিতে অভিবাদন করিলেন

রেবা। কি করছ তুমি? চল আমরা যাই।
স্তাকর্ষণ)

মোহনলাল। (হাত ছাড়াইয়া) হ্যাঁ, চল। তা হ'লে
বাই চুমকি দেবী—অ্যালায়াস সরলা দেবী। প্লীজ
লাউ মি টু ডিপার্ট ফ্রম ইউ অ্যাণ্ড ইওর্স! আমার
পথ সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে, গুড বাই ম্যাডাম।

কায়দা করিয়া অভিবাদন করিলেন

নবাগত যুবক। আপনি কিন্তু মশাই অত্যন্ত
বাড়ি করছেন। মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।
নি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি একজন ভদ্রমহিলার
কথা বলছেন।

মোহনলাল। (সব্যঙ্গে) আই সি।

নবাগত যুবতী। (নবাগত যুবকের প্রতি) চুপ কর
প্রশান্ত।

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষের মত চুপ করিল

ভুল হচ্ছে। ভ্রান্ত মানুষ ক্ষমারই যোগ্য। ভুল
লে অবশ্যই উনি অনুতপ্ত হবেন। চল বরং, আমরাই
ন থেকে উঠে যাই। চল, কাজও আছে আমাদের।
হ্যাঁ, আসি তা হ'লে।

একটু মুচকি হাসিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রশান্ত
পোষা-কুকুরের মত তাহার অনুসরণ করিলেন

রেবা। দেখলে তেজ একবার, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। কলেজে যা গুজব রটেছে ঠিক তা হ'লে।

মোহনলাল। মোটেই না। শি ইজ এ কাঁচপোকা।

রেবা। কাঁচপোকা!

মোহনলাল। হ্যাঁ, কাঁচপোকা—যে কাঁচপোকা আরসোলাকে ধ'রে নিয়ে যায়। প্রথমে হুল বিঁধিয়ে চোখ দুটো অন্ধ ক'রে দেয়, তারপর সুড়সুড় ক'রে গর্ত্তের ভেতর টেনে নিয়ে যায় এবং নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে।

রেবা। খেয়ে ফেলে!

মোহনলাল। (চক্ষু বড় বড় করিয়া) গ্রাস করে—সোয়ালোজ। এই কাঁচপোকার হাত থেকে উদ্ধার করেছ ব'লে তোমাদের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব রেবা।

রেবা। (মুচকি হাসিয়া) দুদিন পরে আমাকে কি পোকা বলবে, তাই ভাবছি।

মোহনলাল। পোকা! তোমাকে? না না, রেবা, ভুল বুঝো না আমায়। পোকা বলব তোমাকে? এ কথা ভাবতেও পারি না, অর্থাৎ সিন্‌সিয়ার্‌লি বলছি, আই মীন. তুমি হ'লে—সব কথা গুছিয়ে ঠিক মত বলতে পারছি না আমি, কিন্তু রেবা—তুমি, আই মীন—

রেবা। (মৃদু হাস্যে) বুঝেছি, বাড়ি চল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হারাধন বিশ্বাসের বাটির বহির্ভাগ। গলির খানিকটা এবং হারাধনের র বদ্ধ সদর দরজা দেখা যাইতেছে। বিষ্ণু ডাক্তারকে লইয়া ভৈরব আসিয়া করিলেন। উভয়েরই মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। বিষ্ণুবাবু ডাক্তার— ভদ্রলোক, মাথার সামনের দিকটা টাক, কাঁচাপাকা গোঁফ, গলাবন্ধ কোট চালী ধরণের প্যাণ্টালুন পরা। পকেটে ষ্টেথোস্কোপ। দূরে রোশন-চৌকির শোনা যাইতেছে।

বিষ্ণুবাবু। এই বাড়ি নাকি? ডাকুন ডাকুন, ার সময় বড় কম।

ভৈরব। (ত্রস্ত হইয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—

দুয়ারের কড়া নাড়িলেন

বিষ্ণুবাবু। কই, খোলে না যে! কয়েকটা সিরিয়াস রয়েছে, তাদের ওখানেই আগে যাওয়া উচিত ছিল। নি ছাড়লেন না কিছুতে। ওবেলা এলেই হ'ত

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন

এগারোটা বেজে গেছে। কপাটও খোলে না যে! নিন, আবার নাড়ুন, জোরে নাড়ুন।

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—

অধিকতর জোরে কড়া নাড়িলেন

বিষ্ণুবাবু। (অধীর হইয়া) কই মশাই, কারও াড়াশব্দ নেই যে!

ভৈরব। অসুখের বাড়ী কি না—নিঝ্ঝুম সেই ন্যেই বোধ হয়।

বিষ্ণুবাবু। কি মুস্কিল—নিঝ্ঝুম বলে দাঁড়িয়ে াকলে ত চলবে না—সিরিয়স্ সব কেস রয়েছে হাতে মামার—

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ এই যে—

আবার কড়া নাড়িলেন

বিষ্ণুবাবু। ও বেলা এলেই ঠিক হত—কিন্তু নাছোড়-ান্দা লোক আপনি। আপনাকে বুঝিয়ে বললাম য সাণ্ডেলদের বাড়ীর ছেলেটা পথ্যই পাবে না আমি না গেলে—তিনটে টাইফয়েড্ এখন তখন হয়ে রয়েছে— কন্তু আপনি ত বুঝবেন না কোন কথা। সেই যে ধরে বসলেন—'আপনাকে এ বেলাই একবার দয়া করতে হবে' —সে আর কিছুতেই রদ করা গেল না। কই মশাই এ বাড়ীতে কোন লোক আছে বলে যে বোধ হচ্ছে না—

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ লোক আছে বৈকি—নিজের চোখে দেখে গেছি আজ সকালবেলা—লোক নেই কি বলছেন—

বিষ্ণুবাবু। কিন্তু কেউ যে সাড়া দেয় না!

ভৈরব। ডাকি দাঁড়ান—ঝি, অ ঝি—

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না

বিষ্ণুবাবু। (অধীর হইয়া) কি মুস্কিলেই পড়া গল।

একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। আজ্ঞে কলেজ রো কোন দিকটায় বলতে পারেন?

বিষ্ণুবাবু। হ্যারিসন রোডের মোড়ের এ দিকটায়।

পথিক। হ্যারিসন রোডের মোড়? সে আবার কান দিকে—

ভৈরব। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সোজা। ঝি -অ—ঝি—

পথিক চলিয়া গেল। ঝিয়ের সাড়া পাওয়া গেল না

বিষ্ণুবাবু। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

একজন ঝাঁকা মুটের প্রবেশ। বিষ্ণুবাবুকে দেখিয়া তাহার হাতে একটি কাগজ দিয়া

ঝাঁকা মুটে। ঠিকানাঠো পড় দিজিয়ে তো হুজুর।

বিষ্ণুবাবু। (কাগজটা দূরে ধরিয়া) ১৭ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট—

ঝাঁকা মুটে। সত্তর নম্বর? উ কোন বাড়ী হ্যায়।

ভৈরব। কাহে দিক করতা হ্যায়—যাও না বাবা—
ধা।

ঝাঁকা মুটে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল একজন ভিখারীর প্রবেশ

ভিখারী। একটি পয়সা দেন না বাবু—সমস্ত দিন খেতে পাইনি বাবু—একটি পয়সা বাবু—

বিষ্ণুবাবু। মাপ কর বাবা—

ভিখারী। সমস্ত দিন খেতে পাইনি বাবু—

বিষ্ণুবাবু। মাপ কর বাবা—

ভৈরব। (তাড়া করিয়া গেলেন) ভাগ্ ভাগ্—ভাগ্। যতো সব জোটে এসে।

ভিখারী চলিয়া গেল

বিষ্ণুবাবু। ডাকুন—ডাকুন—আরো জোরে ডাকুন—অত মৃদু-স্বরে কাজ হবে না—

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঝি—অ—ঝি—

সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিলেন ও সজোরে ডাকিতে লাগিলেন।
ঝি আসিয়া কপাট খুলিয়া গলা বাড়াইল

ঝি। কি বলছেন?

ভৈরব। তোমাদের গিন্নিমার অসুখ করেছে, না? তাই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছি।

ঝি। গিন্নিমার অসুখ ক'রে নি তো। কে বললে য়াপনাকে?

বিষ্ণু ডাক্তার চক্ষুর্দ্বয় কুঞ্চিত করিয়া সরোষে ভৈরবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন

ভৈরব। শুনলাম যে, ভয়ঙ্কর অসুখ নাকি?

ঝি। দাঁড়ান তা হ'লে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

ঝি চলিয়া গেল

ভৈরব। আমার ওয়াইফ বললে যে ভয়ঙ্কর অসুখ। াই তো আপনাকে—

ঝি ফিরিয়া আসিল

ঝি। না, গিন্নিমা বললেন, তাঁর ডাক্তার দরকার াই।

সদর দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল

বিষ্ণু ডাক্তার। আপনার মত জরদ্গব লোক খুব কম 'খেছি আমি।

ভৈরব। আমায় ওয়াইফ বললে যে—

বিষ্ণু ডাক্তার। ওয়াইফ্ বল্লে।

গমনোদ্যত

ভৈরব। আপনার ফী—টা—

বিষ্ণু ডাক্তার। (সক্রোধে) ফী আমাকে দিতে

ব না। সেই টাকায় বরং মধ্যমনারায়ণ কিনে মাথায়
ন।

বিষ্টু ডাক্তার সরোষে প্রস্থান করিলেন। ভৈরব হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া
লেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া
ল। সহসা দূরে রোশনচৌকি ব্যাণ্ড প্রভৃতি জোরে বাজিয়া উঠিল।
পাড়ায় নিতাই মামা প্রবেশ করিলেন

নিতাই মামা। ভৈরব যে।

ভৈরব। হ্যাঁ।

নিতাই মামা। শুনছ? (চোখের ইসারা-করিলেন)

ভৈরব। কি শুনব?

নিতাই মামা। আরে, কালা নাকি, বাজনা
শুনছ না?

ভৈরব। তা তো শুনছি।

নিতাই মামা। ঘোষালের বড়ছেলের বিয়ে। আমি
লেছি সেইখানেই, তদ্বির তদারক করতে হবে তো।
(মুচকি হাসিলেন) যাই।

নিতাই মামা চলিয়া গেলেন। ভৈরব খানিকক্ষণ বাজনা শুনিয়া তাহার পর
স-স্লেষ তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন

ভৈরব। বিয়ে করতে যাচ্ছে—যাক। পরে বুঝবে
ব্যাটা। উঃ, কি কুকাজই করেছি বিয়ে ক'রে। নাকে

ঘড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে আমায়, বনবন ক'রে ঘোরাচ্ছে।
ঘুরছিও তো। উপায় কি।

আবার খানিকক্ষণ বাজনা শুনিলেন

সব বাজনা বেরুবে পরে। আপিসেও আজ দেখছি,
বকুনি খেতে হবে। ছি ছি ছি ছি।

হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন

সপ্তম দৃশ্য

হারাধনের বাড়ির অন্তঃপুর। শুভঙ্করী ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। সন্ন্যাসী ওরফে ঝাণ্টু মল্লিকের সাজ-সজ্জা পূর্ব্ববৎ। জটা, দাড়ি, এক হস্তে ত্রিশূল, অন্য হস্তে কমণ্ডলু। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, গলায় ও বাহুমূলে, রুদ্রাক্ষ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বাম গণ্ডে আঁচিল। বারান্দায় কুকুরটাও বাঁধা রহিয়াছে—

শুভঙ্করী। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কুকুর কিছুতেই আর মানুষ হচ্ছে না।

সন্ন্যাসী। (স্মিত হাস্যে) হবে, হবে, নিশ্চয়ই হবে। তন্ত্র তো ছেলে-খেলার জিনিস নয় মা। নিশ্চয়ই কোন প্রকার অনাচার হয়েছিল, তাই মন্ত্র কার্য্যকরী হয় নি। শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী। না, কিচ্ছু তো অনাচার করি নি। আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই তেমনই করেছি—অক্ষরে অক্ষরে।

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) তোমার তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে কোন্ অদৃশ্য অনাচার কখন যে প্রবেশ করে বোঝবার জো নেই। কোন প্রকার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হয়েছে। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। আজ আমি তোমার এখানে কেন এসেছি তা জান?

শুভঙ্করী। কেন ?

সন্ন্যাসী। আমি জানতে পেরেছিলাম যে তুমি দ্বিতীয় মন্ত্রে সিদ্ধকাম হও নি। (হাসিলেন)

শুভঙ্করী। কি ক'রে জানতে পারলেন ?

সন্ন্যাসী। (পুনরায় হাসিয়া) সে গুহ্যতত্ত্ব নাই বা শুনলে মা তুমি। তা বলাও যাবে না।

শুভঙ্করী। যাই হোক, আপনি এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে। এখন কি করলে মন্তর সফল হবে তাই বলুন।

সন্ন্যাসী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শিব স্বয়ম্ভূ, শিব স্বয়ম্ভূ। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম মা তোমাকে, সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি দরকার।

শুভঙ্করী। তা হ'লে আপনি কি বলতে চান আমার মনে পাপ আছে ?

সন্ন্যাসী। না না, তা আমি বলছি না।

শুভঙ্করী। পাকে প্রকারে তাই তো বলছেন আপনি। আপনি বলছেন, সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি দরকার —যেন আমার চিত্তশুদ্ধি নেই। সেই ছেলেবেলার পুণ্যি-পুকুর থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত একটিও ব্রত বাদ দিই নি আমি, জানেন ? এতেও যদি চিত্তশুদ্ধি না হয়—

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভূ। আমায় ভুল বুঝো না মা। আমি বলছি না যে তোমার চিত্ত অশুদ্ধ। ভাল ক'রে

আমার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শোন। এই মন্ত্র কার্য্যকরী হ'তে হ'লে তিনটি জিনিস দরকার। প্রথম—চিত্তশুদ্ধি, দ্বিতীয়—স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, এবং তৃতীয়—পারিপার্শ্বিকের পবিত্রতা। মন্ত্র যখন সফল হয় নি তখন বুঝতে হবে এর একটার অভাব ঘটেছে। এই অনুমানই স্বাভাবিক নয় কি?

শুভঙ্করী। (রাগতভাবে) স্বাভাবিক হ'তে পারে; কিন্তু আমি জোর গলায় বলছি, এর একটারও অভাব ঘটে নি। চিত্ত আমার খুবই শুদ্ধ, স্বামীর প্রতি ভক্তিও আমার অচলা, আর পবিত্রতার আমি চরম করেছি। ঘরে, দোরে, উঠোনে এমন এক ইঞ্চিও জায়গা পাবেন না, যা আমি বারবার গঙ্গাজল দিয়ে ধুই নি। ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল আনিয়ে নালি পর্য্যন্ত ধুয়েছি, ছাতের কড়ি-কাঠে পর্য্যন্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি যতদূর পেরেছি। সোজা গঙ্গাজলটা খরচ হয়েছে! গঙ্গাজল ব'য়ে ব'য়ে ঝিয়ের কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। বাকি কিছু রাখি নি। নিজে গঙ্গাজলে নেয়েছি, কুকুরকে বারবার নাইয়েছি। সমস্ত দিন উপবাসী থেকে নতুন পাটের কাপড় প'রে আপনি যেমন যেমন ব'লে গেছলেন, ঠিক তেমনই ক'রে মন্তর পাঠ ক'রে কুকুরের গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছি। কিছু হয় নি।

সন্নাসী। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী। আপনি নিজে এখন এসে গেছেন, আপনিই কুকুরকে মানুষ ক'রে দিয়ে যান।

সন্ন্যাসী। আমি? শিব স্বয়ম্ভু! আমার তো এতে কিছুই করবার নেই মা। যা করবার তোমাকেই করতে হবে। আমি করলে তো কোন ফল হবে না। তুমিই প্রথম মন্ত্র প্রয়োগ করেছ, দ্বিতীয় মন্ত্রও তোমাকেই প্রয়োগ করতে হবে।

শুভঙ্করী। আপনি তা হ'লে ব'সে থাকুন। আপনার সামনেই আমি যা করবার সব করছি। আমার কোথায় ত্রুটি হচ্ছে আপনি দেখিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী। কিন্তু এখন আমি তোমার এ অনুরোধ রক্ষা তো করতে পারব না মা। কালীঘাটে মায়ের পূজার একটা আয়োজন ক'রে এসেছি, সেখানেই এখন আমাকে যেতে হবে।

শুভঙ্করী। না, তা আমি যেতে দেব না।

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু। একি মুস্কিল!

শুভঙ্করী। মুস্কিল? এখন আপনি মুস্কিল বলছেন? আপনারই মন্তরে, আপনারই কথামত আমার স্বামীকে আমি কুকুর বানিয়ে ব'সে আছি। এখন সে কুকুর আর কিছুতে মানুষ হচ্ছে না। আপনি যখন এসে পড়েছেন

তখন নিশ্চয়ই এর ব্যবস্থা আপনাকে ক'রে দিয়ে যেতে হবে। মুস্কিল বললে শুনব না তো।

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। মন্ত্রের ওপর তো জোর চলে না মা। বিধির বিধান অবশ্যম্ভাবী, মুণ্ডমালিনীর যা অভিপ্রায় তাই হবে, কারও সাধ্য নেই তার পরিবর্ত্তন করে। জোরজবরদস্তি ক'র না মা।

শুভঙ্করী। (সক্রোধে) তা হ'লে কি আপনি বলতে চান আমার স্বামী কুকুর হয়েই থাক ?

সন্ন্যাসী। (বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া) আহা, আমাকে ভুল বুঝো না মা। তা আমি চাইব কেন ? শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। আমি শুধু এই তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম যে বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানকে মেনে নেবার জন্য সকলেরই সব সময় প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। তা ছাড়া গত্যন্তরও তো নেই।

শুভঙ্করী। অর্থাৎ আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন যে আমার স্বামী কুকুর হয়েই থেকে যাক ? কুকুর হয়ে হয়ে থেকে গেলে আমার অবস্থাটা কি হবে তা ভেবে দেখেছেন একবার ?

সন্ন্যাসী। তুমি বারম্বার আমাকে ভুলই বুঝছ মা। তোমার স্বামী কুকুর হয়ে থেকে যাবে, একথা বলবার স্পর্দ্ধা বা অধিকার আমার তো নেই। আমি তো

তৃণাদপি ক্ষুদ্র। আমি এইটুকু শুধু অনুমান করতে পারি যে মন্ত্র যখন বিফল হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোন বিরুদ্ধ শক্তি তার জন্য দায়ী, এবং সম্ভবত মহাশক্তিরই এ লীলা।

শুভঙ্করী। ওসব শক্তি-ফক্তি আমি বুঝি না। এই নিন কুকুর।

কুকুরটাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিলেন

একে আপনি মানুষ ক'রে দিন যেমন ক'রে পারেন। আমার কাছে স্পষ্ট কথা। আমার স্বামী ফিরিয়ে দিয়ে যান আপনি।

সন্ন্যাসী। (একটু বিব্রতভাবে) শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। আমায় বড় বিপন্ন করলে যে মা। এখন কালীঘাটে যাওয়ার আমার বিশেষ প্রয়োজন। আচ্ছা বেশ, কাল প্রাতঃকালে তা হ'লে আসব। গঙ্গাজলাদির সব ব্যবস্থা ক'রে রেখ, আমার সামনেই সব অনুষ্ঠান ক'র [illegible] আমি চললাম তা হ'লে। (গমনোদ্যত)

এই কথায় শুভঙ্করীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, ভ্রূ কুঞ্চিত এবং নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল

শুভঙ্করী। ওসব বুজরুকি রেখে দিন, অন্য জায়গায় [illegible] লাগাবেন। ভাল চান তো কুকুরকে মানুষকে ক'রে দিয়ে যান, তা না হ'লে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব আমি। [illegible] কি।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। কি মা?

শুভঙ্করী। (আদেশের ভঙ্গিতে) সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয় তো, এই সন্নিসীর ভিটকিলিমি একবার বার করি আমি।

ঝি গিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল

(সন্ন্যাসীর প্রতি) আসুন, এই বারান্দায় উঠে আসুন। (উচ্চতর গ্রামে) উঠে আসুন।

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন

(চীৎকার করিয়া) উঠে আসুন বলছি, তা না হ'লে চেঁচিয়ে আমি পাড়া মাথায় করব। চেনেন না আপনি শুভঙ্করীকে—

সন্ন্যাসী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আগাইয়া গেলেন

সন্ন্যাসী। অত অধীর হোয়ো না মা। এইবার কি করব, বল।

শুভঙ্করী। (কুকুরকে দেখাইয়া) এই সেই কুকুর, আর এই নিন্ আপনার মন্তরলেখা কাগজ। (তাক হইতে পাড়িয়া কাগজখানা দিলেন) গঙ্গাজল কতটা চাই বলুন, এনে দিচ্ছি। আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী। এ রকম চঞ্চল মনোভাব নিয়ে [illegible]

করলে তা সফল হবে না তো মা। চিত্তের সমতা না থাকলে—

শুভঙ্করী। ওসব লম্বা চওড়া কথা রেখে দিন আপনি। আমার স্বামী ফিরিয়ে দিন।

হঠাৎ শয়নঘরের কপাট খুলিয়া কাপড়ের কষি গুঁজিতে গুঁজিতে হারাধন আসিয়া প্রবেশ করিলেন, চক্ষু দুইটি হাস্যোজ্জল। হস্তে হুঁকা

একি, তুমি বেরিয়ে এলে যে?

হারাধন। (সহাস্যে) যথেষ্ট হয়েছে, দুজনেই চমৎকার অভিনয় করেছ, আর কেন? ঝান্নু, খুলে ফেল ভাই দাড়ি-ফাড়ি, বুঝলে? সেখানে টিকতে দিলে না ভাই। উঃ, কি কষ্টে যে পালিয়ে এসেছি ভগবানই জানেন। আরে, এই ঝান্নু, খোল দাড়ি, করছ কি?

সন্ন্যাসী। (গম্ভীরভাবে) বৎস, তুমি ঝান্নু ব'লে কাকে সম্বোধন করছ জানি না। কিন্তু আমি সে ব্যক্তি নই। তোমার ভ্রম হয়েছে, আমি প্রকৃতই একজন সন্ন্যাসী।

শুভঙ্করী। (মুচকি হাসিয়া) বন্ধুটি তোমার সত্যিই [illegible]।

হারাধন। (আগাইয়া আসিয়া) ঢের হয়েছে। [illegible] খুলে ফেল এবার। কি সং সেজে রয়েছ, [illegible] হয়েছে, আর কেন? কি ভীষণ

খপ্পরে আমি পড়েছিলাম সেইটে শোন আগে। এই শুভঙ্করী, চায়ের জোগাড় কর।

শুভঙ্করী। (হাসিয়া) জল চড়ানোই আছে। ঝি, চায়ের সব নিয়ে আয় তো।

হারাধন। এই ঝান্নু, কি করছ তুমি? খোল ওসব। আরে, আমি যে ভীষণ খপ্পরে পড়েছিলাম তার তুলনায় এ তো কিছুই নয়। কি দারুণ মশা তোমার ওই বাড়িতে, এক একটা যেন ভীমরুল হে! তার ওপর পাশের বাড়ীতে একপাল শানিত যুবতী চকমক করছে—অন্তরে বিরহ—কুটকুটে দাড়ি—সে এক মিস্‌লেনিয়াস ফীলিং! একদিন এক ছোঁড়া এসে জুটল, শেষকালে পুলিস। বাধ্য হয়ে পালাতে হ'ল। আরে, তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলে যে! জটা-ফটা খোল। আরে!

ঝি একটি ছোট টেবিল ও পরে চায়ের সরঞ্জামাদি লইয়া প্রবেশ করিল। শুভঙ্করী চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন

এই ঝান্নু, মাইরি, করছ কি তুমি?

সন্ন্যাসী। (অবিচলিতভাবে) তোমার কোন কথারই অর্থই আমার বোধগম্য হচ্ছে না বৎস। কে ঝান্নু?

শুভঙ্করী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন

ঝি। আমার কাজ হয়ে গেছে মা। আমি বাড়ি যাচ্ছি এবার।

শুভঙ্করী। আচ্ছা।

ঝি মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে সদর দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল

হারাধন। (হাসিয়া) আরে, এ তো বেড়ে রগড় সুরু করলে তুমি! রাগ ক'র না ভাই, এই ঝান্নু! বিশ্বাস কর, পুলিসের তাড়ায় দোতলা থেকে লাফিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। পুলিস না এলেও হয়তো পালাতে হ'ত। ভয়ানক মন কেমন করছিল শুভঙ্করীর জন্যে, আপঅন গড বলছি। (হাসিয়া) শুভঙ্করী কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। ভয়ানক মন কেমন করছিল, তাই তোমার ওখানে না গিয়ে এখানেই চ'লে এলাম। ওয়াইফ-টাবিট বড় সাংঘাতিক জিনিস হে! কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত যেন কান ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এল আমাকে এখানে, মাইরি বলছি। আরে, তুমি সত্যিই ওইরকম সন্ন্যাসী সেজে থাকবে নাকি? এই—

ঝান্নুর নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন

এই ঝান্নু, রাগ ক'র না ভাই, খোল ওসব, এস, ব'সে চা-টা খাওয়া যাক, শুনছ। হ্যাঁ, শুভঙ্করীর সঙ্গে আর একটা কথাও আমার হয়ে গেছে, বক্তিয়ারের পার্ট আমার

নিতে দেবে। আচ্ছা, শুভঙ্করীকে রিজিয়া ক'রে দিলে কেমন হয়, ও তো মন্দ অভিনয় করলে না!

শুভঙ্করী চা করিতে করিতে হাস্যস্নিগ্ধ স-কোপ দৃষ্টিতে হারাধনের দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী অবিচলিত

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু।

হারাধন। কি করছ তুমি ঝান্টু, ছেলেমানুষের মত? এই—

সন্ন্যাসী আরক্ত চক্ষে কটমট করিয়া হারাধনের দিকে তাকাইতে লাগিলেন

খোল, খোল, খুলবে না? দাঁড়াও তো আমি খুলে দিই টেনে!

হারাধন হাসিয়া সন্ন্যাসীর দাড়ি জটা টানিয়া খুলিতে গেলেন

সন্ন্যাসী। (অভিশাপ দিবার ভঙ্গিতে) নরাধম, মন্ত্রমুগ্ধ পশু, নিপাত যাও—নিপাত যাও—নিপাত যাও

এই বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সদর দরজা দিয়া সবেগে প্রস্থান করিলেন

হারাধন। আরে, ক্ষ্যাপা, না পাগল! এই ঝান্টু! চ'লে গেল নাকি সত্যি!

হুঁকাটা তাড়াতাড়ি কোণে নামাইয়া রাখিলেন

শুভঙ্করী। না না, ধ'রে নিয়ে এস ওঁকে।

হারাধন বাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। শুভঙ্করী দ্বারের পানে শঙ্কিত মুখে চাহিয়া রহিলেন

যবনিকা

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

—নূতন উপন্যাস—

কিছুক্ষণ	১॥০
বনফুলের গল্প	১॥০
দ্বৈরথ	২৲
তৃণখণ্ড	১॥০
বনফুলের কবিতা	২৲
বৈতরণী তীরে	১।০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা